

সূচীপত্র

مجلة
عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক আরাফাত

মুসলিম জগতের আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরাযশী (রহ)

◇ ০৪ মার্চ ২০২৪ ◇ সোমবার ◇ বর্ষ: ৬৫ ◇ সংখ্যা: ২৩-২৪

www.weeklyarafat.com



উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটি, মক্কা, সৌদি আরব

সাপ্তাহিক প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭

আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

عرفات الأسبوعية

شعار التضامن الإسلامي

مجلة أسبوعية دينية أدبية ثقافية وتاريخية الصادرة من مكتب الجمعية

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরাযশী (রহ)
সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়ার যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ১০০/- (একশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোন সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্ধ্বে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নাম্বারে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

<p>বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. নওয়াবপুর রোড শাখা সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০ যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১</p> <p>বিকাশ নম্বর ০১৯৩৩৩৫৫৯০৫ চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।</p>	<p>সাপ্তাহিক আরাফাত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. বংশাল শাখা সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭ যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০</p> <p>মাসিক তর্জুমানুল হাদীস শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি. বংশাল শাখা সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০ যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮</p>
---	---

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগে পৃথক পৃথক মোবাইল নম্বর প্রদত্ত হলো। লেনদেন-এর পর সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আপনি কি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আলোকিত জীবন গড়তে চান?
তাহলে নিয়মিত পড়ুন : মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক

আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

ও কুরআন- সুন্নাহ'র আলোকে রচিত জমঈয়ত প্রকাশিত বইসমূহ

যোগাযোগ | ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা- ১২০৪
ফোন : ০২-৭৫৪২৪৩৪, মোবাইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
www.jamiyat.org.bd

سَجَلَةُ الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক আরাফাত

মুসলিম জগতের আস্থায়ক

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭

রেজি - ডি.এ. ৬০

প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড,

ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরাযশী (রহ)

* বর্ষ : ৬৫
* সংখ্যা : ২৩-২৪
* বার : সোমবার

◇ ০৪ মার্চ-২০২৪ ঈসায়ী
◇ ১৯ ফায্বুন- ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
◇ ২২ শাবান-১৪৪৫ হিজরি

উপদেষ্টামণ্ডলী

প্রফেসর এ. কে. এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইয়ুজ ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন
সম্পাদনা পরিষদ

প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
মুহাম্মদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক
সম্পাদক
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন
সহযোগী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান
প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী
ব্যবস্থাপক
রবিউল ইসলাম

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত

জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক : ০১৭৬১-৮৯৭০৭৬
সহযোগী সম্পাদক : ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭
ব্যবস্থাপক : ০১৯৩৩-৩৫৫৯০১

বিপণন অফিসার : ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
কম্পিউটার বিভাগ : ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৭
টেলিফোন : ০২-৭৫৪২৪৩৪

weeklyarafat@gmail.com
www.weeklyarafat.com
jamiyat1946.bd@gmail.com

মূল্য : ২৫/-
(পঁচিশ) টাকা মাত্র।

www.jamiyat.org.bd
f/shaptahikArafat
f/group/weeklyarafat

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش
 ৯৮ নোব ফোর, ডাকা-১১০০.

الهاتف : ০২৭০৫২৬৩৬, الجوال : ০৯৩৩৩০০৯০১

المؤسس : العلامة محمد عبد الله الكافي القرشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة :

الفقيه العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة :

الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعالى)

رئيس التحرير : أ/أبو عادل محمد هارون حسين

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাণ্ডলসহ)

দেশ	বার্ষিক	সান্নাসিক
বাংলাদেশ	৭০০/-	৩৫০/-
দক্ষিণ এশিয়া	২৮ U.S. ডলার	১৪ U.S. ডলার
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
সিঙ্গাপুর	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
মধ্যপ্রাচ্য	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ	৫০ U.S. ডলার	২৬ U.S. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ U.S. ডলার	২০ U.S. ডলার

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বংশাল শাখা : (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)

অনুকূলে জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ

পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

সূচীপত্র

- ✍ সম্পাদকীয় ০৩
- ✍ আল কুরআনুল হাকীম :
 ❖ “মাহে রমায়ান” তাকুওয়া অর্জনের এক সুবর্ণ সুযোগ!
 আবু সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস সামাদ- ০৪
- ✍ হাদীসে রাসূল ﷺ :
 ❖ রমায়ানে বেশি বেশি দান ও কুরআন তিলাওয়াত
 গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ০৮
- ✍ বিশেষ প্রতিবেদন :
 ❖ প্রফেসর মুজিবুর রহমানের জীবনাবসান :
 চন্দ্রালোকে অমানিশা
 আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী- ১২
- ✍ প্রবন্ধ :
 ❖ সিয়ামে রমায়ান : জরুরি মাসায়েল
 গ্রন্থনা : মুহাম্মদ গোলাম রহমান- ১৫
- ❖ রাসূল (ﷺ)-এর শাসনব্যবস্থা
 মূল : ড. হাফিজ আহমাদ আজাজ আল কারামি
 ভষান্তর : তানযীল আহমাদ- ২১
- ❖ ভালোবাসার রমায়ান : ফিরে এলো তাকুওয়ার মাস
 আব্দুল্লাহ আল আসিফ- ২৬
- ❖ দাওয়াত ও তাবলীগ
 শাহাদাত হোসেন সামি- ২৮
- ❖ যে দু'আতে প্রশান্তি মিলে
 শাইখ আব্দুর রায়যাক বিন আব্দুল মুহসিন আল বদর
 অনুবাদক : মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার- ৩১
- ✍ ক্বাসাসুল হাদীস :
 ❖ সিয়াম ভঙ্গের কাফফারা ও শাস্তি
 আবু তাহসীন মুহাম্মদ- ৩৪
- ✍ বিশেষ মাসায়িল ৩৫
- ✍ সমাজচিন্তা :
 ❖ হিজড়া : ট্রান্সজেন্ডার ও সমকামিতা কোন পথে মানব সভ্যতা?
 সংকলন : আবু আব্দুল্লাহ জনি আহমেদ- ৩৭
- ✍ ফাতাওয়া ও মাসায়েল ৩৯
- প্রচ্ছদ রচনা ৪৪

সম্পাদকীয়

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান-এর চিরবিদায়

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি মোতাবেক ১৭ শা'বান, বুধবার। রমায়ানের আগমনি মু'মিনের শ্রবণেদ্বি়য়ে অনুরণিত হচ্ছে। মাহে রমায়ানকে স্বাগত জানাতে সকলেই প্রতীক্ষমাণ। কীভাবে রমায়ানকে বরণ করবে, এ নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা। এমনই এক সন্ধিক্ষণে দ্বিপ্রহরের শেষপ্রান্তে খবর এল! প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান আর নেই। বার্তা কর্ণকুহরে প্রবেশমাত্র মধ্যাহ্নসূর্যের ক্ষিপ্রতার মাঝেও যেন নিকষকালো অন্ধকারে ছেয়ে গেল হৃদয় আকাশ। আমাদের মানসজগৎ শোকাহত হলো হৃদয় বিদীর্ণ করা এ সংবাদে। মুহূর্তেই তাঁর মতো এক নিষ্ঠাবান অভিভাবক হারানোর মর্মপীড়ায় নেত্রপল্লব প্লাবিত হলো। মনের অগোচরেই হৃদয়গাহিন থেকে বেরিয়ে এলো- “ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন”। হে প্রভু! আপনার এই বান্দাকে ক্ষমা করুন, তাঁর প্রতি দয়া করুন, তাঁকে পূর্ণ নিরাপত্তায় আশ্রিত করুন, তাঁর আতিথেয়তাকে মর্যাদাপূর্ণ করুন, তাঁর প্রবেশস্থান কবরকে সুপ্রশস্ত করুন। আর তাঁকে ধৌত করুন বরফশীতল জলপ্রবাহে, আপনি তাঁকে গুনাহ থেকে এমনভাবে পবিত্র করুন, যেভাবে সফেদ-শুভ্র বস্ত্রের অপরিচ্ছন্নতা দূর করা হয়। আর তাঁকে তাঁর ইহজাগতিক গৃহ অপেক্ষা উত্তম গৃহ, পরিবার অপেক্ষা উত্তম পরিবার এবং সঙ্গিনী অপেক্ষা উত্তম সঙ্গিনী প্রদান করুন। আর আপনি তাকে জান্নাতের নন্দনকাননে প্রবেশ করান এবং তাকে কবরের আযাব ও জাহান্নামের অগ্নিশিখা থেকে সুরক্ষিত রাখুন। ইয়া রবেব কারীম! তাঁর শোকাহত পরিবারকে সবরে জামিল দান করুন এবং আমাদেরকে তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে কবুল গ্রহণ করুন -আমীন।

মাইয়িতের অন্তিম অসীয়াত অনুযায়ী তার মরদেহ আহলে হাদীসদের প্রাণকেন্দ্র ঐতিহ্যবাহী বংশাল বড়ো জামে মসজিদে আনা হয়। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানীর ইমামতিতে জানায়ার সালাত অনুষ্ঠিত হয়। এরপর তাঁকে দাফন করা হয় বংশাল-মালিবাগ পেয়ালাওয়াল জামে মসজিদ সংলগ্ন ঐতিহাসিক সাতবাড়ি কবরস্থানে, যেখানে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন মুসলিম সংবাদিকতার পথিকৃত মাওলানা আকরাম খাঁ, শাইখুল হাদীস আল্লামা আবু মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন (রাহিমাহুমুল্লাহ)-সহ যুগশ্রেষ্ঠ কিবারুল ওলামা (রাহিমাহুমুল্লাহ)।

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান (রাহিমাহুমুল্লাহ) ছিলেন প্রচারবিমুখ ব্যক্তিত্ব। ইসলামী শিক্ষার সম্প্রসারণ ছিল তাঁর জীবনের মহান ব্রত। বিশ্বখ্যাত ‘তাকসীর ইবনে কাসীর’-এর অনুবাদসহ মহামূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করে শিক্ষিত মহলে তিনি সমাদৃত হয়েছেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা, মার্কিন মুলুকে ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা এবং বহুমুখী উচ্চতর গবেষণা কর্মে জীবন অতিবাহিত করেছেন তিনি। চিন্তে উদারতা, আচরণে সরলতা ও ব্যবহারে নিরহংকার ছিল তাঁর চরিত্রের ভূষণ। দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্ব তাঁকে মর্যাদার সম্ভ্রান্ত আসনে সমাসীন করেছে। তাকুওয়া ও পরহেয়গারিতার অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তিনি আজ সর্বমহলে অনুকরণীয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর খিদমত কবুল করে উত্তম প্রতিদানে পুরস্কৃত করুন। আমরা আশাকরি মহান এই ব্যক্তিত্বের জীবন-কর্ম নিয়ে গবেষণা করলে এমন অনেক অজানা তথ্য বেরিয়ে আসবে, যা বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের জন্য আলোকবর্তিকা হবে। তাঁর বর্ণাঢ্য জীবন ও কর্ম নিয়ে বহুমুখী গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। আগামীতে সাপ্তাহিক আরাফাত-এর পৃষ্ঠায় তাঁর জীবনচিরত প্রকাশের আশাবাদ ব্যক্ত করে সম্মানিত সুবিজ্ঞ লেখকদের নিকট থেকে গবেষণাধর্মী লেখা প্রত্যাশা করছি। তাওফীকু কামনা করছি মহান আল্লাহর কাছে।

ক্ষণজন্মা এই মহান ব্যক্তিটি ১৯৩৬ সালে সম্ভ্রান্ত এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষা ও কর্মজীবনে অসামান্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে, আমাদেরকে শোকসাগরে ভাসিয়ে তিনি আজ পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের একজন প্রাজ্ঞ উপদেষ্টা। তাঁর মৃত্যুতে সংগঠনের পক্ষ থেকে গভীর শোকপ্রকাশ করে পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

রমায়ান আমাদের দুয়ারে এসে কড়া নাড়ছে। রমায়ানের অগণিত কল্যাণ আমাদেরকে হাতছানি দিচ্ছে। যারা ভাগ্যবান, তারা বরকতময় এ মাসে প্রভূত কল্যাণ লাভ করবে, আর যারা হতভাগা, তারা কতইনা নিন্দনীয়-নিকৃষ্ট। স্মর্তব্য যে, আমরাও আজ অথবা কাল প্রফেসর ড. মুজীবুর রহমান (রাহিমাহুমুল্লাহ)-এর সাথে মিলিত হব। তাই শেষ বিদায়ের পূর্বে নিজেকে প্রস্তুত করি। যেন পরিকল্পিতভাবে রমায়ানের দিনগুলো অতিবাহিত করে নাযাতের মোহনায় মিলিত হতে পরি- মহিয়ান রবের কাছে এটাই আমাদের আকুতি। □

আল কুরআনুল হাকীম

“মাহে রমায়ান” তাকুওয়া অর্জনের এক সুবর্ণ সুযোগ!

—আবু সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস সামাদ*

আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

বাক্য/শব্দার্থ

—তোমাদের - كُتِبَ عَلَيْكُمْ, বিশ্বাসীগণ! - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا উপর বিধিবদ্ধ করা হলো, الصِّيَامُ - সিয়াম সাধনাকে, كَمَا - যেমন, - كُتِبَ - বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল, عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ - তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, - تَتَّقُونَ - যাতে করে, - لَعَلَّكُمْ - তোমরা তাকুওয়া অর্জন করতে পারো।

সরল বঙ্গানুবাদ

“হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদেরকে সিয়ামের (রোযার) বিধান দেওয়া হলো যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীদের দেওয়া হয়েছিল। যাতে তোমরা তাকুওয়া অর্জন করতে পারো।”^১

বিষয়বস্তু ও অবতরণের প্রেক্ষাপট

দরসে বর্ণিত আয়াতটি সূরা আল বাক্বারাহ'র ১৮৩ নং আয়াত। সূরা আল বাক্বারাহ কুরআনুল কারীমের একটি বৃহত্তম সূরা। এ যেন কুরআনুল কারীমের সংক্ষিপ্তরূপ। এ সূরাতে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রায় সকল দিক-নির্দেশনা রয়েছে। রয়েছে সালাত, সিয়াম ও যাকাতের বিধি-বিধান। এ সূরার অধিকাংশ আয়াত হিজরতের পর মদীনায় নবীজি (ﷺ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়। কয়েকটি আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হলেও বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্যতার কারণে এ সূরায় এগুলো শামিল হয়েছে। এই সূরাটি মাদানী সূরা হিসেবে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত।

আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾

অর্থ : “হে বিশ্বাসীগণ!”

কুরআনুল কারীমের একটি অসাধারণ বর্ণনা রীতি হলো— প্রয়োজন অনুসারে কোনো একটি বিশেষ সম্প্রদায় কিংবা সমগ্র মানবমণ্ডলীকে সম্বোধন করা। আলোচ্য আয়াতাংশে

* প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, জা'মেআ দারুল কোরআন, ঢাকা, বাংলাদেশ।

^১ সূরা আল বাক্বারাহ : ১৮৩।

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ অর্থ : হে বিশ্বাসীগণ!” বলে মু'মিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই বুঝা যায় এখানে আল্লাহ সুবহা-নাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে একটি বিশেষ হুকুম (বিধান) দিতে চান। যা মু'মিনরা পালন করতে প্রস্তুত থাকবে। আমরা এ বিধান সম্পর্কে জানার পূর্বে মু'মিনদের পরিচয় জানার চেষ্টা করব। স্বয়ং আল্লাহ সুবহা-নাহ তা'আলা মু'মিনদের পরিচয় দিচ্ছেন এভাবে—

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا

وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾

অর্থ : “নিশ্চয়ই তারাই মু'মিন যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান আনে এবং তাতে তারা সন্দেহ পোষণ করে না। আর তারা জীবন ও সম্পদ দিয়ে সর্বোচ্চ চেষ্টা (জিহাদ) করে।”^২

সুতরাং বুঝা যায়, আল্লাহ সুবহা-নাহ তা'আলা যখন মু'মিনদেরকে সম্বোধন করে কোনো বিধান নাযিল করেন, তখন মু'মিনরা এটিকে আল্লাহপ্রদত্ত বিধান বলে যথোপযুক্ত মূল্যায়ন করতঃ তা পালন করতে সর্বান্তকরণে চেষ্টা করে।

সিয়ামের বিধান

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾

“তোমাদেরকে সিয়ামের (রোযার) বিধান দেওয়া হলো।” সিয়ামের এ বিধানটি আল্লাহ সুবহা-নাহ তা'আলা কُتِبَ শব্দটি দিয়ে আবশ্যিক করেছেন। চিন্তাশীলদের জন্য এখানে অনেক ভাবনার বিষয় লুকিয়ে আছে। এই একটি শব্দ— একটি গ্রহসদৃশ। এতে রয়েছে সিয়ামের বিশেষ গুরুত্ব ও তাৎপর্যের ইশারা। শব্দটি সিয়ামকে অনেক বেশি তাৎপর্যবহু করে অন্যান্য বহু নির্দেশ হতে এটিকে একটি ভিন্নমাত্রায় সংযোজন করেছে। এ বিধান শুধু আমাদের উপরেই নয়; বরং পূর্ববর্তীদের উপরেও অনুরূপ বিধান ছিল। আল্লাহ সুবহা-নাহ তা'আলা বলেন—

﴿كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾

“যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীদের দেওয়া হয়েছিল।”

^২ সূরা আল হজুরা-ত : ১৫।

এই বিধানটি হলো- সর্বজনবিদিত। এর মাধ্যমে বিধানটির গুরুত্ব বুঝানোর সাথে সাথে এটাও বুঝানো হয়েছে যে, বিধানটি কঠিন হলেও পূর্ণরূপে আদায় করা সম্ভবপর।

সুম|সিয়াম-এর সংজ্ঞা

সুম|সিয়াম-এর মাসদার হলো- সুম|সিয়াম শাব্দিক অর্থ বিরত থাকা। কেউ কেউ এর প্রমাণ হিসেবে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি উপস্থাপন করেন।

﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾

অর্থ : “আমি দয়াময়ের উদ্দেশ্যে রোযা মানত করেছি।”^৩
এখানে صَوْمًا শব্দটি কথা-বার্তা হতে বিরত থাকার অর্থে ব্যবহার হয়েছে। হাফেয ইবনু হাজার আসকালানী সুম-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ করেছেন নিম্নরূপ-

إِمْسَاكٌ مَّخْصُوصٌ فِي زَمَنِ مَّخْصُوصٍ مِنْ شَيْءٍ مَّخْصُوصٍ بِشَرَايِطٍ مَّخْصُوصَةٍ.

অর্থ : নির্দিষ্ট সময়ে সুনির্দিষ্ট শর্তাবলির ভিত্তিতে নির্দিষ্ট কতিপয় বস্তু হতে বিরত থাকার নাম রোযা।^৪

আল্লামা রাগেব ইম্পাহানি (رحمته) বলেন : সুম শব্দের অর্থ হলো- কোনো কাজ হতে বিরত থাকা। এ জন্য যে ঘোড়া চলা হতে বিরত থাকে তাকে ‘সায়েম’ বলা হয়। পারিভাষিকভাবে সুম শব্দের অর্থ হলো শরিয়তের দায়িত্বপ্রাপ্ত মুকাল্লাফ ব্যক্তি ফজর থেকে নিয়ে মাগরিব পর্যন্ত নিয়তের সঙ্গে পানাহার ও যৌন কামনা বাসনা থেকে বিরত থাকা এবং ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করা হতে নিবৃত্ত থাকা। শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল উসাইমিন সুম বা রোযার সংজ্ঞা বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন,

هو التَّعْبُدُ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالْإِمْسَاكِ عَنِ الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ وَسَائِرِ الْمَفْطَرَاتِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ.

অর্থ : সুবেহ সাদেক থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও সর্বপ্রকার রোযা ভঙ্গকারী বস্তু হতে বিরত থাকার মাধ্যমে ‘ইবাদত করাকে রোযা বলে অভিহিত করা হয়।

তাকুওয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

আয়াতের শেষাংশে لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ বলে সিয়ামের মূল লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে তাকুওয়া অর্জনকে। তাকুওয়া মানুষকে সম্মানিত করে। আল্লাহ সুবহা-নাহ তা‘আলা বলেন-

^৩ সূরা মারইয়াম : ২৬।

^৪ ফাতহুল বারী- ৪/১৩২, মা. শা., ২/৭৫৮।

﴿إِنَّ أَنْكَرَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ﴾

অর্থাৎ- “নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সেই সম্মানিত যার মধ্যে বেশি তাকুওয়া রয়েছে।”^৫

আর এই তাকুওয়া যার মধ্যে রয়েছে আল্লাহ সুবহা-নাহ তা‘আলা ধারণাতীত উৎস থেকে তার রিযিকের ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾

অর্থাৎ- “আর যে তাকুওয়ার পথে চলে আল্লাহ তার জন্য জীবন চলার পথ বের করে দেন আর ধারণাতীত জায়গা থেকে তার রিযিকের ব্যবস্থা করেন।”^৬

যারা এই তাকুওয়া অর্জন করে আল্লাহ তাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম সহজ করে দেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন-

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾

অর্থাৎ- “আর যে আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার কাজ সহজ করে দেন।”^৭

যারা ঈমান ও তাকুওয়া অবলম্বন করে চলে তাদেরকে আল্লাহ উভয় জগতের সুসংবাদ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন-

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ﴾

অর্থাৎ- “আর যারা ঈমান ও তাকুওয়া অবলম্বন করে চলে তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের সুসংবাদ।”^৮

মুত্তাকীদের জন্য আল্লাহ তা‘আলা জান্নাত তৈরি করে রেখেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

﴿وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾

অর্থাৎ- “আর জান্নাত, যার প্রশস্ততা আকাশ-পৃথিবীর সমান এটি আল্লাহ মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন।”^৯

আর আল্লাহ সুবহা-নাহ তা‘আলা এই তাকুওয়া অর্জনের সুযোগ করে দিয়েছেন বিভিন্ন ‘ইবাদতের মাধ্যমে। যেমন- সালাতের মাধ্যমে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلْكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ﴾

^৫ সূরা হজুরা-ত : ১৩।

^৬ সূরা আত্ ত্বালা-কু : ২-৩।

^৭ সূরা আত্ ত্বালা-কু : ৪।

^৮ সূরা ইউনুস : ৬৩-৬৪।

^৯ সূরা আ-লি ‘ইমরান : ১৩৩।

অর্থাৎ- “আর তোমার পরিবার-পরিজনকে নামাযের নির্দেশ দাও এবং তাতে অবিচল থাক, আমি তোমার কাছে রিযিক চাই না; বরং তোমাকে আমি রিযিক দেই আর শেষ পরিণাম তো তাকুওয়া অর্জনকারী।”^{১০}

কুরবানিতেও রয়েছে তাকুওয়ার পরীক্ষা। আল্লাহ বলেন-

﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَآؤَهَا وَلَكِنَّ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ﴾

অর্থাৎ- “আল্লাহর কাছে কুরবানির পশুর গোস্ত ও রক্ত পৌঁছায় না, পৌঁছায় তোমাদের তাকুওয়া।”^{১১} এই তাকুওয়া অর্জনের সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে মাহে রমাযানে।

তাকুওয়ার সংজ্ঞা

তাকুওয়া শব্দটি আরবী وقى মূলধাতু থেকে নেওয়া হয়েছে। যার অর্থ বেঁচে থাকা, ভয় করা, সাবধান হওয়া। তাকুওয়া বলতে আল্লাহ ভীতিকে বুঝায়। তাই মহান আল্লাহর ভয় ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যাবতীয় নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকার নামই তাকুওয়া।

উবাই ইবনু কা'ব (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন, ‘উমার ইবনুল খাত্বাব (رضي الله عنه) উবাই ইবনু কা'ব (رضي الله عنه)-এর কাছে তাকুওয়া সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আপনি কী কণ্টকাকীর্ণ পথে চলেন? তিনি জবাবে বলেন, হ্যাঁ। উবাই ইবনু কা'ব (رضي الله عنه) বলেন, ‘তখন আপনি কিভাবে চলেন? তিনি বলেন, খুব সতর্কতার সঙ্গে কাঁটার আঁচড় থেকে শরীর ও কাপড় বাঁচিয়ে চলি। উবাই ইবনু কা'ব (رضي الله عنه) বলেন, এটাই তাকুওয়া।’^{১২} মুত্তাকীর পারিভাষিক সংজ্ঞায় কাজী নাসিরুদ্দীন বায়যাবী (رحمته الله) বলেন, “শরিয়তের পরিভাষায় মুত্তাকী বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যিনি নিজেকে এমন সব কিছু থেকে রক্ষা করেন, বাঁচিয়ে রাখেন, যা তাকে পরকালে ক্ষতির সম্মুখীন করবে।”^{১৩}

আবু মুহাম্মদ আল হুসাইন ইবন মাস'উদ আল বগবী (رحمته الله) বলেন, “মুত্তাকী ঐ ব্যক্তি, যিনি শিরক, কবীরা গুনাহ ও সকলপ্রকার অশ্লীলতা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখেন। মুত্তাকী শব্দটি আল ইত্তিকাউ থেকে নির্গত। এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে দু'বস্তুর মাঝখানের অন্তরাল-দেয়াল। যেমন- এক হাদীসে আছে, সাহাবায়ে কিরামের উক্তি-

^{১০} সূরা তু-হা : ১৩২।

^{১১} সূরা আল হাজ্জ : ৩৭।

^{১২} তাফসীর খাযেন- পৃ. ২৮; মা'আলিমুত তানযীল- পৃ. ৩৫।

^{১৩} কাযী নসির উদ্দীন ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার ইবনে মুহাম্মদ আল-বায়যাবী (رحمته الله), আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তাবীল ওরফে তাফসীর বায়যাবী, দেওবন্দ, আল মাকতাবা আল আশরাফিয়া- পৃ. ১৬।

“যুদ্ধক্ষেত্রে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হলে আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে আড়াল করে থাকতাম। অর্থাৎ- যখন যুদ্ধের তীব্রতা বেড়ে যেত তখন আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে আমাদের ও গুরুদেবের মাঝখানে অন্তরায় করে রাখতাম। সুতরাং মুত্তাকী মহান আল্লাহর আদেশ পালন এবং তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকাকে তার এবং মহান আল্লাহর শান্তির মাঝখানে অন্তরায় তৈরি করে বলেই তাকে মুত্তাকী বলা হয়।”^{১৪}

আল্লামা জারুল্লাহ যামাখশারী (رحمته الله) বলেন, “ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় মুত্তাকী হলো ঐ ব্যক্তি, যে নিজ সত্তাকে রক্ষা করে এমন বিষয় থেকে, যার জন্য সে শান্তির উপযোগী হয়ে যায়; সেটি করণীয় হোক বা বর্জনীয়।”^{১৫}

ইমাম গাজালি (رحمته الله)-এর মতে, মহান আল্লাহকে ভয় করে যাবতীয় মন্দ ও খারাপ কাজ বর্জন করে যাবতীয় ভালো ও উত্তম কাজকে নিজের জীবনে গ্রহণ করার নামই তাকুওয়া।

রমাযানে তাকুওয়া অর্জনের সুবর্ণ সুযোগ

সংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তাকুওয়া অর্জন ও মহান প্রভুর সান্নিধ্য ও সন্তোষ অর্জনের সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে আগমন করে সিয়াম সাধনার মাস পবিত্র রমাযান। একটু সচেতন হলেই এই মাসে আমরা তাকুওয়ার অনুশীলন করতে পারি। তাকুওয়া মানুষকে পাপ থেকে দূরে রাখে এবং সৎকাজে অনুপ্রাণিত করে। তাকুওয়া অর্জনের জন্য যে সকল বিষয়গুলো খুবই জরুরি সে বিষয়গুলোই আমরা মাহে রমাযানে প্রতিনিয়ত করে থাকি। নিম্নে তার কয়েকটি উপস্থাপন করা হলো-

জীবন বদলের দৃঢ় সংকল্প : তাকুওয়া অহংকারী মানুষকে বিনয়ী করে। পাপাত্মাকে পুণ্যাত্মায় পরিবর্তিত হতে উদ্বুদ্ধ করে। মাহে রমাযানে আমরা একটু চেষ্টা করলেই বিনয়ী ও পুণ্যবান হতে পারি। জীবন বদলের দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করতে পারি। রমাযান এলে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত ক্রিয়া-কর্মের রুটিন পরিবর্তন করে থাকি। রমাযানের রুটিনটি যদি আমরা সবসময় অনুসরণ করি তবেই তো আমরা আমাদের জীবন বদলাতে পারব। চলতে পারব তাকুওয়ার পথে। আসুন! সামনের রমাযান থেকেই আমরা আমাদের জীবন বদলের চেষ্টা করি।

^{১৪} আবু মুহাম্মদ আল হুসাইন ইবনু মাস'উদ আল-বগবী (মৃ. ৫১০ হি.), মা'আলিমুত তানযীল ফিত তাফসীর ওয়াত তাবীল, বৈরুত, দার আল ফিকর, ১৯৮৫, খণ্ড ১, পৃ. ৩৫।

^{১৫} আবুল কাশিম জারুল্লাহ মাহমুদ ইবনু ‘উমার আল যামাখশারী, আল-কাশশাফ ‘আন হাকায়িকি আল তানযীল ওয়া ‘উয়ূনি আল আকাবীল ফী ওয়ূহি আল তাবীল- খণ্ড : ১, পৃ. ৩৭।

পাপাচার ও সীমালংঘন মুক্ত জীবনের অনুশীলন : মাহে রমাযানে আমরা পাপাচার ও সীমালংঘন মুক্ত জীবনের অনুশীলন করে থাকি। কেননা পাপাচারে লিগু থেকে সিয়াম সাধনা করলে সে সিয়াম আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেন না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন-

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা এবং সে অনুযায়ী কাজ করা ছাড়তে পারল না তার খাদ্য-পানাহার ছাড়ার কোনো প্রয়োজন নেই।^{১৬}

পাপ ছেড়ে দিয়ে আমরা যেমন সিয়াম সাধনা করি। ধারাবাহিকভাবে সবসময়ে এটি অনুশীলনের মাধ্যমে আমরা পরিশুদ্ধতা অর্জন করতে পারি, যা তাকুওয়া অর্জনের মূল সহায়ক।

ইখলাসের সঙ্গে মহান আল্লাহর 'ইবাদত করা : ইখলাসের সঙ্গে মহান আল্লাহর 'ইবাদত মানুষকে মুত্তাকী বানায়। মাহে রমাযানে আমরা তো ইখলাসের সঙ্গে অনেক 'ইবাদত করে থাকি। যেমন- সিয়াম সাধনা, ক্বিয়ামুল লাইল (তারাবী বা তাহাজ্জুদ) ও লাইলাতুল ক্বদর উদ্যাপন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন-

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি ঈমান ও ইহতিসাবের সাথে (তথা ঈমান ও ইখলাসের সাথে সওয়াবের আশায়) রমাযানের রোযা রাখবে, তার অতীত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।^{১৭}

তিনি আরো বলেন-

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি রমাযানের রাতে সওয়াবের আশায় রাত জেগে 'ইবাদত করে, তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।^{১৮} তিনি আরো বলেন-

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

^{১৬} বুখারী- পর্ব : সাওম, পরিচ্ছেদ : ১৯১/সাওম পালনের সময় মিথ্যা বলা ও সে অনুযায়ী 'আমল বর্জন করা, হা. ১৭৮২।

^{১৭} বুখারী- পর্ব : সাওম, পরিচ্ছেদ : ১১৮৯/যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় সিয়াম পালন করে, হা. ১৭৮০।

^{১৮} সহীহুল বুখারী- পর্ব : ২/ঈমান, পরিচ্ছেদ : ২৭/রমাযানের রাতে নফল 'ইবাদত ঈমানের অঙ্গ, হা. ৩৬।

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি লাইলাতুল ক্বদরে ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রাত জেগে 'ইবাদত করে, তাঁর পেছনের সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে। আর যে ব্যক্তি ঈমানসহ সওয়াবের আশায় রমাযানে সিয়াম পালন করবে, তাঁরও অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে।^{১৯}

এই রকম সবসময় যদি আমরা আমাদের 'ইবাদতগুলো ইখলাসের সাথে করে থাকি তাহলেই আমরা চলতে পারব তাকুওয়ার পথে।

কুরআন শিক্ষা করা : রমাযান মাসের একটি বৈশিষ্ট্য হলো- এ মাসে আল্লাহ সুবহানাহ তা'আলা কুরআন নাযিল করেছেন। কুরআন হলো মুত্তাকীদের পথপ্রদর্শক। এ মাসে প্রায় সকল মুসলিমই কুরআন পাঠের চেষ্টা করে। বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত এ মাসের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। এই কুরআন পাঠ থেকে যদি আমরা শিক্ষা নিয়ে নিজেদের জীবন পরিচালনা করতে পারি তাহলেই আমরা মুত্তাকী হতে পারব।

জাগতিক লোভ-লালসা উপেক্ষা করার শিক্ষা : মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য হলো- ওরা জাগতিক লোভ-লালসা উপেক্ষা করে সদা-সর্বদা হিদায়াতের উপর অবিচল থাকার চেষ্টা করে। রোযাদার ব্যক্তিগণও সারাদিন জাগতিক লোভ-লালসার উর্ধ্বে থেকে সিয়াম সাধনা করে। সুতরাং রোযাদারদের পক্ষে তাকুওয়ার পথে চলা সহজ।

সুবিচার বা ইনসাফ : পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

“তোমরা সুবিচার করো। কেননা তা তাকুওয়ার নিকটবর্তী।”^{২০}

আমরা যদি মাহে রমাযান থেকে দুঃস্থ অসহায় মানুষের ক্ষুধার যন্ত্রণা উপলব্ধি করে তাদের উপর ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারি। তবেই তো আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত সেই তাকুওয়া অর্জন করতে পারব।

হে আল্লাহ! এই রমাযান মাসে আপনি আমাদের যাবতীয় ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করুন। আল-কুরআনের শিক্ষায় তাকুওয়া অবলম্বন করতঃ জান্নাতের পথে চলার তাওফীকু দান করুন -আমীন, সুম্মা আমীন। □

^{১৯} বুখারী- পর্ব : সাওম, পরিচ্ছেদ : ১১৮৯/যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় সিয়াম পালন করে, হা. ১৭৮০।

^{২০} সূরা আল মায়িদাহ : ৮।

হাদীসে রাসূল ﷺ

রমায়ানে বেশি বেশি দান ও কুরআন তিলাওয়াত

-গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমিয় বাণী

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضي الله عنه) قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ (ﷺ) : أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، حِينَ يَلْقَاهُ جَبْرِيْلُ، وَكَانَ جَبْرِيْلُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ، يَعْرُضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ (ﷺ) الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهِ جَبْرِيْلُ (رضي الله عنه) كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ.

সরল অনুবাদ

ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (ﷺ) ধন-সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে সকলের চেয়ে দানশীল ছিলেন। রমায়ানে জিবরাঈল (جبرائيل) যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতেন, তখন তিনি আরো অধিক দান করতেন। রমায়ান শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি রাতেই জিবরাঈল (جبرائيل) তাঁর সঙ্গে একবার সাক্ষাত করতেন। আর নবী (ﷺ) তাঁকে কুরআন শোনাতেন। জিবরাঈল (جبرائيل) যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতেন তখন তিনি রহমতসহ প্রেরিত বায়ুর চেয়ে অধিক ধন-সম্পদ দান করতেন।^{২১}

হাদীসের ব্যাখ্যা

আলোচ্য হাদীসে মূলত দু'টি বিষয় ফুটে উঠেছে- ১. রমায়ান মাসে রাসূল (ﷺ)-এর বেশি দান। ২. এ মাসে বেশি বেশি কুরআন পড়া। এর কারণ হলো রমায়ান মাসে সৎকাজ করলে অন্যান্য মাসের তুলনায় অনেকগুণ সাওয়াব বৃদ্ধি পায়। কেননা রমায়ান মাসের রয়েছে নিজস্ব সম্মান ও মর্যাদা; যা অন্যান্য মাসের নেই। হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) "كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ لَهُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ. قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ."

আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আদম-সন্তানের প্রতিটি কাজের সাওয়াব দশ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বর্ধিত হয়। আল্লাহ

তা'আলা বলেন, তবে সিয়াম ব্যতীত। কেননা তা শুধু আমার জন্য এবং আমিই তার পুরস্কার দিবো।^{২২} আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন-
كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ يَقُولُ اللَّهُ : إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدْعُ طَعَامَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ : فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلِخَلُوفٍ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. الصَّوْمُ جَنَّةٌ، الصَّوْمُ جَنَّةٌ.

'আল্লাহ তা'আলা বানী আদম (آدم) -এর প্রতিটি সাওয়াবকে দশগুণ করেছেন এবং তা বাড়তে বাড়তে সাতশ' পর্যন্ত হয়ে যায়। কিন্তু সিয়ামের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "এটি বিশেষ করে আমারই জন্য এবং আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব।" সিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি খুশি রয়েছে। একটি খুশি ইফতারের সময় এবং অন্যটি তার প্রভুর সাথে সাক্ষাতের সময়। সিয়াম পালনকারীর মুখের দুর্গন্ধ মহান আল্লাহর নিকট মিশকের সুগন্ধি হতেও বেশি পছন্দীয়। সাওম ঢালস্বরূপ, সাওম ঢালস্বরূপ।^{২৩}

রমায়ান মাসে বেশি বেশি দান করা

রমায়ান মাসে প্রতিটি আমলের সাওয়াব যেহেতু সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় তাই এ মাসে এক টাকা দান করলে সাতশত টাকার সাওয়াব আশা করা যায়। এজন্য রমায়ানকে দানের মাস হিসেবে গ্রহণ করতে রাসূল (ﷺ)-এর নির্দেশনা রয়েছে। প্রিয় নবী (ﷺ) উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন রমায়ান মাসে দান ও বদান্যতার হাত সম্প্রসারিত করতে। হাদীসেও রমায়ান মাসকে হামদর্দি বা 'সহানুভূতির মাস' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পবিত্র রমায়ানে সিয়াম সাধনার মাধ্যমে রোযাদারের অন্তরে দানশীলতা ও বদান্যতার গুণাবলি সৃষ্টি হয়। রমায়ানের অন্যতম 'আমল হলো দান-সাদাকাহ। তাই রোযাদার ব্যক্তিকে 'ইবাদতে মগ্ন থেকে সহানুভূতি, সদয় আচরণ, দানশীলতা ও বদান্যতা প্রদর্শনের

* প্রভাষক (আরবী), মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদ্রাসা, গাইবান্ধা।

^{২১} সহীহুল বুখারী- হা. ১৯০২।

^{২২} সুনান ইবনু মাজাহ- হা. ৩৮২৩।

^{২৩} আহমাদ- ১/৪৪৬; মাজমাউয যাওয়ায়িদ- ৩/১৭৯, সহীহ।

মাধ্যমে ইহকালীন কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তির পথ প্রশস্ত করার জন্য বিশেষভাবে তাগিদ দেয়া হয়েছে। দানশীলতা ও বদান্যতা একটি মহৎ গুণ। ইসলাম যেমন দানশীলতাকে উৎসাহিত করেছে, তেমনি পরনির্ভরশীল হওয়াকে নিরুৎসাহিত করেছে। রমায়ানে রোযাদারগণ রোযা পালনের মাধ্যমে দানশীল ও আল্লাহর পথে ব্যয় করতে উদ্বুদ্ধ হয়। আল্লাহ দান সাদাকাহ্ সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন—

﴿وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ

رَبِّ لَوْ لَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ

وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

“আমি তোমাদেরকে যে রিয়ক দিয়েছি তোমরা তা হতে ব্যয় করবে তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বে; (অন্যথায় মৃত্যু আসলে) সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরো কিছু কালের জন্যে কেন অবকাশ দাও না, দিলে আমি সাদাকাহ্ করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ কাউকেও অবকাশ দিবেন না। তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।”^{২৪} তিনি আরও বলেছেন—

﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظَيْنِ الْغَيْظِ

وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

“যারা স্বচ্ছলতা ও অভাবের মধ্যে ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণকারী ও মানুষের প্রতি ক্ষমাশীলতা; আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালোবাসেন।”^{২৫}

রহমতের মাস রমায়ানে প্রত্যেকের জন্য বরকতময় ‘আমল হলো নিজেদের সবচেয়ে বেশি প্রিয় বস্তু মহান আল্লাহর রাস্তায় দান করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন—

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ

فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾

“তোমরা কখনও নেকী পাবে না যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় জিনিস আল্লাহর পথে খরচ করো। আর তোমরা যা কিছুই দান করো আল্লাহ তা জানেন।”^{২৬}

এই আয়াত যখন নাযিল হয়, সাহাবীগণ কীভাবে উত্তম বস্তু দান করায় লেগে পড়েছিল তা এই ঘটনা দ্বারা অনুমান করা যায়। আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه) বলেন, মদীনার

আনসারগণের মধ্যে আবু তালহাহ (رضي الله عنه) ছিলেন সর্বাধিক ধনী ব্যক্তি। তাঁর সবচাইতে বেশি খেজুর-বৃক্ষ ছিল। সমস্ত বাগানের মধ্যে ‘বাইরহা’ নামক বাগানটি ছিল তাঁর (আবু তালহার) অধিক পছন্দনীয়। বাগানটি মসজিদে নববীর সামনেই অবস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সেই বাগানে প্রায়ই আসা-যাওয়া করতেন। সেখানকার পানি খুবই উত্তম ছিল, তিনি তা পান করতেন। আনাস (رضي الله عنه) বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হয়,

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾

অর্থাৎ— “যতক্ষণ তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু (আল্লাহর রাহে) খরচ না করবে, ততক্ষণ তোমরা নেকের অধিকারী হবে না।” তখন আবু তালহা (رضي الله عنه) রাসূল (ﷺ)-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ)! আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, যতক্ষণ তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু (আল্লাহর রাহে) খরচ না করবে, ততক্ষণ তোমরা সওয়াবের অধিকারী হবে না। আর আমার প্রিয় বস্তু হলো এই ‘বাইরহা’। আমি এটা আল্লাহর রাস্তায় সাদাকাহ্ করলাম। এর বিনিময়ে আমি নেকির আশা রাখি এবং এটা আল্লাহর নিকট জমা রাখছি। সুতরাং ইয়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ)! আপনি এটাকে যেভাবে ইচ্ছা কবুল করুন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, বাহবা! এটা অত্যন্ত লাভজনক মাল, এটা অত্যন্ত লাভজনক মাল। তুমি এই বাগান সম্বন্ধে যা কিছু বলেছ আমি তা শুনেছি। আমার মনে হয়, তুমি এই বাগান তোমার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বিতরণ করে দাও। আবু তালহাহ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ)! আমি তা বিতরণ করে দিব। অতএব আবু তালহাহ (رضي الله عنه) তার আত্মীয়-স্বজন ও চাচাত ভাইগণের মধ্যে তা বন্টন করে দিলেন।^{২৭} তিনি আরও বলেছেন—

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ

أُتْبِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ

يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

“যারা আল্লাহর পথে তাদের মাল খরচ করে তাদের উদাহরণ হচ্ছে একটি শস্যদানা যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে। প্রত্যেক শীষে এক শত শস্যদানা থাকে আর আল্লাহ যাকে চান তাকে বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ প্রশস্তকারী, মহাজ্ঞানী।”^{২৮} দানের ফযীলত সম্পর্কে হাদীসে এসেছে—

^{২৪} সূরা আল মুনা-ফিক্বন : ১০-১১।

^{২৫} সূরা আ-লি ‘ইমরান : ১৩৪।

^{২৬} সূরা আ-লি ‘ইমরান : ৯২।

^{২৭} মুয়াত্তা মালিক- অধ্যায় সাদাকাহ্, হা. ১৮-৭৩।

^{২৮} সূরা আল বাক্বারাহ : ২৬১।

‘ইয়ায ইবনু গুতাইফ (رضي الله عنه) বলেন যে, আবু ‘উবায়দাহ্ ইবনুল জাররাহ (رضي الله عنه) অসুস্থ হয়ে পড়লে আমরা তাকে দেখতে যাই। তাঁর স্ত্রী শিয়রে উপবিষ্ট ছিলেন। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম আবু ‘উবাইদাহ্ (رضي الله عنه)-এর রাত কিরূপ অবস্থায় অতিবাহিত হয়েছে? তিনি বলেন, রাত্রি অত্যন্ত কঠিন অবস্থায় অতিবাহিত হয়েছে। সেই সময় তাঁর মুখমণ্ডল দেয়ালের দিকে ছিল। এই কথা শুনামাত্রই তিনি জনগণের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন, আমার এ রাত্রি কঠিন অবস্থায় কাটেনি। কেননা, আমি রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন :

مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فَاضِلَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِسَبْعِمِائَةٍ وَمَنْ أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِيهِ أَوْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ مَارَ أَدَى فَأَحْسَنَتُهُ بَعِشْرَ أُمَّثَلَاهَا وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرُفْهَا وَمَنْ ابْتَلَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِنَبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ فَهُوَ لَهُ حِطَّةٌ.

‘যে ব্যক্তি নিজের উদ্বৃত্ত জিনিস মহান আল্লাহর পথে দান করে, সে সাতশ’ পুণ্যের অধিকারী হয়। আর যে ব্যক্তি নিজের জীবনের ওপর ও পরিবারবর্গের ওপর খরচ করে সে দশগুণ পুণ্য লাভ করে। যে রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে পরিদর্শন করতে যায় তারও দশগুণ পুণ্য লাভ হয়। সাওম হচ্ছে ঢালস্বরূপ যে পর্যন্ত না তা নষ্ট করা হয়। যে ব্যক্তি শারীরিক বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা ও রোগে আক্রান্ত হয়, ঐগুলো তার পাপসমূহ ঝেড়ে ফেলে।’^{২৬}

গোপনে দান করার ফযীলত

গোপন-প্রকাশ্যে যে কোনোভাবে দান করা যায়। সকল দানেই সওয়াব রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন—

﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَبِعَمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾

“যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-খয়রাত করো, তবে তা কতই না উত্তম। আর যদি গোপনে ফকীর-মিসকিনকে দান করে দাও, তবে এটা বেশি উত্তম। আর তিনি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন।”^{২৭}

গোপনে দানকারী কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহর আরশের নীচে ছায়া লাভ করবে। নবী (ﷺ) বলেন, “কিয়ামত দিবসে সাত শ্রেণির মানুষ আরশের নীচে ছায়া লাভ করবে। তন্মধ্যে এক শ্রেণি হচ্ছে—

وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ.

^{২৬} আহমাদ- ১/১৯৫, ১৯৬; মাজমা‘ উয যাওয়াদি- ২/৩০০, সহীহ।

^{২৭} সূরা আল বাক্বারাহ : ২৭১।

“এক ব্যক্তি এত গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত কি দান করে বাম হাত জানতেই পারে না।”^{২৮}

দান-সাদাক্বাহ্ গুনাহ মাফ করে ও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচায় নবী (ﷺ) বলেন, “হে কাব ইবনু উজরাহ্! সালাত (মহান আল্লাহর) নৈকট্য দানকারী, সিয়াম ঢালস্বরূপ এবং দান-সাদাক্বাহ্ গুনাহ মিটিয়ে ফেলে যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে ফেলে।”^{২৯} রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন—

«اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ.»

“খেজুরের একটি অংশ দান করে হলেও তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করো।”^{৩০}

মানুষ কিয়ামতে দান-সাদাক্বার ছায়াতলে থাকবে

‘উক্ববাহ্ ইবনু ‘আমের (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। নবী (ﷺ) বলেন, “নিশ্চয় দান-সাদাক্বাহ্ দানকারী থেকে কবরের উত্তাপ নিভিয়ে দিবে। আর মু‘মিন কিয়ামত দিবসে নিজের সাদাক্বার ছায়াতলে অবস্থান করবে।”^{৩১}

রমাযানে যাকাত ফরয না হলে বেশি করে সাদাক্বাহ্ করুন যাদের ওপর যাকাত ফরয নয়, তারা এই মাসে বেশি বেশি সাদাক্বাহ্ করতে পারেন। যাদের ওপর যাকাত ফরয, তারাও যাকাত আদায়ের পর অতিরিক্ত সাদাক্বাহ্ করতে পারেন। সাদাক্বার মাধ্যমে আল্লাহ রিয়কে বরকত এনে দেন। বিপদাপদ দূর করে দেন। মানুষের হায়াতে বরকত হয়, অপমৃত্যু কমে ও অহংকার-অহমিকা থেকে মুক্ত থাকা যায়।^{৩২}

রমাযানে বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করা

রমাযান মাসে আমরা কুরআন বেশি বেশি তিলাওয়াত করব। ‘আয়িশাহ্ (رضي الله عنها) থেকে বুখারী ও মুসলিমে আরো বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন—

الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ.

আল কুরআনে দক্ষ ও পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ সম্মানিত পুণ্যবান ফেরেশতাদের সাথে থাকবেন। যে ব্যক্তি কুরআন আটকে আটকে তিলাওয়াত করে এবং তা তার জন্য কষ্টকর হয়, তার জন্য দু’টি প্রতিদান রয়েছে।^{৩৩}

^{২৮} সহীহুল বুখারী- হা. ১৪২৩; সহীহ মুসলিম।

^{২৯} আবু ইয়লা, সনদ সহীহ।

^{৩০} সহীহুল বুখারী- হা. ১৪১৭; সহীহ মুসলিম- হা. ১০১৬।

^{৩১} তাবারানী, বাইহাক্বী, সনদ সহীহ।

^{৩২} আত তারগিব ওয়াত তারহীব- ২/৬৫।

^{৩৩} সহীহুল বুখারী- হা. ৪৯৩৭; সহীহ মুসলিম- হা. ৭৯৮।

দু'টি প্রতিদানের প্রথমটি হলো- তিলাওয়াতের, দ্বিতীয়টি হলো- পাঠকারীর কষ্টের। অনুরূপভাবে সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমের আবু মুসা আল-আশ'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন-

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَتْلُو الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأُتْرَجَةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَتْلُو الْقُرْآنَ كَمَثَلِ النَّمْرَةِ، لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ.

যে মু'মিন কুরআন তিলাওয়াত করে তার দৃষ্টান্ত কমলালেবুর মতো, যা সুস্বাদু ও সুস্বাণযুক্ত। আর যে মু'মিন কুরআন তিলাওয়াত করে না, তার দৃষ্টান্ত খেজুরের ন্যায় যার কোনো স্বাণ নেই কিন্তু তার স্বাদ মিষ্টি।^{৭৭}

সহীহ মুসলিমের আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে। তিনি বলেন, নিশ্চয় নবী (সঃ) বলেছেন-

مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ تَعَالَى، يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَعَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ.

যখন মহান আল্লাহর কোনো ঘরে (মসজিদে) লোকজন একত্রিত হয়ে কুরআন তিলাওয়াত করে এবং নিজেদের মাঝে তা অধ্যয়ন করে, তখন তাদের ওপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়, মহান আল্লাহর রহমত তাদেরকে আবৃত করে রাখে, ফেরেশতাগণ তাদের বেষ্টন করে রাখেন এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাছে অবস্থিত ফেরেশতাদের কাছে তাদের আলোচনা করেন।^{৭৮}

কুরআন তিলাওয়াতে প্রতিটি হরফ নেকী রয়েছে

ইবনু মাস'উদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সঃ) বলেছেন-

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ الْمَ حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلاَمٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ.

যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ (অক্ষর) পাঠ করবে, তাকে একটি নেকী প্রদান করা হবে। আর প্রতিটি নেকী দশগুণ বৃদ্ধি করা হবে। আমি বলি না যে, আলিফ-লাম-মীম একটি হরফ; বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ, মীম একটি হরফ।^{৭৯} কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদকে রহমত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। মহান আল্লাহর বাণী-

^{৭৭} সহীহুল বুখারী- হা. ৫৪২৭; সহীহ মুসলিম- হা. ২৪৩।
^{৭৮} সহীহ মুসলিম- হা. ২৬৯৯; সুনান আবু দাউদ- হা. ১৪৫৫।
^{৭৯} সুনান আত তিরমিযী- হা. ২৯১০।

﴿وَأَنذَرْتُ لَهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْيَوْمِ الَّذِي كَانُوا يُكْفَرُونَ﴾

“এবং নিশ্চিত এটা (কুরআন) মু'মিনদের জন্য হিদায়েত ও রহমত।”^{৮০} অন্য এক স্থানে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন-

﴿هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ﴾

“(এই কুরআন) হিদায়েত ও রহমত সৎকর্মপরায়ণদের জন্য।”^{৮১}

প্রত্যেক মানুষ এই পৃথিবীতে সম্মান, আত্মতৃপ্তি ও ভালো অবস্থা নিয়ে জীবন যাপন করার জন্য আল্লাহ তা'আলার রহমতের মুখাপেক্ষী। এই পৃথিবী ত্যাগ করার পর আলমে বারযাখ (কবরের) জিন্দগিতেও প্রত্যেক মানুষ আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং আরামদায়ক ঘুমের জন্য মহান আল্লাহর রহমতের মুখাপেক্ষী। কবরের জীবনের পর কিয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং জান্নাত প্রাপ্তির জন্যও প্রত্যেক মানুষ মহান আল্লাহর রহমতের মুখাপেক্ষী। পৃথিবী, কবর, পরকাল এই তিনটি স্থানে আমরা সম্মানজনক জীবন যাপনের জন্য মহান আল্লাহর রহমতের মুখাপেক্ষী। ঐ রহমত যার জন্য আমরা মুখাপেক্ষী, তা কুরআন মাজীদ দ্বারাই হাসিল করা সম্ভব, আসুন গভীরভাবে চিন্তা করুন যে, কুরআন মাজীদ কিভাবে পৃথিবী, কবর এবং পরকালে আমাদের জন্য রহমত। কুরআনের আয়াত শ্রবণে ঈমানদারদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا لُلِيَتْ عَلَيْهِمُ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾

“নিশ্চয় মু'মিনরা এইরূপ হয় যে, যখন (তাদের সামনে) আল্লাহকে স্মরণ করা হয়, তখন তাদের অন্তরসমূহ ভীত হয়ে পড়ে, আর যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন ঐ আয়াতসমূহ তাদের ঈমানকে আরও বৃদ্ধি করে দেয়, আর তারা নিজেদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে।”^{৮২}

শিক্ষাসমূহ

১. রমাযান মাসে আমরা আমাদের দানের হাতকে প্রসারিত করবো। অভাবী মানুষের পাশে দাঁড়াব এবং দ্বীনের কাজে সর্বোচ্চ ব্যয় করার চেষ্টা করবো।
২. এ মাসে বেশি বেশি কুরআন পড়ব, কুরআন বুঝবো এবং কুরআনের আলোকে নিজেদের জীবন গড়বো। □

^{৮০} সূরা আন নামল : ৭৭।
^{৮১} সূরা নুকুমা-ন : ৩।
^{৮২} সূরা আল আনফাল : ২।

বিশেষ প্রতিবেদন

প্রফেসর মুজিবুর রহমানের জীবনাবসান :

চন্দ্রালোকে অমানিশা

-আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

মানব জাতিকে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির পথ প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পাঠিয়েছেন লক্ষাধিক নবী ও রাসূল। মুহাম্মদ (ﷺ) সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তারপর আর কোনো নবী আসবেন না। কিন্তু যুগ পরম্পরায় আলেমরা নবীদের উত্তরাধিকারী হিসেবে দ্বীন-ইসলামের দায়িত্ব পালন করবেন। বর্ণিত হয়েছে- 'নিশ্চয়ই আলেমরা হবেন নবীর ওয়ারিশ'^{৪০}। সমাজে হক্কানি আলেমদের মর্যাদা অনেক বেশি। আলেমদের মর্যাদা আবেদের চেয়েও বেশি। রাসূল (ﷺ) বলেন, আলেমের মর্যাদা আবেদের উপরে ঐরূপ, পূর্ণিমার রাতে তাঁদের মর্যাদা অন্য তারকাগুলোর উপর যেরূপ।^{৪১}

একজন রাব্বানি আলেম দেশ ও জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ। মূল্যবান সম্পদ হারিয়ে গেলে মানুষ যেমন দিশেহারা হয়ে যায়, ঠিক তেমনি কোনো আলেম চলে গেলে পুরো দেশ ও সমাজ অচল হয়ে পড়ে। পৃথিবীতে উলামাদের দৃষ্টান্ত ঐ সব তারকার মতো যাদের দ্বারা স্থলে ও জলের অন্ধকারে পথের দিশা পাওয়া যায়। আর যখন তারকাগুলো আলোহীন হয়ে পড়ে, তখন পথচারীর পথ হারানোর আশঙ্কা থাকে। ক্রমশঃ আলেমদের অভাবে আমরা যেন সরল ও সঠিক পথ হারাতে বসেছি। গত ২৮/০২/২০২৪ তারিখ দুপুর ১২ ঘটিকায় আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান। আমরা অন্তরের গহীনদেশ থেকে সমবেদনা জ্ঞাপন করছি তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি। হে আল্লাহ! তুমি তাদের ধৈর্য ধারণের তাওফীকু দান করো, তার রেখে যাওয়া শ্রম সাধনা ও সৃষ্টিকে সাদাক্বায়ে জারিয়া হিসেবে গণ্য করো।

* ভইস-প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ জমঈয়েতে আহলে হাদীস; প্রফেসর ও সাবেক ডিন, স্কুল অব আর্টস, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

^{৪০} সুনান আবু দাউদ- হা. ৩৬৪।

^{৪১} মিশকা-তুল মাসা-বীহ।

ড. মুজিবুর রহমান ১৯৩৬ সালে বাবলাবোনা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।^{৪২} ড. মুজিবুর রহমানের পিতা ছিলেন দাদনচক কলেজের অধ্যাপক। তাঁর কুলজি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তাঁদের পূর্ব পুরুষ খোরাসানের অধিবাসী ছিলেন। পরবর্তীতে খোরাসান থেকে মুর্শিদাবাদের নিকটস্থ গোপালগঞ্জ গ্রামে বসবাস শুরু করেন। সেখান থেকে তাঁরা উপরোক্ত বাবলাবোনা গ্রামে থিতু হন। তারা খোরাসানের মণ্ডল পরিবারভুক্ত শিক্ষিত ও যোদ্ধ পরিবারের বংশধর ছিলেন। ড. রহমান ছিলেন ঐ বংশের অষ্টম অধঃস্তন পুরুষ। বংশলতিকা পরম্পরায় তিনি হলেন আব্দুল গণি বিন আইউব হোসায়ন বিন শাহাদাত মণ্ডল বিন বুলাকী মণ্ডল বিন নিজামউদ্দিন মণ্ডল বিন আব্দুল করিম মণ্ডল বিন হায়দার আলী খাঁনের সাক্ষাৎ বংশধর।

জ্ঞানচর্চা যেন ছিল বংশটির লালিত ঐতিহ্য। ড. মুজিবুর রহমানের পিতা ও দাদা উভয়ে উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। পিতা আব্দুল গনীর বিদ্যাবত্তা ছিল অতুলনীয়। তিনি চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার দাদনচকের আদিনা ফজলুল হক কলেজে অধ্যাপনা করতেন। জ্ঞান বিজ্ঞানের সমঝদার ও একজন আদর্শ শিক্ষক হিসেবে তাঁর নাম ডাক ছিল। তাঁর স্বনামধন্য পিতা মওলানা আইউব হোসেনও বহুমুখি প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। আরবি, ফার্সি ও উর্দুতে ছিল তাঁর ঈর্ষনীয় দক্ষতা। ইসলামের প্রতি আকৃষ্টকরণে তার জাদুকরী ক্যারিশমা ছিল প্রশংসার।

^{৪২} বাবলাবোনা অধুনা পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার রতুয়া থানার একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। ফুলহার নদের কোলঘেঁষে নয়নাভিরাম গ্রামটি আজ আর নেই। খরশ্রোতা ফুলহার নদগর্ভে তা বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু বিলীন হওয়া গ্রামটিতে প্রস্ফুটিত পদ্মফুল ড. রহমানের সৌরভ ও শোভাগাঁথা আজও মুখে মুখে বয়ে চলেছে। ড. মুজিবুর রহমানের জন্মস্থান নিয়ে আপাততঃ লেখকদের মাঝে বিভ্রান্তি লক্ষ্য করা যায়। বস্তুতঃ বাবলা এমন একটা গাছ যা উষ্ণ মরুভূমি অঞ্চলের। প্রকৃতির বিচারে মালদহ চাঁপাই নবাবগঞ্জে নদীর আধিক্যের কারণে সৃষ্ট চর এলাকায় বাবলা গাছের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। চরাঞ্চলে একমাত্র বাবলা গাছই রোপিত হয়। গাছটি দ্রুত বর্ধনশীল ও ছায়াপ্রদ বটে। এতদকারণে বাবলাবোনা নামে একাধিক গ্রামের নাম জানা যায়। যেমন- বড়াইল বাবলাবোনা, বাবলাবোনা গঙ্গা, পাকা বাবলাবোনা ইত্যাদি।

প্রফেসর ড. মুজিবর রহমান জ্ঞানসাধনার দীপ্ত মশাল হিসেবে অবির্ভূত হন। পিতা অধ্যাপক আব্দুল গণীর হাতে তাঁর শিক্ষাজীবনের সূত্রপাত হয়। তিনি দাদনচক হাই মাদ্রাসা থেকে কৃতিত্বের সাথে জুনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শুদ্ধভাবে আরবি আবৃত্তি চর্চার জন্য ইসলামপুর কাওমী মাদ্রাসার খ্যতিমান কারী মুহাম্মদ হুসায়নের নিকট পাঠ গ্রহণ করেন। প্রাথমিকভাবে এ সকল প্রতিষ্ঠান থেকে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে পিতৃকর্মক্ষেত্র দাদনচকের অনতিদূরে পদ্মা বিধৌত সমকালীন যামানার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান রাধাকান্তপুর আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। এখানে পাঠ সমাপন করে মাদ্রা-ই-আলিয়া, ঢাকায় ফাজিল ক্লাসে ভর্তি হন। সেখানে পড়াশুনার পাশাপাশি তাঁর লেখনীচর্চা অব্যাহত থাকে। তর্জুমানুল হাদীসসহ নানা পত্রিকা-সাময়িকীতে নিয়মিত তার লেখা প্রকাশিত হয়। ড. রহমান উল্লিখিত মাদ্রাসায় ফাজিল ও কামিল পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণি অর্জন করে মেধার স্বাক্ষর রাখেন। ইংরেজি ভাষাতেও বিশেষ কৃতিত্বের জন্য সান্মানিক বৃত্তি লাভ করেন।

জ্ঞান পিপাসা নিবারণে দুর্গিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁকে নিজ দেশে আটকিয়ে রাখতে পারেনি। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের ঐতিহ্যবাহী লায়ালপুর সালাফিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সেখানে ঐ মাদ্রাসার ঐতিহ্যনুসারে ‘দরজা-ই-তাকমীল’ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৫৭ সালে মন্টোগোমারী জেলার শাহীওয়াল জামেয়া মোহাম্মদীয়া থেকে ফারীপুত তাহসীল পরীক্ষাতেও প্রথম শ্রেণি লাভ করেন। মাদ্রাসা শিক্ষার নানা ক্ষেত্র চষে চর্চা করে ড. মুজিবর রহমান আধুনিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়েন। দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর জ্ঞানচর্চায় নিবেদিত প্রাণ ড. রহমান লাহোরের মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। যথারীতি ঐতিহ্য রক্ষা করে উভয় পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে স্বপ্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। ১৯৬২ সালে অমিতধর মেধার অধিকারী ড. রহমান লাহোর ইসলামিক কলেজ থেকে এম. এ, ডিগ্রী লাভ করেন। পাশ্চাত্যের ভাষা আত্মস্থ করে আরো অর্জন করেন এম. ও. এল (Masters of Oriental Language) ডিগ্রী।

নানা বিষয়ে ও ভাষায় বুৎপত্তি অর্জন করে পিতৃকর্মস্থল দাদনচক আদিনা ফজলুল হক কলেজে অধ্যাপনার মাধ্যমে ড. রহমানের কর্ম জীবনের সূচনা হয়। নিভৃত

পল্লীতে এত বড় বিদ্যাধর মানুষ তো থাকতে পারেন না! একই বছর চাঁপাই নবাবগঞ্জ ডিগ্রী কলেজে আরবি ও উর্দু বিভাগের প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। অধ্যাপনার সাথে আনুষ্ঠানিক পড়াশুনা অব্যাহত রেখেছিলেন। হিমালয়ের সানু চুড়া তাঁকে যেন স্পর্শ করতই হবে এমনি ব্রত তাঁর মাঝে উঁকি দিত। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগে এম. এ শ্রেণিতে ভর্তি হন। এম. এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এমনি ধরনের একজন প্রতিভাধর মানুষকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় লুফে নেয়। ১৯৬৭ সালে আরবি ও ভাষা বিভাগে যোগ দেন। যথানিয়মে পদোন্নতির ধাপ অতিক্রম করে অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। ড. মুজিবর রহমান সাহেব একই বিভাগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ইতোমধ্যে শিক্ষা প্রশাসক, গবেষক ও সাহিত্য সাধক হিসেবে বিদ্যৎ সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৯৮১ সালে ‘বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা’ শিরোনামের অভিসন্দর্ভ লিখে পি-এইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

মননশীল গবেষক হিসেবে ড. মুজিবর রহমান সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর সৃজনশীল লেখনী তখনকার সুপরিচিত ও বহুলপঠিত পত্রিকাসমূহে স্থান পায়। সাপ্তাহিক আরাফাত, তর্জুমানুল হাদীস, মাসিক সওগাত, আল ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও বাংলা একাডেমির পত্রিকাসমূহে জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এছাড়া জীবন ঘনিষ্ঠ নানা বিষয় নিয়ে সরস ও বুদ্ধিদীপ্ত লেখা বাংলা ডাইজেস্ট, ঢাকা ডাইজেস্ট, মাসিক কলম, মাসিক মদীনা, মাসিক আল মাদানী, মাসিক দ্বীনে হানীফ ও আদর্শ রমনীসহ প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ ছাড়াও দিল্লী, হায়দারাবাদ, বেনারাস, লাহোর, করাচী, ইসলামাবাদ প্রভৃতি স্থানের বিখ্যাত উর্দু পত্রিকাসমূহে তার লেখা ছাপা হয়।

ড. মুজিবর রহমান বাংলা, ইংরেজি ছাড়া উর্দু, ফার্সি ও হিন্দী ভাষায় সমান পারদর্শীতা অর্জন করেন। এ সকল ভাষায় গবেষণা প্রবন্ধ ছাড়াও বহু সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেন। এ যাবৎ তার সুলিখিত ৪৩টি গ্রন্থের সন্ধান পেয়েছি। মাযামীনে মুজীব, কুরআনের চিরন্তন মু’জিবাহ্, বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চার পটভূমি, সাহাবী ও তাঁর অমর কাব্য ‘বানাত সুয়াদ’, চার খণ্ডে সমাপ্ত মুহাদ্দিস প্রসঙ্গ, রহমাতুল্লিল ‘আলামীন, আরবি সাহিত্যের ইতিহাস, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম নাসায়ী,

ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ্, মুসলমানদের সাহিত্য সাধনা ও ১৮ খণ্ডে বিরচিত তাফসীরে ইবনু কাসীরের বাংলা অনুবাদ তাঁর অনন্য গ্রন্থ। কালজয়ী মুহাদ্দিস মুফাসসির যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী আল্লামা হাফিজ ইবনু কাসীরের একনিষ্ঠ নিরলস সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের অমৃত ফল তাফসীরে ইবনু কাসীর। সমূদয় খণ্ড অনুবাদ করে প্রফেসর মুজিবুর রহমান ত্রিশকোটি বাঙ্গালির চিত্তস্পর্শ করতে পেরেছেন। তাওহীদি চেতনার ভাবমণ্ডলে তাঁর এই অনুবাদ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। তাঁর সুলিখিত Miracles of The Holy Quran ও Exgesis of The Holy Quran গ্রন্থ দু'টি পাশ্চাত্যের ইসলামী চেতনা সৃষ্টিতে সমধিক ভূমিকা রেখেছে। গ্রন্থদ্বয় যথাক্রমে আমেরিকা, ইংল্যান্ড ও কানাডা থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

আজন্না কুরআন ও সহীহ সুন্যাহর প্রবক্তা প্রফেসর মুজিবুর রহমান সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন। প্রাচুর্যের স্পর্শে ধন্য হওয়া সত্ত্বেও তিনি ভোগ বিলাসে কখনও মত্ত হননি। বিশ্ববিদ্যালয়ে অবসর গ্রহণ করেও জ্ঞানজগতে তাঁর পদচারণায় বাঁধ সাধেনি। বয়সের ভারে কখনও নুজ হননি; বরং সোৎসাহ জ্ঞানচর্চার অভিনব জগতের হাতছানিতে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে বিদেশ-বিভূয়ে ইসলাম বিমুখ মানুষদের পিছনে অকাতরে মেহনত করেছেন। আমেরিকার ইস্টমিডো, নিউ ইয়র্কে গড়ে তুলেছেন উচ্চাঙ্গের শিক্ষাকেন্দ্র, এডুকেশন সেন্টার। হাতেগড়া এই প্রতিষ্ঠানটির তিনি সম্মানিত পরিচালক ছিলেন।

জ্ঞানচর্চা ও বিতরণের অকুতোভয় নিরলস কর্মী ড. মুজিবুর রহমান অধীত ও অর্জিত বিদ্যা অকাতরে বিলিয়েছেন। তিনি সৃজনশীল জ্ঞানধর্মী অসংখ্য গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করেছেন। করেছেন উপস্থাপনা। বিভিন্ন খ্যাতিমান প্রতিষ্ঠান ও বুদ্ধিবৃত্তিক সংগঠনের ডাকে সাড়া দিয়ে মক্কা-মদীনা, করাচি, মুলতান, বাহওয়ালপুর, লাহোর, ইসলামাবাদ, আসাম, রাজস্থান, দিল্লী, কলকাতা, পাটনা, কেরালা, রাওয়ালপিণ্ডি, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছেন। এতদ্ব্যতীত লন্ডন, বার্মিংহাম, লেইস্টার, ইস্তামবুল প্রভৃতি স্থানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশ গ্রহণ করে বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের মুখোজ্জল করেছেন। বাংলাদেশ জমঙ্গয়তে আহলে হাদীসের তাত্ত্বিক খিদমতে ড. মুজিবুর রহমান

সাহেবের স্বতঃস্ফূর্ততা ছিল নজীরবিহীন। কুরআন ও সহীহ সুন্যাহ চর্চা তাঁর অধিকাংশ লেখার উপজীব্য বিষয় ছিল। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ জমঙ্গয়তের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্বপালন করে দাওয়াতী খিদমতে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

ড. মুজিবুর রহমান এককভাবে জ্ঞানচর্চাই করেননি। তিনি একজন উৎসাহী সংগঠকও ছিলেন। দেশ-বিদেশের নানা বুদ্ধিবৃত্তিক সংগঠনের সাথে তাঁর সম্পৃক্ততা ছিল। ছিলেন পৃষ্ঠপোষক কিংবা আজীবন সদস্য। বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, ইতিহাস পরিষদ, শাহ মখদুম ইন্সটিটিউট, বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ও কলকাতা ইন্দো-আরব কালচারাল এসোসিয়েসন প্রভৃতি সংগঠনের আজীবন সদস্য ছিলেন। সৃজনশীল লিখায় তার বৈচিত্র্যময় অন্তদৃষ্টি অবাক করার মতো। টেস্টিমনি শিরোনামের একটি ইংরেজি পত্রিকার সহকারি সম্পাদকের দায়িত্ব পালন সাংবাদিকতার ভূবনে তার দক্ষতার পরিচয় বহন করে।

জ্ঞান গবেষণায় সফল কলম সেনানী পারিবারিক জীবনও আল্লাহ তা'আলার আশীর্বাদে ধন্য হয়েছেন। সমকালীন যামানার বিখ্যাত পণ্ডিত মুহাম্মদ জুনাগড়ীর অঙ্গরা কন্যার পানিগ্রহণ তাকে বিশিষ্টতা দান করেছিল। তাঁর এই বিদূষী ভার্যার কোলজুড়ে পরিবারকে আলোকিত করেছে ৬ পুত্র ও ২ কন্যা সন্তান। এঁরা সকলেই সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁদের বড় ছেলে ড. ইউসুফ সিদ্দিক প্রথিতযশা পণ্ডিত ও গবেষক হিসেবে বিশ্বময় নন্দিত। চতুর্থ সন্তান মুহাম্মদ ওবায়দুর রহমান উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মী। অন্যান্যরা নানা ধরনের সম্মানজনক পেশায় নিয়োজিত আছেন।

মৃত্যু একটি অনিবার্য ও চিরন্তন আখ্যান। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন পবিত্র কালামে নানা উপমা ও নাসীহায় মৃত্যুর প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। সুতরাং চিরবিদায় নিতেই হবে। আধুনিক ইসলামি জ্ঞান জগতের প্রচারবিমুখ দেদীপ্যমান কলমসৈনিক প্রফেসর ড. মুজিবুর রহমানও আমাদের ছেড়ে না ফেরার দেশে চলে গেছেন। তাঁর রেখে যাওয়া কর্মসাধনা ও সৃষ্টি আমাদের পাথেয়। বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী এই মহান ব্যক্তির যথার্থ অনুসরণে আমাদের উভজাগতিক কল্যাণ নিহিত আছে। আমরা কায়মনোবাক্যে বারগাহে মাওলায় দু'আ করি, হে রব! তুমি তাঁকে ক্ষমা করো। তাঁর অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটিসমূহ মার্জনা করে জান্নাতুল ফিরদাউসের উঁচু মাকাম দান করো—আমীন। □

প্রবন্ধ

সিয়ামে রমায়ান : জরুরি মাসায়েল

গ্রন্থনা : মুহাম্মদ গোলাম রহমান

[১ম পর্বা]

ইসলামের মৌলিক বুনিয়াদ পাঁচটি- যার অন্যতম সিয়াম বা রোযা। হিজরি বর্ষের নবম মাস রমায়ান। অগণিত নি'আমত, অপরিমেয় রহমত এবং অফুরন্ত বরকত এ মাসকে আবৃত করে রেখেছে। রমায়ানুল মুবারকে মাসব্যাপী সওম (রোযা) ফরয করা হয়েছে- প্রাপ্তবয়স্ক ও বিবেকসম্পন্ন নারী-পুরুষ, স্বাধীন-পরাধীন নির্বিশেষে সকলের উপর। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর (রমায়ান মাসে) সিয়াম ফরয করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্বসূরীদের উপর ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমরা আল্লাহভীরু হতে পারো।”^{৪৬}

তবে যে ব্যক্তি ওয়রহস্ত (যেমন- মুসাফির, রোগগ্রস্ত এবং ঋতুবতী ও সন্তান প্রসবের কারণে রক্তশ্রাব হচ্ছে এমন নারী) তিনি পরবর্তীতে কাযা সিয়াম পালন করবেন। আর যারা সওম পালনে একবারেই অক্ষম, যেমন- স্থায়ী রোগগ্রস্ত বা অতিশয় বৃদ্ধ, তারা সওম পালনের পরিবর্তে ফিদিয়াস্বরূপ একজন দরিদ্রকে খাদ্যদান করবেন।

আর সক্ষম ব্যক্তিবর্গ সুবহি সাদিক-এর পূর্বমুহূর্ত থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যাবতীয় পানাহার, কামাচার ও পাপাচার থেকে বিরত থেকে মাসব্যাপী সিয়াম পালন করবেন, যা প্রতিটি মুসলিমের উপর ফরয করা হয়েছে। আল কুরআন ও সহীহ হাদীসে এ মাসের প্রভূত কল্যাণ বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক মুসলিমের জীবনে এ মাসের গুরুত্ব অপরিসীম।

সওম সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ মাসায়িল নিম্নে প্রদত্ত হলো-

❖ ২৯ শা'বান চাঁদ না দেখা গেলে রমায়ানের সওম শুরু করা যাবে কী?

☞ ২৯ শা'বান চাঁদ না দেখা গেলে, রাসূল (ﷺ)-এর নির্দেশ অনুযায়ী শা'বান মাসকে ত্রিশদিন পূর্ণ করতে হবে। সন্দেহের

^{৪৬} সূরা আল বাক্বারাহ : ১৮৩।

মধ্যে থেকে সওম শুরু করা যাবে না। কেননা সন্দেহ-সংশয়-এর বশবর্তী হয়ে সওম পালন শুরু করলে অবশ্যই গুনাহগার হতে হবে। সাহাবী আন্মার (رضي الله عنهم) বলেন :

«مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ».

“যে সন্দেহপূর্ণ দিনে সওম পালন করল, সে আবুল কাসেম (নবী [ﷺ]-এর উপনাম)-এর নাফরমানী করল।”^{৪৭} আর যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে নাফরমানী করলো, সে প্রকারান্তে রাসূল (ﷺ)-কেই অস্বীকার করলো।^{৪৮}

❖ সিয়াম (রোযা) পালনের জন্য নিয়ত করা কি আবশ্যিক এবং কীভাবে নিয়ত করতে হবে?

☞ প্রতিটি ‘ইবাদতের ন্যায় সওম পালনের জন্যও নিয়ত করা আবশ্যিক। কেননা, “প্রতিটি কাজ নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল।” অতএব, নিয়ত ব্যতিরেকে সওম পালন করলে তা হবে উপবাসের নামান্তর। তবে নিয়্যাতের জন্য কোন শব্দমালা নেই; বরং তা মনের সংকল্প। কেননা নবী (ﷺ) ও তার সাহাবীগণ নিয়্যাতের কোন অংশ মুখে উচ্চারণ করতেন না।^{৪৯}

অতএব ফজর (সুবহি সাদিক) উদিত হওয়ার পূর্বেই ফরয সিয়াম পালনের জন্য মনের দৃঢ় সংকল্প আবশ্যিক। আর এ নিয়্যাতে থাকতে হবে স্বচ্ছতা ও ইখলাসের পূর্ণতা। হাফসাহ (رضي الله عنه) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন :

«مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ».

যে ব্যক্তি ফজরের আগে সাওম পালনের জন্য নিয়ত করেনি, তার সিয়াম নেই।^{৫০} আরো বর্ণিত হয়েছে :

«مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَلَا يَصُومُ».

যে ব্যক্তি ফজর উদয়ের পূর্বেই সওমের নিয়ত করে না, তার জন্য সিয়াম নেই।^{৫১} অর্থাৎ- ফরয সিয়ামের জন্য রাতেই নিয়ত করতে হবে।

অবশ্য নফল সিয়ামের জন্য দিনের যে কোন সময় নিয়ত করা জায়য এবং নফল সিয়াম পালনকারী ওয়র ছাড়াই সাওম ভঙ্গ করতে পারবে।^{৫২} আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞাত।

^{৪৭} সহীহুল বুখারী- ২/৬৭৩, ৩/২৭।

^{৪৮} সহীহুল বুখারী- হা. ৭২৮০।

^{৪৯} আল আমরক বিল ইত্তিবা ওয়ান নাহয়ু ‘আনিল ইবতিদা’- ১/৩১ পৃষ্ঠা (মা.শা.)।

^{৫০} সুনান নাসাঈ- হা. ২৩৩১; সুনান আবু দাউদ- হা. ২৪৫৪।

^{৫১} সুনান নাসাঈ- ২৩৩৩; ইবনু খুযাইমা- ১৯৩৩, সহীহ।

^{৫২} সহীহ মুসলিম- হা. ১১৫৪।

❖ আমাদের সন্তানরা কত বছর বয়স থেকে ফরয সিয়াম (রোযা) পালন করবে?

সওম ফরয হওয়ার অন্যতম শর্ত প্রাপ্তবয়স্ক (বালেগ) হওয়া। কেননা, নাবালেগ কোনো ব্যক্তির উপর ইসলামের বিধান প্রযোজ্য নয়। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

"رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ."

“তিন শ্রেণীর মানুষ হতে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে— ক) ঘুমন্ত ব্যক্তি— যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয়, খ) শিশু বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক— যতক্ষণ না সে প্রাপ্তবয়স্ক (বালেগ) হয় এবং গ) পাগল-উন্মাদ— যতক্ষণ না তার জ্ঞান ফেরে।”^{৫৩}

এ তিন অবস্থায় থাকাকালীন মানুষের কোন গুনাহ লিপিবদ্ধ করা হয় না। তবে অতি আদর-সোহাগ দেখিয়ে শিশুদেরকে সওম থেকে বিরত রাখা সমীচীন নয়; বরং ভবিষ্যতের প্রস্তুতিস্বরূপ তাদের বয়স ও সামর্থ্য অনুপাতে সওম পালনের জন্য উৎসাহিত ও নির্দেশ দেয়া উচিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগে মায়েরা তাদের শিশু সন্তানদেরকে সওম পালনে উৎসাহিত করতেন। হাদীসে এসেছে—

عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مَعُوذٍ، قَالَتْ : ... وَنُصَّوْمٌ صَبِيَانَنَا، وَجَعَلُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ.

মহিলা সাহাবী রুবাইয়া (رضي الله عنها) বলেন, আমরা আমাদের শিশুদের সওম পালন করাতাম এবং তাদের জন্য পশম/লোম দিয়ে তৈরি খেলনা রাখতাম, যখন তাদের কেউ (ক্ষুধায়) কেঁদে উঠত, তখন তাকে সেই খেলনাটি দিতাম, যতক্ষণ না ইফতারের সময় হয়।^{৫৪} আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞাত।

❖ প্রচলিত তারাবীহ শব্দটি কি হাদীসের পরিভাষা?

তারাবীহ “التراوية” বহুবচন, একবচনে تروية যার অর্থ হলো একবার বিশ্রাম গ্রহণ করা। রমাযানের রাতে যে ক্রিয়ামের (সালাতে দণ্ডায়মান হওয়ার) বিধান রয়েছে তা দুই দুই রাকআত করে আদায় করতে হয়। আর সালাত আদায়ের সময় চার রাকআত পর পর একটু বিশ্রাম গ্রহণ করা হয়, যা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) করেছেন। এ কারণেই রমাযানের রাতের সালাতকে “সালাতুত তারাবীহ” বলা

^{৫৩} আবু দাউদ- হা. ৪৪০৩, আত্ তিরমিযী- হা. ১৪২৩, আন নাসায়ী- হা. ৩৪৩২, ইবনু মাজাহ্- হা. ২০৪১, আলবানী সহীহ, মিশকাত- হা. ৩২৮৭/১৪, তাহক্বীক্।

^{৫৪} বুখারী- হা. ১৯৬০, সহীহ মুসলিম- হা. ১৩৬/১১৩৬।

হয়। তবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হতে কোন হাদীসে সরাসরি ‘তারাবীহ’ শব্দটি পাওয়া যায় না, কোনো কোনো মুহাদ্দিস অধ্যায়ের শিরোনামে শব্দটি ব্যবহার করেছে। মূলতঃ অর্থের দিক থেকে মুহাদ্দিসগণ এ সালাতের নামকরণ করেছেন ‘সালাতুত তারাবীহ’।^{৫৫}

আল ক্বামুস-এ রয়েছে— প্রতি চার রাকআতের পর বিশ্রামের কারণে রমাযানের ক্রিয়ামের নামকরণ করা হয়েছে ‘তারাবীহ’। ‘আয়িশাহ্ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, নবী (ﷺ) রাতে চার রাকআত (ক্রিয়ামুল লাইল) সালাত আদায়ের পর বিশ্রাম নিতেন।^{৫৬} আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞাত।

❖ বিশুদ্ধ মতানুযায়ী তারাবীহ সালাত-এর রাকআত সংখ্যা কত?

তারাবীহ সালাতের রাকআত সংখ্যা কত? তা জানার আগে যে বিষয়টি জানা দরকার তা হলো— তারাবীহ, ক্রিয়ামে রমাযান, ক্রিয়ামুল লাইল, তাহাজ্জুদ এ সবই একই সালাতের ভিন্ন ভিন্ন নাম। এখন অনেকের মনে এ প্রশ্ন জাগতে পারে, তাহাজ্জুদ সালাত গভীর রাতে আদায় করতে হয়, আর তারাবীহ ‘ইশা’র সালাতের পর আদায় করতে হয়, তাহলে উভয় সালাত এক হয় কীভাবে?

সহজ সমাধান হলো— উভয় সালাত ভিন্ন ভিন্ন হলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অবশ্যই ‘ইশা’র পর তারাবীহ, অতঃপর গভীর রাতে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করতেন। কিন্তু সহীহ হাদীস তো দূরের কথা একটি য’ঈফ হাদীস দ্বারাও সাব্যস্ত হয়নি যে, রমাযানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রথমে তারাবীহ ও পরে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করেছেন।

উল্লিখিত আলোচনার পর তারাবীহ সালাতের রাকআত সংখ্যা নির্ধারণ করতে একটি সহীহ হাদীস-ই যথেষ্ট হবে— আবু সালামাহ্ ইবনু ‘আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত। তিনি ‘আয়িশাহ্ (رضي الله عنها)-কে জিজ্ঞেস করলেন, নবী (ﷺ)-এর রাতের সালাত কিরূপ ছিল? তিনি বললেন,

«مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّيْ أَرْبَعًا، فَلَا تَسْلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطَوْلِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّيْ أَرْبَعًا، فَلَا تَسْلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطَوْلِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّيْ ثَلَاثًا.»

“রমাযান মাসে ও রমাযান ছাড়া তিনি রাতের সালাত এগার রাকআতের বেশি পড়তেন না। প্রথমে তিনি চার রাকআত

^{৫৫} ফতহুল বারী- ৪/৩১৭ পৃ.।

^{৫৬} বায়হাক্বী- ২/৪৯৭; তাহক্বীক্ মিশকাত- ২/১৯২ পৃ.।

সালাত আদায় করতেন, সে চার রাকআতের সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য ছিল প্রশ্নাতীত। এরপর চার রাকআত সালাত আদায় করেছেন, তার সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্যও ছিল প্রশ্নাতীত। এরপর তিন রাকআত (বিতর) সালাত আদায় করতেন।^{৫৭} এমনকি ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (رضي الله عنه)-ও ১১ রাকআত তারাযীহ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন, যা সহীহ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত।

مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ؛ أَنَّهُ قَالَ : أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبِي بَنَ كَعْبٍ وَتَيْمِيمًا الدِّيَرِيَّ. أَنَّ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً. قَالَ : وَقَدْ كَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ بِالْمِثْنَيْنِ، حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعِصِيِّ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ. وَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلَّا فِي فُرُوعِ الْفَجْرِ.

“ইমাম মালিক (رحمته الله) মুহাম্মদ বিন ইউসুফের সূত্রে সাযিব ইবনু ইয়াযিদ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (رضي الله عنه) উবাই ইবনু কা’ব এবং তামীমদারী (رضي الله عنه)-কে নির্দেশ দিয়েছেন, মুসল্লীদেরকে নিয়ে ১১ রাকআত (তারাযীহ) সালাত পড়তে।”^{৫৮}

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে— রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, রাতের সালাত দুই-দুই রাকআত করে, অতঃপর যখন ফজর হওয়ার আশঙ্কা করবে, তখন এক রাকআত বিতর পড়ে নেবে।^{৫৯} এ হাদীস দ্বারা তারাযীহ বা ক্বিয়ামুল লাইল-এর রাকআত সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়নি; বরং পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে যে, দুই রাকআত পর পর সালাম ফিরাতে হবে। আল্লাহ তা’আলা সর্বাধিক জ্ঞাত।

❖ সাহারী খাওয়া কি আবশ্যিক? সাহারী খাওয়ার সময়সীমা এবং আহাররত অবস্থায় ফজরের আযান শুরু হলে করণীয় কী?

২৯ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমরা সাহারী খাও, কেননা সাহারীতে বরকত আছে।^{৬০}

অতএব, ইচ্ছাকৃত সাহারী খাওয়া থেকে বিরত থাকার অর্থ হচ্ছে নিজেকে বরকত থেকে বঞ্চিত করা। কেউ কি নিজেকে বরকত থেকে বঞ্চিত করবে?

তবে অনিচ্ছাকৃতভাবে সাহারী খাওয়া সম্ভব না হলেও ফরয সওম পালন করতে হবে।

^{৫৭} সহীহুল বুখারী- হা. ১৮৮৫, ১১৪৭, মুসলিম- হা. ১৫৭৫।

^{৫৮} মু’আত্তা- হা. ২৫১, সুনানুল কুবরা বাইহাকী- হা. ৪৮০০, সনদ সহীহ, আল মাসাবীহ- ইমাম সুয়ুতি, পৃ. ২৭।

^{৫৯} সহীহুল বুখারী- হা. ৪৭২; সহীহ মুসলিম- হা. ৭৪৯।

^{৬০} সুনান আনু নাসাঈ- হা. ২১৫৫।

সাহারী খাওয়ার শেষ সময় সুবহে সাদিক উদিত হওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত। তবে কখনো যদি সাহারী খাওয়া অবস্থায় সুবহে সাদিক উদিত হয় এবং মুয়াযযিনের কণ্ঠে আযান ধ্বনিত হয়, সে ক্ষেত্রে করণীয়, প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাবার খাওয়া সম্পন্ন করা। কেননা নবী (ﷺ) বলেছেন :

«إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ التَّدَاءَ وَالْإِنَاءَ عَلَى يَدَيْهِ، فَلَا يَضَعُهُ حَتَّى يَقْضِي حَاجَتَهُ مِنْهُ».

“যখন তোমাদের কেউ এ অবস্থায় (ফজরের) আযান শুনবে, যখন তার হাতে (খাবারের) পাত্র আছে; তখন সে যেন তা না রাখে, যতক্ষণ না তার প্রয়োজন পূরণ হয়।”^{৬১}

আর এ হুকুমটি ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য, যিনি সুবহে সাদীক কখন হবে তা জানেন না।

সতর্কতা : এ ক্ষেত্রে নিয়্যাতের স্বচ্ছতা ও আল্লাহভীতি অবলম্বন করা অত্যন্ত জরুরি। সুযোগের সম্ভবহার কাম্য। আল্লাহ তা’আলা সর্বাধিক জ্ঞাত।

❖ ইফতার গ্রহণের সঠিক সময় কোন্টি?

৩০ ইফতারের সময় নিয়ে অনেকেই দ্বিধাশ্রিত। কেউ মনে করেন, মাগরিবের আযানের সাথে, আবার কেউ মনে করেন সূর্যাস্তের সাথে সাথে, আবার অনেকেই ঘড়ির কাঁটা মেপে ইফতার গ্রহণ করেন। অথচ এ ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীদের ‘আমল হলো— তাঁরা সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার গ্রহণ করতেন। মূলতঃ ইফতারের সম্পর্ক সূর্য অস্তমিত হওয়ার সাথে। আল্লাহ তা’আলা বলেন :

«ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ»

“আর রাতের আগমন পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ করো (অর্থাৎ— সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার গ্রহণ করো।”^{৬২}

আর শরীয়তের পরিভাষায় রাত বলা হয়— সূর্য পশ্চিমাকাশে অদৃশ্য হওয়া থেকে ফজর পর্যন্ত।^{৬৩}

সাইয়্যিদিনা ‘উমার ইবনু খাত্তাব (رضي الله عنه) বলেন :

«إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا، وَعَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ».

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যখন রাত এ দিক থেকে ঘনিয়ে আসে, আর দিন এদিক থেকে চলে যায় এবং সূর্য ডুবে যায়, তখন সাওম পালনকারী ইফতার করবে।^{৬৪}

^{৬১} সুনান আবু দাউদ- হা. ২৩৫০, আলবানী : সহীহ।

^{৬২} সূরা আল বাকুরাহ : ১৮৭।

^{৬৩} আর-মু’জামুল ওয়াসিত- ৮৫০, ‘اللَّيْلُ’ শব্দ দৃষ্টব্য।

^{৬৪} সহীহুল বুখারী- হা. ১৯৫৪; সহীহ মুসলিম- হা. ১১০০।

দ্রুত ইফতার করার জন্য রাসূল (ﷺ) উৎসাহিত করেছেন :

«لَا يَزَالُ النَّاسُ بِحَيْثُ مَا عَجَلُوا الْفِطْرَ».

“মানুষ সর্বদা কল্যাণের মধ্যে থাকবে, যতদিন তারা (সূর্যাস্তের সাথে সাথে) দ্রুত ইফতার করবে।”^{৬৫}

স্মর্তব্য যে, বর্তমান প্রযুক্তির যুগে সূর্যাস্তের সঠিক সময় নিরূপণ করা কঠিন কিছু নয়। সুতরাং এ নিয়ে দ্বিধাশ্রিত হওয়ার কিছু নেই। আবার সেকেন্ড মেপে ইফতার করার মতো বাড়াবড়িও কাম্য নয়, কেননা একই জেলার দুইপ্রান্তের সূর্যাস্তের মধ্যে সেকেন্ডের পার্থক্য বিদ্যমান। অতএব, এসব ক্ষেত্রে আল্লাহ তা’আলার উপর তাওয়াক্কুল এবং খুলুসিয়াতের আবশ্যিকতা বেশি প্রয়োজন। আল্লাহ তা’আলা সর্বাধিক জ্ঞাত।

❖ ইফতারে অপচয় বা অতিভোজনের বৈধতা কতটুকু?

সাহারী খাওয়ার মধ্য দিয়ে সিয়াম শুরু এবং ইফতার করার মধ্য দিয়ে সওমের পূর্ণতা ঘটে; যা নবী (ﷺ) ও তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারী সাহাবায়ে কিরাম (رضي الله عنهم)-এর ‘আমল দ্বারা বিশুদ্ধসূত্রে প্রমাণিত। আর ইফতার গ্রহণের পর হতে সাহারীর পূর্বপর্যন্ত আল্লাহ তা’আলা খানাপিনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে সকলপ্রকার অপচয়রোধে কঠোর নির্দেশনা বিদ্যমান। আল্লাহ তা’আলা বলেন :

«وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ»

“আর তোমরা খাও এবং পান করো, আর অপচয় করো না, নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।”^{৬৬}

আমাদের সমাজের কোথাও কোথাও ইফতারের নামে বাহুল্য ব্যয় ও অপচয় করা হয়। এটি নিন্দনীয় ও গর্হিত কাজ। ইসলাম তা কখনও সমর্থন করে না। আমাদের মাঝে একটি কথা প্রচলিত আছে যে, রমাযানে অতিভোজন বা খাদ্যে বাহুল্য ব্যয় করলে, পরকালে হিসাব দিতে হবে না, কথাটি বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞাত।

❖ অসুস্থ ব্যক্তি কীভাবে সওম পালন করবে?

মানুষের অসুস্থ অবস্থাকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন-

(ক) সাধারণ অসুস্থতা, অর্থাৎ- যে অবস্থায় সওম পালন করলে শরীরের উপর মারাত্মক কোনো প্রভাব পড়বে না, তবে সামান্য কষ্ট বৃদ্ধি পাবে- এমন অবস্থায় সওম পালন আবশ্যিক। আর যৌক্তিকভাবে বলা যায় যে, সওম পালনে কমবেশি কষ্ট হবেই।

^{৬৫} সহীহুল বুখারী- হা. ১৯৫৭, সহীহ মুসলিম- হা. ৪৮/১০৯৮।

^{৬৬} সূরা আল আ’রাফ : ৩১।

(খ) মারাত্মক অসুস্থতা, যে অবস্থায় কোনোক্রমেই সওম পালন সম্ভব নয়; তবে ভবিষ্যতে সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা আছে; এ ক্ষেত্রে পরবর্তী সময়ে সওম আদায় করতে হবে। আল্লাহ তা’আলা বলেন :

«فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ»

“অতঃপর তোমাদের মাঝে যে অসুস্থ অথবা সফরে আছে সে পরবর্তী দিনে তা পূরণ করবে।”^{৬৭}

(গ) এমন অসুস্থতা, যা থেকে সুস্থতার সম্ভাবনা ক্ষীণ কিংবা সুস্থ হওয়ার আর কোন সম্ভাবনা নেই- এ ক্ষেত্রে বয়োবৃদ্ধগণ অগ্রগণ্য। আর এ ব্যাপারে শরঈ ফায়সালা হলো, প্রতিটি সওমের বিনিময়ে প্রতিদিন একজন মিসকিনকে খাওয়াতে হবে অথবা ঐ পরিমাণ খাদ্য প্রদান করতে হবে। সাহাবী ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন :

«رُحِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلَا قِضَاءَ عَلَيْهِ».

“বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিকে অনুমতি দেয়া হয়েছে যে, সে ইফতার করবে (অর্থাৎ- সওম ত্যাগ করবে) এবং প্রতিদিনের (সওমের) পরিবর্তে একজন মিসকিনকে খানা খাওয়াবে, (এক্ষেত্রে) তার উপর কোন কাযা (সওম) নেই।”^{৬৮} আল্লাহ তা’আলা সর্বাধিক জ্ঞাত।

❖ সওম পালনে অক্ষম ব্যক্তি কি পরিমাণ ফিদিয়া প্রদান করবেন এবং ফিদিয়ার হকুদার কারা?

অশীতিপর বৃদ্ধ, যিনি সওম পালনে সম্পূর্ণ অক্ষম অথবা এমন অসুস্থতা, যা থেকে সুস্থতা লাভের কোন সম্ভাবনাই নেই- এমন ব্যক্তি একজন দরিদ্র-অভাবীকে (প্রচলিত প্রধান খাদ্য) খাওয়াবেন অথবা কোনো দরিদ্রকে অর্ধ সা’ (অর্থাৎ- প্রতিটি সওমের জন্য ১.২৫ কেজি চাউল) খাদ্যদ্রব্য প্রদান করবেন।^{৬৯}

কে হকুদার? যদি অমুসলিম দেশে বসবাসকারী কারো উপর সওমের ফিদিয়া ওয়াজিব হয় এবং সে দেশে ফিদিয়া গ্রহণের হকুদার কোনো মুসলিম পাওয়া যায়, তবে তাদেরকে ফিদিয়ার খাদ্য খাওয়াবে। আর যদি সে দেশে এ রকম কাউকে পাওয়া না যায় তাহলে অন্য মুসলিম দেশে

^{৬৭} সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৮৪।

^{৬৮} হাকিম- হা. ১৬০৭, দারাকুতনী- ২/২০৬, হা. ৩, ৬, আলবানী : সনদ সহীহ, ইরওয়াউল গালীল- ৪/১৯।

^{৬৯} মাজমু ফাতাওয়া ইবনু বায- ১৫/২০৩।

দান করবে; যে দেশের এ খাদ্যের প্রয়োজন রয়েছে।^{১০}
আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক জ্ঞাত।

❖ সওম কাযা অবস্থায় মৃত্যু ঘটলে জীবিতগণ কীভাবে তা আদায় করবে?

✍ অসুস্থ অবস্থায় সওম কাযা রেখে মৃত্যু ঘটলে উত্তরাধিকারীদের করণীয় হলো—

প্রথমতঃ মা 'আয়িশাহ্ (رضي الله عنها) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ».
“রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সাওম (কাযা) রেখে মারা যায়, তার ওয়ারিস বা অভিভাবক সেই (কাযা) সাওম (মাইয়্যেতের পক্ষ থেকে) পূর্ণ করবে।”^{১১} আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক জ্ঞাত। অথবা,

দ্বিতীয়তঃ মৃতের কাযা সওম পূরণে ফিদিয়া প্রদান করবেন।
অর্থাৎ- মৃতের প্রতিদিনের ছুটে যাওয়া কাযা সওমের পরিবর্তে একজন মিসকিনকে খানা খাওয়াবে।^{১২}

❖ ইচ্ছাকৃত সওম ভঙ্গ করলে কাফফারা প্রদান করতে হবে কী :

✍ সহবাস ব্যতীত সওম ভঙ্গ হওয়ার অন্যান্য কারণ ইচ্ছাকৃত সংঘটিত হওয়ার মাধ্যমে সওম ভঙ্গ হলে, বিশুদ্ধ মতানুযায়ী তার কোনো কাফফারা আদায় করতে হবে না। তবে এ ক্ষেত্রে ওয়াজিব হলো তাওবাহ করা এবং সেই দিনের সওমের কাযা পূরণ করা।

আর সহবাসের মাধ্যমে সওম ভঙ্গ করলে প্রথমতঃ তাওবাহ করতে হবে, অতঃপর সেই দিনের সওমে কাযা পূরণের পাশাপাশি কাফফারাও আদায় করতে হবে। আর এ সওমের কাফফারা হলো, একজন মু'মিন ক্রীতদাস আযাদ করা। যদি তা না পাওয়া যায়, সে ক্ষেত্রে লাগাতর দু'মাস সিয়াম পালন করা। আর তাও সম্ভব না হলে ষাটজন মিসকীনকে খাদ্য দান করা। এ ক্ষেত্রে ষাটজন দরিদ্রকে একসঙ্গে অথবা সুবিধামতো কয়েক ভাগে বিভক্ত করেও খাদ্য প্রদান করা যাবে।^{১৩}

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'আলার আদেশ আসার পূর্ব পর্যন্ত গোটা রমায়ান মাসে স্ত্রীসম্বোগ বৈধ ছিল না; অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বান্দার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে রমায়ানের রাতে স্ত্রী সম্বোগ বৈধ করেছেন।^{১৪} আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞাত।

^{১০} মাজমূ' ফাতাওয়া ইবনু উসাইমীন- ফাতাওয়াস্ সিয়াম (১১২)।

^{১১} সহীহুল বুখারী- হা. ১৯৫২, সহীহ মুসলিম- হা. ১১১৬।

^{১২} হাকিম- হা. ১৬০৭, দারাকুতনী- ২/২০৬, হা. ৩, ৬, আলবানী : সনদ সহীহ, ইরওয়াউল গালীল- ৪/১৯।

^{১৩} ফাতাওয়া আল লাজনাদ দায়িমাহ- (৯/২২১)।

^{১৪} সূরা আল বাকুরাহ : ১৮৭।

❖ মহিলাদের ঋতুশ্রাব ও সন্তান প্রসবের পর শ্রাব অবস্থায় সওমের বিধান কী? ওষুধ সেবনের মাধ্যমে শ্রাব বন্ধ করা যাবে কী?

✍ নারীদের জন্য এ শর'ঈ বিধান প্রদান করা হয়েছে যে, ঋতুশ্রাব বা সন্তান প্রসবোত্তর রক্তশ্রাব অবস্থায় নারীগণ সওম পালন করবে না, যতক্ষণ না তা থেকে পবিত্রতা লাভ করবে। এমনকি সূর্যাস্তের পূর্বমুহূর্তেও রক্তশ্রাব শুরু হলে সওম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে করণীয় হলো, রমায়ান পরবর্তী দিনসমূহে কাযা সওমগুলো পূর্ণ করবে, যা শ্রাবের সময় ছুটে গিয়েছিল। আর তা পরবর্তী রমায়ান আসার আগেই সময়-সুযোগ করে পূরণ করতে হবে। কেননা, তা আল্লাহ তা'আলার ঋণ, আর সওম পালনের মাধ্যমে সে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, ছুটে যাওয়া সওমগুলো বিরতিহীন অথবা বিরতিসহ উভয় পদ্ধতিতে আদায় করা যাবে। 'আয়িশাহ্ (رضي الله عنها) বলেন :

«كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا اسْتَطِيعَ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ».

“রমায়ানের কিছু সওম আমার উপর রয়ে যায়। সেগুলো (পরবর্তী বছরের) শা'বান মাস ব্যতীত আমার পক্ষে কাযা করা সম্ভব হতো না।”^{১৫} আল্লাহ তা'আলা অধিক অবগত।

আরো উল্লেখ্য যে, ফজর শুরু হওয়ার পূর্বে পবিত্র হলে ঐদিন থেকেই সওম পালন করতে হবে। এমনকি দিনের বেলায় হরিদ্রাবর্ণের শ্রাব দেখা গেলেও সওম পূর্ণতা পাবে ইনশা-আল্লাহ। এ মর্মে বিশুদ্ধ সনদে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, উম্মু 'আত্তিয়াহ্ (رضي الله عنها) বলেন, মাসিক শ্রাব হতে পবিত্র হওয়ার পর নির্গত হওয়া হরিদ্রাবর্ণের শ্রাবকে আমরা কিছুই মনে করতাম না।^{১৬}

অনেক সময় ঋতুবর্তী নারীগণ ওষুধ ব্যবহার করে শ্রাব বন্ধ রাখেন। এ বিষয়ে উত্তম হচ্ছে তার স্বাভাবিক ঋতুশ্রাব অব্যাহত রাখা এবং আল্লাহ তা'আলা তার জন্য যা নির্ধারণ করে রেখেছেন তার উপর সন্তুষ্ট থেকে হায়েয-রোধকারী কোনো কিছু ব্যবহার না-করা এবং পরবর্তীতে কাযা সওম পালন করা। উম্মুল মু'মিন এবং সালাফে সালিহীন নারীগণ এভাবেই 'আমল করতেন।^{১৭}

আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক জ্ঞাত।

^{১৫} বুখারী- হা. ১৯৫০, সহীহ মুসলিম- হা. ১৫১/১১৪৬।

^{১৬} সহীহুল বুখারী- ১/৮৪, সুনান আবু দাউদ- হা. ৩০৭, সুনান আন নাসায়ী- হা. ৩৬৮, সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৬৪৭।

^{১৭} স্থায়ী কমিটির ফাতাওয়াসমগ্র (১০/১৫১)।

❖ প্রচণ্ড গরমে কঠোর পরিশ্রমকারীদের জন্য সিয়াম পালনে কোনো ছাড় আছে কী?

প্রথমতঃ মনে রাখতে হবে যে, রাসূল (ﷺ)-এর যুগেও অনেক সাহাবী কঠোর পরিশ্রম করে সওম পালন করেছেন, সুতরাং পরিশ্রমের অযুহাতে সওম ছেড়ে দেয়ার কোনোই সুযোগ নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

“তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস (রমাযান) পাবে সে যেনো সিয়াম পালন করে। আর যে ব্যক্তি অসুস্থ বা সফর অবস্থায় থাকবে সে পরবর্তীতে (কাযা) সিয়াম পূরণ করবে।”^{৭৮}

যদি কঠোর পরিশ্রম ওয়র হিসেবে গণ্য হত, তবে কুরআন-সুন্নাহ'য় অবশ্যই এ সম্পর্কিত আদেশ-নিষেধ থাকতো। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সকল বিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞাত।

অতএব, রমাযানের সিয়াম পালনে শিথিলতা প্রদর্শন করা কোনোভাবেই বৈধ নয়। কঠিন পরিশ্রমের কারণে সিয়াম পালন কষ্টসাধ্য হলে প্রয়োজনে পরিশ্রম কমিয়ে দিতে হবে। কেননা, একজন মু'মিন স্বীয় রিয়কের জন্য রায়্বাক আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা'আলার উপরই ভরসা করবে।

বিধায়, কাজের ওয়র দেখিয়ে রমাযানের সিয়াম ভঙ্গ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়য নয়; বরং হারাম।^{৭৯}

আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক জ্ঞাত।

❖ গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী মা'য়ের জন্য সওম পালন কি বাধ্যতামূলক?

প্রথমতঃ এ সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ মত হলো—

প্রথমতঃ গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী মা'য়ের পক্ষে সওম পালন কঠিন ও কষ্টসাধ্য হলে প্রতিটি সওমের পরিবর্তে একজন মিসকিনকে খাদ্য দান করবে। এ সম্পর্কিত হাদীস—

«إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ، وَشَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْحَامِلِ أَوْ الْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوْ الصِّيَامَ.»

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মুসাফির হতে সওমকে উঠিয়ে নিয়েছেন আর (চার রাকআত বিশিষ্ট ফরয) সালাত অর্ধেক

^{৭৮} সূরা আল বাক্বারাহ : ১৮৫।

^{৭৯} ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, মুহাম্মদ বিন সাহিহ আল উসাইমিন- পৃ. ৪৫৪।

করেছেন এবং গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী হতে সওম (উঠিয়ে নিয়েছেন)।^{৮০}

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইবনু 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, “গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী নারী যদি আশঙ্কা করে যে, সওম পালন করলে সন্তানের ক্ষতির সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে, তবে তারা ইফতার করবে, অর্থাৎ- সওম ছেড়ে দিবে এবং ছুটে যাওয়া প্রতিটি সওমের বিনিময়ে একজন মিসকিনকে খাদ্য দান করবে।”^{৮১}

দ্বিতীয়তঃ গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী মা'য়ের জন্য সওম পালন কঠিন ও কষ্টসাধ্য হলে পরবর্তী সময়ে সওম কাযা করবে, কেননা এ অবস্থায় তারা অসুস্থ ব্যক্তির মধ্যে গণ্য হবে। অতএব অসুস্থ ব্যক্তির বিধান তাদের উপর প্রযোজ্য হবে অর্থাৎ- পরবর্তীতে সওম পূর্ণ করবে। এ মতকে সমর্থন করেছেন আল্লামা শাইখ বিন বায (رحمتهما)।^{৮২} আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক জ্ঞাত।

❖ সওম পালনকারীর জন্য কোন্টি আগে- সাহারী, না-কি ফরয গোসল?

প্রথমতঃ স্বপ্নদোষ কিংবা স্ত্রী সহবাসজনিত কারণে গোসল ফরয হয়েছে, কিন্তু ফরয গোসল করতে গেলে সাহারীর সময় শেষ হয়ে যাবে- এ অবস্থায় করণীয় হলো- প্রথমে সাহারী খাওয়া, অতঃপর গোসল করে ফজরের সালাত আদায় করা। কেননা সাহারী খাওয়ার জন্য নাপাকী হতে পবিত্রতা লাভ শর্ত নয়, তবে সময়-সুযোগ থাকলে গোসল করে নেয়া উত্তম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) স্ত্রী সহবাসজনিত কারণে গোসল ফরয হওয়া সত্ত্বেও (ফরয) গোসল না করেই সাহারী খেয়েছেন, তারপর গোসল করে (ফজর) সালাত আদায় করেছেন। 'আয়িশাহ (رضي الله عنها) বলেন :

عَائِشَةَ (رضي الله عنها) قَالَتْ : «أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) إِنْ كَانَ لَيُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ، ثُمَّ يَصُومُهُ.»

“আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই তিনি স্বপ্নদোষ নয়; বরং সহবাসজনিত কারণে নাপাক অবস্থায় সকাল করতেন, অতঃপর সওম পালন করতেন।”^{৮৩} আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞাত। [চলবে ইনশা-আল্লাহ]

^{৮০} তিরমিযী- হা. ৭১৫, হাসান সহীহ, আবু দাউদ- হা. ২৪০৮, হাসান সহীহ, আনু নাসায়ী- হা. ২২৬৯, সহীহ, ইবনু মাজাহ- হা. ১৬৬৭, আলবানী হাদীসটিকে হাসান সহীহ, বলেছেন।

^{৮১} আবু দাউদ- ২৩১৮, হাসান সহীহ, বায়হাক্বী- হা. ৭৮৬৬, আলবানী : সহীহ, মুখ্তাসারু ইরওয়াউল- হা. ৯১৩।

^{৮২} তুহফাতুল ইখওয়ান- ১৭১।

^{৮৩} বুখারী- ১৯৩১, মুসলিম- ১১০৯, ইবনু মাজাহ- ১৭০৪।

রাসূল (ﷺ)-এর শাসনব্যবস্থা

মূল : ড. হাফিয আহমাদ আজাজ আল কারামি

ভাষান্তর : তানযীল আহমাদ*

[৭ম পর্বা]

তৃতীয়ত : হিজরতে নববীর উল্লেখযোগ্য দিক- কুরাইশরা যখন বাইয়াতের ব্যাপারটি জানতে পারল তখন মুসলমানদের উপরে আরো নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিলো। ফলে মুসলিমরা নবী (ﷺ)-এর নিকটে হিজরতের অনুমতি চাইলেন কিন্তু তিনি শুরুতেই তাদেরকে হিজরতের অনুমতি দিলেন না; বরং তাদেরকে বললেন,

«رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ، فَذَهَبَ وَهَلَيْ إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجْرٌ، فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ.»

আমি স্বপ্নে দেখলাম যে আমি মক্কা থেকে এমন এক ভূমিতে হিজরত করছি যেখানে খেজুর বৃক্ষ আছে। আমার মনে হলো সেটি হয়তো ইয়ামামা অথবা হাজার হবে। কিন্তু সেটি হলো মদিনা।^{৮৪}

অতঃপর নবী (ﷺ) তাদেরকে হিজরতের অনুমতি দিলেন। ইমাম বুখারী (মৃ. ২৫৬ হি.) সেদিকে ইঙ্গিত করে বলেন, নবী (ﷺ) বললেন

«إِنِّي أُرَيْتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ، ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ لَابَتَيْنِ.»

আমি তোমাদের হিজরত ভূমি দেখলাম, তা খেজুর বেষ্টিত দুই টিলার মাঝখানে অবস্থিত।^{৮৫}

উল্লেখ্য, মুসলিমরা মদিনার পানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে হিজরতের উদ্দেশ্যে রওনা দেন যেন তাদেরকে কেউ অতর্কিত আক্রমণ করতে না পারে। ইবনু সা'দ (মৃ. ২৩০ হি.) বলেন, মুসলিমরা তাদের সহায় সম্পদ যা ছিল সেগুলো পরস্পর সহযোগিতার ভিত্তিতে বহন করে নিয়ে গেলেন।^{৮৬}

নবী (ﷺ) মক্কায় থাকলেন; যেহেতু শুরুতেই মক্কা থেকে বের হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ ছিল না। কেননা তিনি ছিলেন

* শিক্ষক : মাদ্রাসা দারুস সুন্নাহ-মিরপুর; যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, জমঈয়ত শুক্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ।

^{৮৪} সহীহুল বুখারী- হা. ৭০৩৫।

^{৮৫} সহীহুল বুখারী- হা. ৩৯০৫।

^{৮৬} তবাকাতে ইবনু সা'দ- ১/২২৬; আসে সিরাহ- আয যাহাবি, ২১৩ পৃ.।

নেতা এবং পরিকল্পনাকারী ও পর্যবেক্ষক। তাঁকে অবস্থার পর্যবেক্ষণের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। আর সেই অবস্থার প্রেক্ষিতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ নতুন কোনো সিদ্ধান্তও জানাতে পারেন। এজন্য তিনি সেখানে বেশ কিছুদিন থাকলেন। এদিকে কুরাইশরা নবী (ﷺ)-এর মদিনায় হিজরতকে বাধা দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা শুরু করে। কুরআনুল কারীমে তাদের সেই প্রস্তুতি এবং পরিকল্পনার বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে-

«وَإِذْ يَبْكُوكَ الْذِّبِينَ كَفَرُوا وَيُبَشِّرُونَكَ الْوَيْسُونَ وَيَمْلِكُونَ وَيَمْنُكُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ»

“সেই সময়ের কথাও স্মরণ করার মতো, যখন সত্য অস্বীকারকারীরা তোমার বিরুদ্ধে নানান রকমের চক্রান্ত আঁটছিল। তারা চাচ্ছিল তোমাকে বন্দী করতে। হত্যা করতে বা দেশ ছাড়া করতে। তারা নিজেদের কূট-কৌশল প্রয়োগ করে চলছিল, অন্যদিকে আল্লাহও তাঁর কৌশল প্রয়োগ করেছিলেন। আর আল্লাহ সবচেয়ে ভালো কৌশল অবলম্বনকারী।”^{৮৭}

নবী (ﷺ) এবং আবু বকর তাদের এই প্রস্তুতি টের পেলেন। কাজেই একটি যুগোপযোগী এবং সতর্কতামূলক প্রস্তুতি নিতে তারাও শুরু করলেন, যেন কুরাইশের সাথে কোনো ধরনের ঝামেলায় না জড়িয়েই মক্কা থেকে নিরাপদে তারা বের হতে পারেন। এই পরিকল্পনাটি একটি দূরদর্শী এবং চূড়ান্ত সতর্কতাপূর্ণ প্রস্তুতির অংশ ছিল। নবী (ﷺ) ‘আলী (রাঃ)-কে তাঁর বিছানায় শুয়ে থাকতে বললেন, যেন কাফিররা মনে করে তিনিই তাঁর বিছানাতে শুয়ে আছেন।^{৮৮}

সবকিছুই খুব গোপনীয়তার সাথে হচ্ছিল। একেবারে ঘনিষ্ঠ দু'একজন ব্যতীত কেউ এ ব্যাপারে জানত না। এই চূড়ান্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তিনি একদা দ্বিপ্রহরে তার প্রিয় সহচর আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-র বাড়িতে আসলেন, কারণ এ সময় লোকেরা অলস সময় কাটায়, কাজেই তাঁর আগমন কেউ জানার কথা নয়।^{৮৯}

এরপর তিনি ও আবু বকর, আবু বকরের বাড়ির একটি গোপন জায়গা থেকে বের হলেন। ইবনু ইসহাক (মৃ. ১৫১

^{৮৭} সূরা আল আনফাল : ৩০।

^{৮৮} ইবনু হিশাম- ১/৪৮২; তবাকাতে ইবনু সা'দ- ১/২২৭।

^{৮৯} সহীহুল বুখারী।

হি.) বলেন, তারা উভয়েই আবু বকরের বাড়ির উপকণ্ঠের গোপন পথ দিয়ে বের হলেন।^{৯০}

অন্যদিকে আবু বকর সিদ্দিক হিজরতের জন্য অন্যান্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা শুরু করলেন। এজন্য তিনি দু'টি শক্তিশালী উট ক্রয় করলেন এবং সে দু'টিকে 'আব্দুল্লাহ ইবনু উরাইকিত-এর নিকটে রেখে দিলেন। আবু বকর (রাঃ) তাকে পথ প্রদর্শনের জন্য ভাড়া করেছিলেন, এজন্য তার নিকটে তিনি সেই উট দু'টি রাখলেন।^{৯১}

নবী (সাঃ) মক্কার দক্ষিণে অবস্থিত সাওর গুহায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে ডান দিক দিয়ে বের হলেন।^{৯২}

কারণ ধারণা করা হচ্ছিল, যারা তাদের পিছু নিবে তারা উত্তর দিকে ধাওয়া করতে পারে। কারণ মদিনা মক্কা থেকে উত্তর দিকে অবস্থিত ছিল। মোবারকপুরী বলেন, নবী (সাঃ) জানতেন যে, কুরাইশরা তাঁর পিছু নিবে এবং সর্বপ্রথম তারা যে পথের অনুসন্ধান করতে পারে সে পথটি হলো মদিনার মূল পথ তথা মক্কা থেকে উত্তর দিকের পথ। এজন্য তিনি সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে অর্থাৎ- দক্ষিণ দিকের পথ গ্রহণ করেন।^{৯৩}

নবী (সাঃ) আবু বকর এবং তাঁর পরিবারের সদস্যবৃন্দের সাথে পর্যালোচনা করেই সাওর গুহায় অবস্থানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আর আমরা জানি আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর পরিবারের সদস্যদের এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। শুরুতেই তিনি এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব ভাগ করে দেন। আমের ইবনু ফুয়াইরা (রাঃ)-কে (মৃ. ৪ হি.) দায়িত্ব দেয়া হয় তাদের পদচিহ্ন মুছে ফেলার জন্য। আমের ইবনু ফুয়াইরা (রাঃ) ছিলেন আবু বকরের মুক্ত দাস। তিনি তাকে আদেশ করেছিলেন যেন সে দিবসে ছাগল চড়ায় আর সন্ধ্যা বেলা তাদের নিকটে এসে কিছু খিদমত করে।^{৯৪}

আবু বকর তনয়া আসমার (মৃ. ৬৪ হি.) দায়িত্ব ছিল রাত্রিবেলা খাবার নিয়ে গুহায় গমন করা। এই কাজে আসমাকে নির্বাচন করার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল মহিলাদের ব্যাপারে কারো মনে সন্দেহের উদ্ভ্রেক না হওয়া। অন্যদিকে তার ভাই 'আব্দুল্লাহ (মৃ. ১৬ হি.) কুরাইশের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছিলেন।

^{৯০} সিরাতে ইবনু হিশাম- ১/৪৮৫; আল আনসার- বালায়ুরি, ১/২৬০।

^{৯১} সহীহুল বুখারী।

^{৯২} সহীহুল বুখারী।

^{৯৩} আর রাহিকুল মাখতুম- পৃ. ১৮৩।

^{৯৪} সিরাতে ইবনু হিশাম- ১/৪৮৬; তবাকাতে ইবনু সা'দ- ২/২২৯; আল আনসার- ১/২৬।

তাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে তিনিও রাসূল (সাঃ)-এর নিকটে গুহায় সংবাদ নিয়ে আসতেন। তাকে নির্বাচন করার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল, কারণ তিনি ছিলেন- شَابٌّ، تَقَفُّ لَفْنٌ 'চৌকস ও বুদ্ধিমান যুবক'।^{৯৫}

তিনি গুহা থেকে প্রত্যুষে বের হতেন এবং মক্কায় কুরাইশদের সাথে সকাল করতেন। সারাদিন মক্কায় অবস্থান করে তাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে সন্ধ্যায় সংবাদ নিয়ে আসতেন।^{৯৬}

সকলেই নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে অত্যন্ত সজাগ ও সতর্ক ছিলেন। তিন দিন অবস্থান করার পরে নবী (সাঃ) 'আব্দুল্লাহ ইবনু উড়াইকিত-এর পথ অনুসরণ করে মক্কা থেকে মদিনার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। এই হিজরত ইসলামী দা'ওয়াকে মক্কার সকল ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করে এবং দুর্বলতা থেকে শক্তিশালী অবস্থার দিকে পরিবর্তন করে। দা'ওয়াই থেকে দাওলাহ (রাষ্ট্র) গঠিত হয়। এই পরিকল্পনার প্রথম স্তম্ভ ছিল এমন একটি ভূমি যেখানে ইসলাম কর্তৃত্ব করতে পারে। এভাবেই নবী (সাঃ) মাথায় গারে সাওরের ধুলাবালি নিয়েই মদিনায় প্রবেশ করলেন। আর মদিনার লোকেরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানালো একজন বিজয়ী বীর হিসেবে। এই অভ্যর্থনা কোনো মুহাজিরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত ছিল না- যিনি কোনো আশ্রয়স্থল খুঁজছেন; বরং তা ছিল বিজয়ীবেশে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকারী এক বীরকে দেয়া বিরোচিত সংবর্ধনা।

চতুর্থত : হিজরত পরবর্তী মদিনায় রাসূল (সাঃ)-এর প্রশাসনিক কাঠামো- নবী (সাঃ) মদিনায় যে সমাজ ব্যবস্থা পেলেন তা মক্কার সমাজ ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। তিনি সেখানে গোত্রগুলোর মাঝে বেশ বৈপরীত্য এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রেও মতনৈক্য দেখতে পেলেন।^{৯৭}

কাজেই তিনি নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ার জন্য পরিকল্পনা শুরু করলেন। এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে প্রথম যে কাজটি তিনি করলেন তা ছিল মদিনায় নবাগত মুহাজিরদের পুনর্বাসন নিশ্চিতকরণ। তিনি মুহাজিরদের বাড়িঘরের জন্য জমি দিলেন। মসজিদের পাশেই দিলেন বানু যাহরাকে। যুবাইর ইবনু আওয়ামকে একটি প্রশস্ত উন্মুক্ত ভূখণ্ড দিলেন। তালহার জন্য গৃহ নির্মাণের ভূমি দিলেন। আবু

^{৯৫} সহীহুল বুখারী- হা. ৩৯০৫।

^{৯৬} আস সিরাহ আন নবাবিয়াহ- মুস্তাফা সিবাঈ, পৃ. ৬৪।

^{৯৭} আল কামিল- ইবনুল আসির, ১/৬৫৯; ওফাউল ওফা- সামহুদী, ১/১৫২-১৫৬।

বক্রের পরিবারের জন্যও জায়গা দিলেন, ‘উসমানের জন্যও তেমনিভাবে জায়গা বরাদ্দ দিলেন।^{১৯৮}

নবী (ﷺ) সাহাবায়ে কিরামকে এ সকল ভূখণ্ড দিয়েছেন পতিত জমি থেকে। আর যে সকল জমি বসবাসযোগ্য ছিল সেগুলো আনসারগণ তাঁকে দান করেছিলেন। সেখান থেকেও তিনি তাঁর ইচ্ছামত সাহাবীদেরকে প্রদান করেছেন।^{১৯৯}

ইতিহাসের উৎসগুলো বর্ণনা করেছে যে, এমন অনেক লোক ছিলেন যারা কোনো জমি পাননি। অর্থাৎ- তাদের কোনো বাড়িঘর ছিল না। নবী (ﷺ) তাদেরকে মসজিদের ভেতরেই থাকতে জায়গা দেন। ইতিহাসে তারা আসহাবে সুফফা নামে পরিচিত।^{২০০}

তাদের সংখ্যা সব সময় এক ছিল না, কম বেশি হতো। কেউ হয়তো বিয়ে করে স্ত্রীর বাড়িতে থাকতেন অথবা সফর করতেন অথবা মৃত্যুবরণ করেন। তারা প্রায় একশর কাছাকাছি ছিলেন। নবী (ﷺ) তাদের দেখাশোনা করতেন এবং খোঁজ খবর রাখতেন।^{২০১}

কারণ নবী (ﷺ) ইতোপূর্বেই মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন অথবা এমনও হতে পারে যে, মসজিদ নির্মাণ এবং সাহাবীদেরকে বাড়ি ঘরের জমি বন্টন একই সময়ে হয়েছিল। তিনি মসজিদের জায়গা ক্রয় করেছিলেন। মসজিদ নির্মাণে তিনি এবং সাহাবীরা সকলেই অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাদের একজন বলেন,

لَيْتَنَّا فَعَدْنَا وَاللَّيْئِي يَعْمَلُ ... لَدَاكَ مِنَّا الْعَمَلُ الْمُضَلَّلُ.

আমরা যদি বসে থাকি নবী করেন কাজ,

হবে তা মহা অন্যায়, হবে না কোনো কাজ।^{২০২}

লক্ষণীয় যে, মসজিদই ছিল নবী (ﷺ)-এর নতুন রাষ্ট্রের পরিচালনার প্রধান কেন্দ্র। সেখান থেকেই তিনি নতুন সমাজ ব্যবস্থা বিনির্মাণে মুসলিমদেরকে নির্দেশনা দিতেন। সেখানেই নিত্য নতুন সমস্যার সমাধানকল্পে সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করতেন এবং যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন।^{২০৩}

^{১৯৮} মুখতাসার কিতাবুল বুলদান- ইবনুল ফাকিহ, পৃ. ৩৩; আল আনসাব- বালায়ুরি, ১/২৮০।

^{১৯৯} ওফাউল ওফা- সামছদী, ১/৩২১।

^{২০০} তবাকাতে ইবনু সা'দ- ১/২৫৫-২৫৬; আল আনসাব- ১/২৭২।

^{২০১} ওফাউল ওফা- ১/৩২১।

^{২০২} সিরাতে ইবনু হিশাম- ১/৪৯৬।

^{২০৩} আত তানযীম আল ইদারী ফিল ফিকরিল ইসলামী- পৃ. ৫।

কোনো সন্দেহ নেই যে, মসজিদই ছিল পরামর্শ কেন্দ্র। সেখানেই লোকেরা একত্রিত হতেন এবং নবী (ﷺ) তাদের সাথে ইসলামের নিত্য নতুন বিষয় এবং উদ্ভূত সমস্যা নিয়ে পরামর্শ করতেন। উহুদ এবং খন্দক যুদ্ধের পরামর্শ মসজিদেই সম্পন্ন হয়েছিল।^{২০৪}

মসজিদেই মুসলিমদের মধ্যকার সংঘটিত বিভিন্ন বিষয়ের বিচার কার্য সম্পন্ন হতো। সেখান থেকেই জিহাদের জন্য সৈন্যবাহিনীকে প্রেরণ করা হতো এবং মদিনায় আগত বিভিন্ন প্রতিনিধি দলকে স্বাগত জানানো হতো। মসজিদ থেকেই রাষ্ট্রনেতাদের উদ্দেশ্যে ইসলামের বার্তা নিয়ে দূতগণ যাত্রা শুরু করতেন।^{২০৫}

সেই সাথে মসজিদ ছিল মুসলমানদের পার্লামেন্ট ভবন, সকল বিষয়ে তারা সেখানে আলোচনা পর্যালোচনা করতেন। উপরন্তু তা ছিল মুসলিমদের আধ্যাত্মিক চর্চার মূল কেন্দ্র। সেখানে মুসলিমরা সলাত যিক্রসহ যাবতীয় ‘ইবাদত পালন করতেন। রাষ্ট্রপরিচালনার অন্যান্য প্রশাসনিক বিষয়াদীর পূর্বে মসজিদ নির্মাণের মধ্যে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। কারণ মসজিদে পালিত জামা‘আতবদ্ধভাবে সালাতের মাধ্যমেই ইসলাম অধ্ব গৌত্রপ্রীতির মূলোৎপাটন করে এবং নতুন এক চিন্তা ও আদর্শের ভিত্তিতে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। সেই নতুনত্ব ও প্রীতির বন্ধন ছিল ‘আক্বিদাহ ও আদর্শের বন্ধন, ঈমানী ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। রক্ত এবং নিকটাত্মীয়ের বন্ধন নয়।^{২০৬}

রাষ্ট্রের অন্যান্য কার্যাবলীও মসজিদে সম্পন্ন হতো। কারণ নবী (ﷺ)-এর দীর্ঘজীবনে প্রশাসন কিংবা পরিচালনার জন্য অন্য কোনো কেন্দ্র ছিল না। কাজেই বলা যায়, ইসলামের প্রশাসনিক প্রথম দপ্তর ছিল মসজিদ।^{২০৭}

এই সময়ে নবী (ﷺ) আরেকটি বিষয়ের দিকে বেশ গুরুত্ব দেন যা সে সময়ে অতীব জরুরি ছিল। তা ছিল ভ্রাতৃত্ব স্থাপন। ইবনু ইসহাক (মু. ১৫১ হি.) বলেন, রাসূল (ﷺ) মুহাজির এবং আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে দেন। তিনি বলেন,

تَاخَّرُوا فِي اللَّهِ أَخَوَيْنِ أَخَوَيْنِ.

^{২০৪} সিরাতে ইবনু হিশাম- ২/৬৩।

^{২০৫} আল ইদারী আল আরাবিয়া- মুহাম্মদ কুর্দ ‘আলী, পৃ. ৪৫, ৪৬।

^{২০৬} আনু নুযুম আল ইদারিয়া- পৃ. ২৪, ২৫।

^{২০৭} আত তানযীমাত আল ইদারিয়া ফিল ইসলাম- মুহাম্মদ জুইন, পৃ. ১৪৭।

“তোমরা মহান আল্লাহর জন্য দু’জন দু’জন করে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাও।”^{১০৮}

এরপর তিনি ‘আলী ইবনু আবি তালিবের হাত ধরে বললেন, এ হলো আমার ভাই। এভাবেই সাহাবায়ে কিরাম দু’জন দু’জনে পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায়।^{১০৯}

এই ভ্রাতৃত্ব মুহাজিরদের একাকীত্ব এবং দুর্বলতা কাটাতে বেশি জরুরি ছিল, কারণ তারা জীবন ধারণের সকল উপকরণ মক্কায় পরিত্যাগ করে রিজ্ত হস্তে মদিনায় হিজরত করেছেন।^{১১০}

এভাবেই সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদিও অন্যান্য বিষয়গুলোও এক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। নবী (ﷺ) জাহিলি যুগে প্রচলিত আহলাফ বা সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ বিষয়টিকে মুআখাত বা ভ্রাতৃত্ববন্ধনে রূপায়ণ করেন। আনসারগণ মুহাজিরদের জন্য অকল্পনীয় ত্যাগ স্বীকার করে। তারা রাসূল (ﷺ)-কে বলে- হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের খেজুর বাগানগুলো তাদের এবং আমাদের মাঝে ভাগ করে দেন। তিনি বললেন যে, না; বরং তোমরা এতে কাজ করো, আর খেজুরের একটা অংশ আমাদেরকে দিও। তারা বলল, আমরা শুনলাম এবং মানলাম।^{১১১}

রিওয়াজাতগুলোর বর্ণনা মতে- মুহাজিরগণ আনসারদের ক্ষেত্রে কাজ করতেন নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে। মুহাজিরদের প্রতি আনসারদের এমন বদান্যতা এখানেই থেমে থাকেনি; বরং সা’দ ইবনু রবি (মৃ. ৩ হি.) ‘আব্দুর রহমান ইবনু আওফকে (মৃ. ৩২ হি.) বলেছিলেন, আমি আনসারদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি। আমি আমার সমস্ত সম্পদকে দুই ভাগ করে আপনাকে একভাগ দিয়ে দিব। আমার দু’জন স্ত্রী আছে, যাকে আপনার ভালো লাগে আমি তাকে তলাক দিয়ে দিব। ইন্দত শেষ হলে আপনি তাকে বিয়ে করবেন। তিনি বললেন, আল্লাহ তা’আলা তোমার ধন সম্পদ ও পরিবারে বারাকা দান করুন। তোমাদের বাজার কোথায়? তারা তাকে বানু কাইনুকার বাজার দেখিয়ে দিলো।^{১১২}

^{১০৮} সিরাতে ইবনু হিশাম- ১/৫০৫।

^{১০৯} সিরাতে ইবনু হিশাম- ১/৫০৪-৫০৭।

^{১১০} আল মুহাব্বার- ইবনু হাবিব, পৃ. ৭০-৭৫।

^{১১১} সহীহুল বুখারী- হা. ৩৭৮-২।

^{১১২} সহীহুল বুখারী- হা. ৩৭৮০।

এই চমৎকার সামাজিক দায়বদ্ধতা নতুন ইসলামী সমাজ বিনির্মাণে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেছিল। আর মুহাজিরদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকট নিরসনের জন্য এরকম একটি ব্যবস্থাপনা জরুরিও ছিল। বিশেষত মক্কাবাসী মুহাজিরগণ ব্যবসায় পোক্ত হলেও মদিনায় ব্যবসার কোনো সুযোগ ছিল না। কারণ মদিনা ছিল কৃষিনির্ভর অঞ্চল।^{১১৩}

ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তিগণ পরস্পরের উত্তরাধিকার হতেন, কিন্তু ইসলাম যখন শক্তিশালী হলো এবং মুসলিমরা সম্পদশালী হলেন আল্লাহ তা’আলা নাযিল করলেন এই আয়াত,

﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾

“আর রক্তের সম্পর্কীয় আত্মীয়গণ একজনের ব্যাপারে অন্যজন বেশি হকুদার।”^{১১৪}

এই আয়াতের মাধ্যমে মুআখাত বা ভ্রাতৃত্ববন্ধনের ফলে যে উত্তরাধিকার পাওয়া যেত তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। তবে দ্বীনের কাজে পরস্পরের সহযোগিতা, সাহায্য ও সমর্থন চলমান থাকে। ইমাম নববী (রহিমুল্লাহ) (মৃ. ৬৭৬ হি.) সেদিকে ইঙ্গিত করে বলেন, জমহুর ওলামাদের নিকটে ভ্রাতৃত্ববন্ধনের মাধ্যমে উত্তরাধিকার হওয়ার বিধানের বিরোধিতা করাই হলো মুস্তাহাব। কিন্তু মহান আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে দ্বীন মানতে, পরস্পরে সহযোগিতা করতে এবং কল্যাণকর ও তাকুওয়ার কাজে একে অপরকে সমর্থন এবং সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকা তা কখনোই বিলুপ্ত হয়নি, চলমান রয়েছে।^{১১৫}

নিঃসন্দেহে ভ্রাতৃত্ববন্ধনের মাধ্যমে উত্তরাধিকার পাওয়ার এই বিধানটি ইসলামী দা’ওয়ার উপর আপতিত প্রাথমিক সমস্যা সমাধানের জন্য একটি কার্যকরী ও তাৎক্ষণিক ব্যবস্থাপনা ছিল। উদ্ভূত সমস্যার সংকট নিরসনে এটাই ছিল কার্যকরী উপায়। পরবর্তীতে মুহাজিরগণ যখন মদিনার পরিবেশ বুঝতে পারলেন এবং মদিনায় কিভাবে অর্থ উপার্জন করতে হয় তা শিখলেন অতঃপর দ্বিতীয় হিজরিতে বদরের যুদ্ধে যখন গনিমত পেলেন- যার মাধ্যমে তাদের প্রয়োজন পূরণ হলো, তখন উত্তরাধিকারের বিধানটি আবারও তার পুরাতন অবস্থায় ফিরে গেল যা ছিল মানবজাতির স্বাভাবিক বিকাশের সাথে সামঞ্জস্যশীল ও

^{১১৩} আল দাওলাতুল ইসলামিয়াতুল উলা- আহমাদ ইব্রাহিম শরীফ, পৃ. ৬৭- ৬৯।

^{১১৪} সূরা আল আহযা-ব : ৬।

^{১১৫} আল মিনহাজ- সহীহ মুসলিমের ভাষ্য, ৪/১৯৬।

গতিশীল প্রক্রিয়ার একটি বিধান। অর্থাৎ- নিকটাত্মীয় ও রক্তের সম্পর্কীয় আত্মীয়গণের মধ্যেই উত্তরাধিকার সম্পদ বন্টিত হবে। এখানে লক্ষণীয় যে, নবী (ﷺ) মদিনার রাজনৈতিক পরিবেশের সাথে অর্থনীতিকেও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। কারণ মদিনার ব্যবসা ও বাজার নিয়ন্ত্রণের কলকাঠি ইয়াহুদীদের হাতেই ছিল। তারাই মূলত মদিনার অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করত; বরং বলা চলে তারা রাষ্ট্রের ভেতরে রাষ্ট্র গঠন করেছিল। মদিনায় বেশ কয়েকটি বাজার ছিল। সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ ছিল বানু কাইনুকার বাজার। মদিনার আনসারগণ প্রধানতম এই বাজারে কেনাবেচা করতেন। নবী (ﷺ) ইয়াহুদীদের এই অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের ভয়াবহতা সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখেন। কাজেই তার জন্য আবশ্যিক ছিল নয়া জাতি ও রাষ্ট্রের জন্য ইয়াহুদীবাদী অর্থনীতির উপরে নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। বর্ণিত আছে যে, নবী (ﷺ) ইয়াহুদীদের সর্ববৃহৎ বাজারে গেলেন এবং সেখানে অনুসন্ধানী দৃষ্টিপাত করলেন অতঃপর মদিনায় অন্য একটি জায়গা খুঁজে বের করলেন। যেন তিনি সে জায়গাতে এমন একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করতে পারেন যা ইয়াহুদীদের বাজারের বিকল্প বাজার হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে এবং কেন্দ্রীয় বাজার হিসেবে পরিচিত লাভ করবে।^{১১৬}

ইবনু মাজাহ্ (মৃ. ২৭৫ হি.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি এসে নবী (ﷺ)-কে বললেন আমি বাজারের জন্য একটি জায়গা দেখে এসেছি আপনি কি তা দেখবেন? তিনি বললেন, অবশ্যই। এরপর তিনি ঐ ব্যক্তির সাথে সেই জায়গায় গেলেন। জায়গা দেখে পছন্দ করলেন এবং দুই পা দিয়ে সে জায়গায় পদাঘাত করলেন অতঃপর বললেন, তোমাদের এই বাজার কতই না উত্তম! তা যেন কখনো ভেঙ্গে না যায় এবং এর ব্যবসায়ীদের ওপরে যেন করারোপ করা না হয়।

হাদীসটি দুর্বল, এর সনদে ইসহাক বিন ইব্রাহিম বিন সাঈদ দুর্বল রাবি এবং মুহাম্মদ ও 'আলী অপরিচিত রাবি। ঠিক তেমনি তাদের ওস্তাদ যুবাইর বিন মুনযির দুর্বল রাবি।^{১১৭}

নবী (ﷺ) গুরুত্বই নাবাক বাজারে গেলেন অতঃপর বললেন এই বাজার তোমাদের জন্য নয়। এরপর আরেকটি জায়গায় ফিরে এসে ভালো করে দেখে বললেন, এটাই হলো তোমাদের বাজার।^{১১৮}

[চলবে ইনশা-আল্লাহ]

^{১১৬} আল জানিবুস সিয়াসী ফি হায়াতির রাসূল- আহমাদ মুহাম্মাদ, পৃ. ৬৯।

^{১১৭} তুহফাতুল আশরাফ- ইমাম তিরমিযী, অনুবাদক, ৮/৩৪৪।

^{১১৮} আত তারাতিব আল ইদারিয়া- আল কান্জানী, ২/১৬৩।

ভালোবাসার রমাযান : ফিরে...

[২৭ পৃষ্ঠার পর]

নিষিদ্ধ সীমারেখা : বাড়াবো না পা

পবিত্র রমাযানের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার্থে একজন মু'মিনের আল কুরআন ও সহীহ সুন্নাহয় বর্ণিত সকল গর্হিত কর্মকাণ্ড ও আচার আচরণ থেকে বিরত থাকা একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং * এই মহিমাশ্রিত মাসে কোনো প্রকার পাপাচার-পঙ্কিলতার পথে ধাবিত হবেন না। * আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবেন না। * হাত, পা, মুখ ও অন্তরকে পঙ্কিলতা মুক্ত রাখতে সচেষ্ট হোন। * পরনিন্দা ও গীবত থেকে যথাসম্ভব বেঁচে থাকুন। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾

“দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পিছনে ও সামনে লোকের নিন্দা করে।”^{১১৯} আর একজন মু'মিনের জন্য নিজের জবানকে হিফাজত করা অতীব জরুরি।

* অশ্লীল অনুষ্ঠান, সিনেমা, ম্যাগাজিন, বই ও ওয়েবসাইট ব্রাউজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। * ইফতার ও সাহরিতে খাবার বিনষ্ট করা ও অপচয় রোধ করুন। * সালাত ও অন্যান্য 'ইবাদতের ক্ষেত্রে অলসতা ঝেড়ে ফেলুন। * ঠকবাজি, প্রতারণা, খিয়ানত, বগড়া-বিবাদ ও গালিগালাজ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করুন। * মিথ্যা ও অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা পরিহার করুন। কারণ মিথ্যা কুফরের মূল বুনিয়াদ। মুনাফিকের সদর দ্বার। মিথ্যাকে ছোট করে দেখবেন না, প্রশ্রয় দিবেন না। সেটা ইচ্ছে করে হোক বা ঠাট্টার ছলে। বিশ্ব নবীর ফরমান-

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও সে অনুযায়ী 'আমল বর্জন করেনি, তার এ পানাহার পরিত্যাগ করায় মহান আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।^{১২০}

সর্বোপরি এই রমাযানে তাকুওয়ার মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে বিশ্বাসী চেতনা ও শুদ্ধাচারীতে উজ্জীবিত হোক প্রতিটি হৃদয়। আবার ফিরে আসুক পঙ্কিলতাহীন পবিত্রতার আবেশ জড়ানো অনাবিল শিষ্টতার জোয়ার। 'আমলের দিনগুলো ফুরিয়ে যাবার আগেই ঝরে যাক কদর্যতার রেশ। সবশেষে রবের কাছে এই প্রত্যাশা। মালিক! কবুল করে নিও...। □

^{১১৯} সূরা আল হুমাযাহ : ১।

^{১২০} সহীহুল বুখারী- হা. ১৯০৩।

ভালোবাসার রমায়ান :

ফিরে এলো তাকুওয়ার মাস

—আব্দুল্লাহ আল আসিফ*

الحمد لله الذي من على عباده من النعم و فرض علينا في رمضان الصيام وسن لنا القيام وصلى الله تعالى على نبينا وسلم، أما بعد!

রাত শেষে ফিরে আসা ভোরের মতো অনেক প্রতিক্ষার প্রহর শেষে ফিরে এলো মাহে রমায়ান। সর্বত্র বিরাজ করছে অন্যরকম ভালোলাগা। মু'মিন হৃদয়ে বহিতে শুরু করেছে বসন্তের হাওয়া। কারণ রমায়ান মানে— এগারো মাসের অবাধ্যতার ইতিহাস মুছে ফেলে শুদ্ধতার সবুজ পথে নতুন উদ্যোগে চলতে শেখা। রমায়ান মানে কালো থেকে ভালোর দিকে প্রত্যাবর্তন। রমায়ান মানে গাফফারের রহমে সিজ্ত হওয়ার আরেকটি সুযোগ। নাজাতের সুগম পথ ও গুনাহ মাহফের মোক্ষম সময় এই রমায়ান মাস। এ মাসের আগমনে খুলে যাবে আসমানের বন্ধ দুয়ার। উন্মুক্ত হবে দয়াময়ের রহমের দরজা। খুলে দেওয়া হবে জান্নাতের কপাটসমূহ। মাসব্যাপী বন্ধ থাকবে জাহান্নামের দ্বার। রবের শিকলে বন্দি থাকবে বিতাড়িত শয়তান। প্রিয় নবীর অমিয় বানী জানান দেয়—

"إِذَا كَانَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ، وَمَرَدَةُ الْجِنَّ، وَغَلَّقَتِ أَبْوَابَ النَّارِ، فَلَمْ يَفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَلِلَّهِ عُنُقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ."

“যখন রমায়ানের প্রথম রজনী আগমন করে, তখন শয়তান ও অবাধ্য জিনগুলোকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। জাহান্নামের দুয়ারসমূহ বন্ধ করা হয় এমনকি কোনো দরজাই আর খোলা হয় না এবং জান্নাতের দুয়ারগুলো খুলে দেওয়া হয় এমনকি কোনো দরজাই আর বন্ধ রাখা হয় না। আর একজন ঘোষণা ঘোষণা দিতে থাকে— হে কল্যাণকামী! অগ্রসর হও, হে অকল্যাণকামী! পিছু হটো। আল্লাহ তা'আলা এই মাসে বহু জাহান্নামীকে মুক্তি দেন। আর এটা প্রত্যেক রাতেই হয়ে থাকে।”^{১১}

* সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক, জমঙ্গয়ত শুকানে আহলে হাদীস, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবিয়া শাখা।
^{১১} জার্মে আত্ তিরমিযী- হা. ৬৮২, সহীহ।

তাছাড়া এই মহিমাম্বিত মাসেই রাসূল (ﷺ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল মহা বিশ্বের মহা বিস্ময় আল কুরআনের শাস্বত বাণী। হেরা থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে যার দ্যুতি ছড়িয়েছে তামাম দুনিয়ার বিশ্বাসী অন্তরে। আল্লাহ বলেন :

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾

“রমায়ান মাস, এতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের হিদায়াতের জন্য এবং হিদায়াতের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে।”^{১২} শা'বানের শেষ চাঁদ অন্তাচলে পা বাড়ালে সবার মাঝে পরিলক্ষিত হয় টান টান প্রস্তুতি। নতুন চাঁদ দেখার নিমিত্তে পাড়াগাঁয়ের শিশু কিশোরদের মাঝেও তৈরি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ। প্রিয় পাঠক! তাকুওয়ার মহিমায় উদ্ভাসিত হতে এবারের রমায়ানকে ঘিরে আপনিও তৈরি করুন বিশেষ পরিকল্পনা।

রমায়ানের সাধনা

১. সিয়াম : সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত একজন ব্যক্তির আল্লাহ তা'আলার ভয়ে পানাহার, যৌন সন্তোগ ও জাগতিক যাবতীয় পাপাচার থেকে বিরত থাকার মাঝেই ফুটে ওঠে তাকুওয়ার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সিয়াম ইসলামের অন্যতম একটি রোকন এবং প্রতিপালকের সন্তুষ্টি অর্জনের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। রমায়ানের সিয়ামকে মুসলিমদের জন্য আবশ্যিক করে রব্বুল 'আলামীন বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

“হে মু'মিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেয়া হলো, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে দেয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকুওয়ার অধিকারী হতে পারো।”^{১৩} অধিকন্তু রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

যে ব্যক্তি ঈমানসহ পুণ্যের আশায় রমায়ানের সিয়াম ব্রত পালন করে, তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।^{১৪} সুতরাং মহান রবের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সর্বাত্মে সিয়াম সাধনায় ব্রতী হন।

২. শুধু তারই 'ইবাদত : আল্লাহর একত্ববাদে অবিচল থাকুন। তাতে শিরকের আঁচড় লাগাবেন না। এক মহান

^{১২} সূরা আল বাক্বারাহ : ১৮৫।

^{১৩} সূরা আল বাক্বারাহ : ১৮৩।

^{১৪} সহীহুল বুখারী- হা. ১৯০১।

আল্লাহর জন্য নিবেদিত হোন। ‘ইবাদতের কোনো অংশ যাতে আল্লাহ তা’আলা ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে না হয়, এ ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখুন। খ্যাতির লোভ ও লৌকিকতা পরিহার করে তার নির্দেশিত পন্থায় ‘ইবাদতের মাধ্যমে তার নৈকট্য অর্জন করুন। কারণ আল্লাহ তা’আলা বলেন,

﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾

“কাজেই আল্লাহর ‘ইবাদত করুন তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে।”^{১২৫}

৩. কুরআনের সাথে সখ্যতা : কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি যত্নবান হোন। কুরআনের সাথে সখ্যতা গড়ুন। যেহেতু এ মাসে নাযিল হয়েছে আল কুরআনের ঐশী বাণী। আর নবী মোস্তফা (ﷺ) বলেছেন,

أَقْرَأُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ.

তোমরা কুরআন পাঠ করো। কারণ কিয়ামতের দিন তার পাঠকারীর জন্য সে শাফা‘আতকারী হিসেবে আসবে।^{১২৬}

৪. ত্যাগের মহিমা : ক্ষুধার পরই খাবার অত্যন্ত সুস্বাদু হয়। পিপাসার পরই পানির মিষ্টতা অনুভূত হয়। প্রশান্তির ঘুম হয় পরিশ্রমের পর। আর প্রকৃত সফলতা অর্জিত হয় ত্যাগের বিনিময়ে। ত্যাগের জন্যই রমায়ান। তাই সবসময় অন্যকে প্রাধান্য দিন। সবকিছু নিজের জন্য সাব্যস্ত করবেন না। আপনার ধন সম্পদ, খাবার-দাবার সর্বত্র আল্লাহর রাহে মানুষের জন্য বিলিয়ে দিন। ইফতার করান রোযাদারকে। সে ধনী হোক বা দরিদ্র। পারস্পারিক সম্প্রীতি, সহানুভূতি ও বন্ধুত্ব সৃষ্টি করুন। নবী (ﷺ) বলেছেন,

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ.

যে ব্যক্তি কোনো রোযা পালনকারীকে ইফতার করায় তার জন্যও রোযা পালনকারীর সমপরিমাণ সাওয়াব রয়েছে।^{১২৭}

৫. সাদাকাহ : রমায়ান উপলক্ষে আপনার দানের হাত প্রশস্ত করুন। সময়ের মর্যাদা গুনে রমায়ান মাসে দানের অন্যান্য মহত্ত্ব ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এজন্য এই মাসে মহান আল্লাহর হাবিব (ﷺ) সবচেয়ে বেশি দান করতেন।

৬. মুচকি হাসি : জাদুকরী মুচকি হাসি ভালোবাসার বায়না। সখ্যতার আগামপত্র। মুসলিম ভাইয়ের সাথে মৃদু হেসে কথা বলার অভ্যাস করুন। দ্বিধাবোধ করবেন না। কারণ,

تَبَسُّمَكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ.

তোমার হাস্যোজ্জ্বল মুখ নিয়ে তোমার ভাইয়ের সামনে উপস্থিত হওয়া তোমার জন্য সাদাকাস্বরূপ।^{১২৮} তবে এই হাসি হওয়া চাই মন থেকে। হওয়া চাই স্বচ্ছ ও পবিত্র।

৭. সুসম্পর্কের সাঁকো : আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখুন। যারা সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের সাথে হৃদ্যতা গড়ুন। সুসম্পর্কের সাঁকোটা দীর্ঘ করুন। মজবুত করুন পারস্পরিক বন্ধুত্বের বন্ধন। সতর্ক থাকুন যাতে আপনার দ্বারা অন্য কেউ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। রাসূল (ﷺ) বলেন,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ.

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।^{১২৯}

৮. ক্ষমার মাহাত্ম : মানুষের প্রতি উদার হোন। যারা আপনাকে কষ্ট দেয়, আপনার অকল্যাণ চায় এই রমায়ানে চোখ বন্ধ করে তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। তাদের ভুলত্রুটিগুলো দাফন করে দিন। তাদের দেওয়া কষ্টগুলো ভুলে যান। মানুষকে ক্ষমা করুন দয়াময়ের ক্ষমার অধিকারী হবেন।

৯. অবসর : অবসরের কাছে হেরে যাবেন না। নেক ‘আমলে পূর্ণ করুন আপনার অবসর। অযথা আড্ডাবাজি, গীবত, পরচর্চায় না জড়িয়ে বই পড়ুন। আল্লাহর জিকিরে আদ্র রাখুন জিহ্বা। তাসবীহ তাহলিলে কাটুক আপনার প্রতিটি সময়। ছোট ছোট ‘আমলগুলোকে গুরুত্ব দিন। নফল ‘আমলে এগিয়ে যান আরো একধাপ। অনুক্ষন আপনার জবানে উচ্চারিত হোক সুবাহানাগ্লাহি ওয়া বিহামদিহি...।

১০. কিয়ামুল লাইল : নিব্বাম রজনীতে ঘুমের কোলে চলে পড়ে সমস্ত বিশ্ব চরাচর। নিঃশব্দের চেউ খেলে যায় প্রকৃতির বুকে। নীরবতার ছায়া নেমে আসে পৃথিবীর আঙিনায়। এই সুযোগটাকেই কাজে লাগাতেন বিশ্বনবী মুহাম্মদ (ﷺ)। আলাপ জুড়তেন রবের সাথে। দাঁড়াতে রাতের মুসল্লায়। দীর্ঘক্ষণ কিয়ামের ফলে পা দু’টো ফুলে যেত। তিনি বলেন,

وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ.

ফরয সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত হচ্ছে রাতের সালাত।^{১৩০} আর তিনি রমায়ানের ব্যাপারে বলেছেন আরো একটি চমৎকার কথা,

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

যে ব্যক্তি রমায়ানের রাতে ঈমানসহ পুণ্যের আশায় রাত জেগে ‘ইবাদত করে, তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।^{১৩১} তাই আপনিও शामिल হন রাতের সালাতে। আবেগে অনুরাগে সিজ্জ করুন আঁখিদ্বয়। /২৫ পৃষ্ঠায় দেখুন।

^{১২৮} জামে‘ আত্ তিরমিযী- হা. ১৯৫৬।

^{১২৯} সহীহুল বুখারী- হা. ৫৯৮৪।

^{১৩০} সহীহ মুসলিম- হা. ২৬৪৫।

^{১৩১} সহীহুল বুখারী- হা. ৩৭।

^{১২৫} সূরা আয্ যুমার : ২।

^{১২৬} সহীহ মুসলিম- হা. ১৭৫৯।

^{১২৭} জামে‘ আত্ তিরমিযী- হা. ৮০৭, সহীহ।

দাওয়াত ও তাবলীগ

—শাহাদাত হোসেন সামি

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف المرسلين و
خير الخلق أجمعين محمد بن عبد الله ورسوله الهادي
الأمين وعلى آله وصحبه وومن تبعهم بإحسان إلى يوم
الدين. أما بعد :

ভূমিকা

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ﴾^{১০২}
অর্থ : “তোমাদের মধ্যে একটা দল থাকা চাই, যারা
মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকবে।”^{১০২} মানবজাতি
সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ জাতি হওয়া সত্ত্বেও যখন শ্রষ্টাকে ভুলে
সৃষ্টির উপাসনা শুরু করে তখন আল্লাহ তা'আলা পথভ্রষ্ট
জাতির হিদায়াতের জন্য তাঁর পক্ষ থেকে যুগে যুগে অসংখ্য
নবী ও রাসূল প্রেরণ করেন। শুধুমাত্র দাওয়াত ও তাবলীগ
এর কাজ করার জন্য। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا
الطَّاغُوتَ﴾

অর্থ : “আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে একজন করে রাসূল
প্রেরণ করেছি এ মর্মে যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহর
‘ইবাদত করো আর ত্বাগুত বা শয়তান থেকে দূরে
থাকো।”^{১০৩} দাওয়াত শব্দটি আরবী, এর মূলধাতু হচ্ছে
دعوا যার শাব্দিক অর্থ আহ্বান করা, ডাকা, আমন্ত্রণ
জানানো ইত্যাদি। যারা আহ্বান করে তাদেরকে দাঈ^{১০৪} বা
দাওয়াত দাতা বলা হয়। তাবলীগ শব্দটিও আরবী, এর মূল
ধাতু হচ্ছে بلغ। যার শাব্দিক অর্থ ভালোভাবে পৌঁছে দেয়া
বা প্রচার করা, যিনি পৌঁছে দেন তাকে মুবাল্লিগ বলা হয়।
আর মহান আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়ার অর্থ ইহকালীন
শাস্তি ও পরকালীন মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে সর্বশেষ ওয়াহীর
পথে আহ্বান করা। যার মূল উৎস পবিত্র কুরআন ও সহীহ
হাদীস। অতএব নিঃশর্তভাবে কেবলমাত্র ওয়াহী ভিত্তিক
কুরআন ও সহীহ হাদীসের দিকে দাওয়াতই মানুষকে সঠিক
হিদায়াত ও মুক্তির পথ দেখাতে পারে। আর এ দাওয়াত ও
তাবলীগের সর্বপ্রথম দায়িত্ব পালন করেছেন মহান আল্লাহর

^{১০২} সূরা আ-লি ‘ইমরান : ১০৪ ।

^{১০৩} সূরা আন নাহল : ৩৬ ।

প্রেরিত নবী ও রাসূলগণ। আর তাদের মৃত্যুর পরবর্তীতে এ
দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে আলেম সমাজের প্রতি।

দাওয়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সকল কাজেরই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে। যেমন- আল্লাহ
তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

অর্থ : “আমি মানুষ ও জিন্ জাতি সৃষ্টি করেছি এক মাত্র
আমারই ‘ইবাদতের জন্য।”^{১০৪}

অনুরূপভাবে মহান আল্লাহর পথে দাওয়াত ও তাবলীগ
করার পেছনে কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে। যথা-

১. মানুষকে অন্ধকার ও গুমরাহী থেকে হিদায়াত ও আলোর
পথে নিয়ে যাওয়া : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾

অর্থ- “আল্লাহ মু'মিনদের অভিভাবক, তিনি তাদের
অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যান।”^{১০৫}

২. মানুষের ‘আক্বীদাহ ও ‘আমল সহীহ এবং বিশুদ্ধ করার
চেষ্টা করা : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِن عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا﴾

অর্থ : “আমরা তাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করব,
অতপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকনায় পরিণত করে
দিবো।”^{১০৬}

৩. মানুষদেরকে জাহান্নামের পথ থেকে জান্নাতের পথে
ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া : যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾

অর্থ : “হে মু'মিনগণ। তোমরা নিজেদেরকে এবং
তোমাদের পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে
রক্ষা করো, যার ইন্দন হবে মানুষ ও পাথর।”^{১০৭}

মহান আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়ার নিয়ম ও পদ্ধতি

১. হিকমাত অবলম্বন করা : দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য
যে জিনিসটি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা হলো, হিকমাত ও
কৌশল অবলম্বন করে যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য দিয়ে মানুষকে
দাওয়াত দেয়া। যাতে মানুষ সহজে দাওয়াত গ্রহণ করতে
আগ্রহী হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

^{১০৪} সূরা আয যা-রিয়া-ত : ৫৬ ।

^{১০৫} সূরা আল বাক্বারাহ : ২৫৭ ।

^{১০৬} সূরা আল ফুরক্বা-ন : ২৩ ।

^{১০৭} সূরা আত তাহরীম : ৬ ।

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾

অর্থাৎ- “আপনি মানুষকে দাওয়াত দিন আপনার রবের পথে হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা।”^{১৩৮}

২. নশ্তার সাথে কথা বলা : দাওয়াতী ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় কৌশল হলো মানুষের সাথে নরম ও কোমল মন নিয়ে কথা বলা। এতে করে সহজেই মানুষের অন্তরে পরিবর্তন দেখা দেয়। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَقْبَضَوا مِنْ حَوْلِكَ﴾

অর্থ : “আপনি আল্লাহর দয়ায় তাদের প্রতি কোমল হৃদয়বান হয়েছিলেন। যদি আপনি তাদের প্রতি রুঢ় ও কঠোর চিত্ত হতেন, তাহলে তারা আপনার আশপাশ হতে সরে পড়তো।”^{১৩৯}

৩. উত্তম পন্থায় প্রশ্নের জওয়াব দেয়া : আল্লাহ বলেন,

﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾

অর্থ : “আপনি উত্তম পন্থায় মন্দকে প্রতিহত করুন। তখন দেখবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে, সে যেন আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু।”^{১৪০}

৪. কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী দাওয়াতী কার্যক্রম চালানো : আল্লাহ তা’আলা বলেন,

﴿إِن تَسِبَّ إِلَى مَا يَبُغَىٰ ابْنِي أَبِي إِسْحَابًا مِنْ عَدَابِي رِيءِي عَدَابِي عَظِيمٌ﴾

অর্থ : “আমি তো আমার প্রতি যা ওয়াহী অবতীর্ণ হয় তারই অনুসরণ করি। বস্তুতঃ আমি যদি আমার রবের অবাধ্য হই, তাহলে আমি কিয়ামতের কঠিন দিনের শাস্তির ভয় করি।”^{১৪১} রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

تَرَكَتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ.

অর্থ : আমি তোমাদের মাঝে দু’টি বস্তু রেখে যাচ্ছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তা ধরে রাখবে তোমাদের কেউ পথভ্রষ্ট হবে না, সে দু’টি বস্তু হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও তার রাসূলের সুন্নাহ।^{১৪২}

^{১৩৮} সূরা আন নাহুল : ১২৫।

^{১৩৯} সূরা আ-লি ‘ইমরান : ১৫৯।

^{১৪০} সূরা হা-মীম, আস্ সাজদাহ : ৩৪।

^{১৪১} সূরা ইউনুস : ১৫।

^{১৪২} মুয়াত্তা মালেক- হা. ১৫৯৪।

৫. সর্বদা দাওয়াতের কার্যক্রম চালু রাখা : দাওয়াত দেয়ার কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। দিন-রাত প্রতিটি মুহূর্তে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। সুখে-দুঃখে সর্ব অবস্থায় দাওয়াতের ধারাবাহিকতা মানুষের মাঝে চালিয়ে যেতে হবে। যেমন- নূহ (ﷺ)-এর দাওয়াতের পদ্ধতি সম্পর্কে আল্লাহ তা’আলা বলেন,

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهْرًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا﴾

“নূহ (ﷺ) বললেন, হে আমার পালনকর্তা! আমি আমার জাতিকে দিবা-রাত্রি দাওয়াত দিয়েছি, কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের পলায়নকেই বৃদ্ধি করেছে। অতঃপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে আহ্বান করেছি, আর ঘোষণা সহকারে প্রচার করেছি এবং গোপনে, চুপিসারেও দাওয়াত দিয়েছি।”^{১৪৩}

৬. গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো ক্রমান্বয়ে পেশ করা : মুহাম্মদ (ﷺ) যখন মু’আজ ইবনু জাবাল (رضي الله عنه)-কে ইয়ামানে প্রেরণ করেন দাওয়াতের উদ্দেশ্যে, তখন তাঁকে তাদের মাঝে দাওয়াতের পদ্ধতি সম্পর্কে বলেন,

إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوجِدُوا اللَّهَ تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَاخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا صَلَّوْا فَاخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ.

অর্থ : তুমি আহলে কিতাবদের কাছে যাচ্ছ, সেখানে গিয়ে তাদেরকে প্রথম তাওহীদের দাওয়াত দিবে যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মা’বূদ নেই আর মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল ও তার বান্দা। তারা যখন এটা মেনে নিবে তখন তুমি তাদেরকে পাঁচ ওয়াজ্জ সালাতের দাওয়াত দিবে, আর তারা যখন এটা মেনে নিবে তখন তুমি তাদেরকে যাকাত প্রদান করার দাওয়াত দিবে।^{১৪৪}

দাওয়াত দাতার চরিত্র ও গুণাবলী

দাওয়াত ও তাবলীগি কাজের মূখ্য ভূমিকা যারা পালন করে যাচ্ছেন, তাদের মধ্যে যে সমস্ত ব্যক্তিগত গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্য থাকা একান্ত প্রয়োজন।

১. ইখলাস ও বিশুদ্ধ নিয়ত : আল্লাহ তা’আলা বলেন,

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾

^{১৪৩} সূরা নূহ : ৫-৯।

^{১৪৪} সহীহুল বুখারী- হা. ৬৯৩৭।

অর্থ : “তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তারা যেন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ‘ইবাদত করে, তারই জন্য দীনের প্রতি একাগ্রচিত্ত হয়ে।”^{১৪৫} আর রাসূল (ﷺ) বলেছেন :

أَخْلِصْ دِينَكَ يَكْفِيكَ الْقَلِيلُ مِنَ الْعَمَلِ

অর্থ : তুমি তোমার দীনকে একনিষ্ঠভাবে পালন করো, তাহলে অল্প ‘আমলই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।^{১৪৬}

২. জ্ঞান অর্জন করা : দাওয়াত ও তাবলীগ করার পূর্বে কুরআন ও হাদীসের সম্যক জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মুবাল্লিগের জন্য একান্ত প্রয়োজন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

فَاعَلِمْنَا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

অর্থ : “আপনি জেনে রাখুন! আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো মা‘বুদ নেই।”^{১৪৭}

৩. ধৈর্যশীল হওয়া : দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে ধৈর্য ধারণ করা প্রত্যেক দাঈ’র জন্য অতীব জরুরি। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَأُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ

অর্থ : “তাদের সবরের কারণে তাদেরকে দু’বার পুরস্কৃত করা হবে এবং তারা ভালো দিয়ে মন্দের মুকাবিলা করে।”^{১৪৮}

৪. ‘ইল্ম অনুযায়ী ‘আমল করা : দাওয়াত দাতা যে বিষয়ের দিকে মানুষকে আহ্বান করবে উক্ত বিষয়ের উপর নিজেই যথা সম্ভব ‘আমল করতে হবে। অন্যথায় তার এ দাওয়াতে কোনো উপকার বয়ে নিয়ে আসবে না। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ○ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

অর্থ : “হে ঈমানদারগণ! তোমরা কেন এমন কথা বলো? যা তোমরা নিজেরাই বাস্তবায়ন করো না, তোমরা যা করো না তা বলা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ।”^{১৪৯}

৫. আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রাখা : প্রতিটি ভালো কাজের পূর্বে আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রাখা। প্রতিটি মু‘মিন বান্দার জন্য একান্ত জরুরি। আর কাউকে দাওয়াত দেয়ার পূর্বে প্রথমে আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রাখা। আল্লাহ বলেন,

^{১৪৫} সূরা আল বাইয়্যিনাহ : ৫।

^{১৪৬} মুত্তাদরাকে হাকীম- হা. ৭৮৪৪।

^{১৪৭} সূরা মুহাম্মদ : ১৯।

^{১৪৮} সূরা আল ক্বাসাস : ৫৪।

^{১৪৯} সূরা আস্ সাফ : ২-৩।

قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

অর্থ : “আপনি বলুন! আমার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট, ভরসাকারীরা তাঁর উপরই ভরসা করে।”^{১৫০}

মহান আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়ার গুরুত্ব ও তাৎপর্য দাওয়াতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। যেমন- আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

অর্থ : “হে রাসূল! আপনি তাবলীগ (প্রচার) করুন যা আপনার রবের পক্ষ হতে আপনার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে।”^{১৫১}

মহান আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়ার হুকুম বা বিধান দাওয়াতের তিনটি স্তর রয়েছে-

১. ফরযে আইন : যা প্রত্যেক মু‘মিন-মুসলিমদের উপর ফরয। যা ছেড়ে দিলে কঠিন গুনাগার হবে, যখন সমাজের লোকেরা গুনাহের কাজে লিপ্ত হবে, নেকীর কাজ ছেড়ে দিবে।

২. ফরযে কিফায়া : যা কিছু সংখ্যক লোক দাওয়াতের কাজ করলে বাকীদের জন্য যথেষ্ট হবে। যখন মানুষেরা নেকীর কাজ বেশি করে আর গুনাহের কাজ ছেড়ে দেয়।

৩. দাওয়াতে মুবাহ : দাওয়াত দিলে সওয়াব পাবে, না দিলে গুনাগার হবে না। যখন সমাজের লোকেরা নেকীর কাজ করতে থাকবে তখন সমাজের ভিতর থেকে কিছু লোক এ দাওয়াতের কাজে সব সময় নিয়োজিত থাকবে, এই অবস্থায় দাওয়াত দেওয়া মুবাহ হয়ে যায়।

মহান আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়ার ফযীলত মহান আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া ও তাবলীগ করার ফযীলত ও প্রতিদান অফুরন্ত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

অর্থ : “তার কথার চেয়ে উত্তম কথা আর কি হতে পারে? যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎ ‘আমল করে এবং বলে আমি একজন মুসলিম।”^{১৫২}

উপসংহার

আসুন! আমরা সবাই কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুযায়ী দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করে জাহান্নাম থেকে বাঁচার চেষ্টা করি আর জান্নাত লাভ করি। আল্লাহ তা‘আলা তুমি আমাদেরকে এই তাওফীক দাও -আমীন। □

^{১৫০} সূরা আয্ য়ুমার : ৩৮।

^{১৫১} সূরা আল মায়িদাহ : ৬৭।

^{১৫২} সূরা হা-মীম, আস্ সাজদাহ : ৩৩।

যে দু'আতে প্রশান্তি মিলে

লেখক : শাইখ আব্দুর রায়যাক বিন আব্দুল মুহসিন আল বদর
অনুবাদক : মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার*

এ পার্থিব জীবনে বান্দা কখনো কখনো বিভিন্ন প্রকার কষ্টে ভুগে। আবার কখনো কখনো অন্তরে খুব ব্যাথা অনুভব করে যা তার ঘুম কেড়ে নেই, কষ্ট দেয় এবং দুঃখ বয়ে আনে। সুতরাং অন্তরে প্রাণ্ড এ ব্যাথা যদি অতীতের কোনো বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হয় তবে তাকে হযন (حزن) বলা হয়। আর যদি ভবিষ্যতের কোনো বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হয় তবে তাকে হাম্ম (هم) বলা হয়। আর যদি বর্তমানের কোনো বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হয় তবে তাকে গম্ম (غم) বলা হয়।

আর অন্তর থেকে এ দুঃখ, কষ্ট, চিন্তা দূর করা এবং সেগুলো থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র মাধ্যম হলো, মহান আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়া এবং তার নিকট পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা, অবনত হওয়া, বিনীত হওয়া ও তার আদেশের অনুগত হওয়া, তার ফয়সালা ও কুদ্দের প্রতি ঈমান আনা, তাকে চেনা, তার নাম ও গুণাবলি জানা, তার কিতাবের প্রতি ঈমান আনায়ন করা, তা গুরুত্ব সহকারে পড়া, তা দাব্বুর করা, ও তদানুযায়ী 'আমল করা। শুধুমাত্র উপরোল্লিখিত বিষয়গুলোর মাধ্যমেই অন্তরকে প্রফুল্ল করা ও সুখ অর্জন করা সম্ভব; অন্য কোনো উপায়ে সম্ভব নয়।

'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) থেকে মুসনাদ আহমাদ, সহীহ ইবনু হিব্বান ও অন্যান্যদের কিতাবে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি বেশি চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে সে যেন বলে,

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَإِبْنُ عَبْدِكَ وَإِبْنُ أُمَّتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ
مَا ضِيقِي فِي حُكْمِكَ عَدْلٌ فِي قَضَائِكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ
سَمِيَتْ بِهِ نَفْسِكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ
خَلْقِكَ أَوْ اسْتَأْثَرَتْ بِهِ فِي عِلْمِ الْعَالَمِينَ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ
الْقُرْآنَ رِيْبِعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجَلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي.

উচ্চারণ : “আল্লা-হুম্মা ইন্নী 'আব্দুকা, ওয়াবনু 'আবদিকা
ওয়াবনু আমাতিকা, ওয়াফী কবযাতিকা, না-সিয়াতী
বিয়াদিকা মা-যিন ফীয়া হুকমুকা 'আদলুন ফিয়া কযা-উকা

আস'আলুকা বিকুল্লি ইসমিন, হুওয়া লাকা সাম্মায়তা বিহী
নাফসাকা, আও আনযালতাহু ফী কিতা-বিকা, আও
'আল্লামতাহু আহাদাম্ মিন্ খলকিকা, আও আলহামতা
'ইবা-দাকা, আউ ইস্তা'সারতা বিহী ফী ইলমিল গয়বি
'ইনদাক আন্ তাজ্'আলাল কুরআ-না রবী'আ কলবী ওয়া
নূরা সদরী, ওয়া জালা-আ হযনী, ওয়া যাবাবা হাম্মী।”

অর্থাৎ- “হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দা, তোমার বান্দার
পুত্র, তোমার বান্দির পুত্র। আমি তোমার হাতের মুঠে,
আমার অদৃষ্ট তোমার হাতে। তোমার হুকুম আমার ওপর
কার্যকর, তোমার আদেশ আমার পক্ষে ন্যায়। আমি
তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার সেসব নামের
ওয়াসীলায় যাতে তুমি নিজেকে অভিহিত করেছো, অথবা
তুমি তোমার কিতাবে নাথিল করেছো অথবা তুমি তোমার
সৃষ্টির কাউকেও তা শিক্ষা দিয়েছো, অথবা তুমি তোমার
বান্দাদের ওপর ইলহাম করেছো অথবা তুমি গায়বের পর্দায়
তা তোমার কাছে অদৃশ্য রেখেছো- তুমি কুরআনকে আমার
অন্তরের বসন্তকালস্বরূপ অতীতের দুশ্চিন্তা ও ভবিষ্যতের
অনর্থক আশংকা দূর করার উপায়স্বরূপ বানিয়ে দাও।”

অতঃপর রাসূল (সঃ) বলেন, যে বান্দা যখনই তা পড়বে
আল্লাহ তার চিন্তা-ভাবনা দূর করে দেবেন এবং তার
পরিবর্তে মনে নিশ্চিন্ততা (প্রশান্তি) দান করবেন।” সহাবীগণ
বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ), আমরা কি এ বাক্যগুলো
শিখবো না? তিনি বলেন, অবশ্যই, যে ব্যক্তি এ বাক্যগুলো
শুনবে তার উচিত হলো- এ বাক্যগুলো শিখে নেওয়া।^{১৫০}

সুতরাং এগুলো হলো মহান কিছু বাক্য যা প্রত্যেক মুসলিমের
উচিত শিক্ষা করা এবং অতীতের কোনো দুশ্চিন্তা, বা
ভবিষ্যতের কোনো আশংকা কিংবা বর্তমানের কোনো
পেরেশান যখনই অনুভব করবে তখনই এ বাক্যগুলো বলা
এবং তার আরো জানা উচিত যে, এ বাক্যগুলো শুধুমাত্র তখনি
তার জন্যে অধিক উপকারী হবে যখন সে তার অর্থ বুঝবে,
তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করবে এবং তদনুযায়ী 'আমল
করবে। পক্ষান্তরে অর্থ বুঝা ছাড়াই এবং মাকসূদ বাস্তবায়ন
করা ছাড়াই দু'আ পাঠ করলে বা শরয়ী জিকির আযকার
করলে তা কম প্রভাব ফেলবে, ফায়োদা তেমন হবে না।

আর যখন আমরা এ দু'আটি নিয়ে চিন্তাভাবনা করব তখন
দেখতে পাব যে, তা মহান চারটি মূলনীতি অন্তর্ভুক্ত করে।
এ সকল দু'আ পাঠ করা ও তা বাস্তবায়ন করা ছাড়া অন্য

* অধ্যয়নরত, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

^{১৫০} আহমাদ- ৩৭১২, মা. শা., ৪৩১৮; সহীহাহ্- আলবানী, ১৯৯।

কোনো মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি সুখ অর্জন, দুঃখ-কষ্ট, দুর্দশা, আশংকা দূর করতে সক্ষম নয়।

প্রথম মূলনীতি : একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যে 'ইবাদত করা। তার নিকটে পরিপূর্ণরূপে অবনত হওয়া, বিনীত হওয়া এবং এ কথা স্বীকার করা যে, সে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি। সে নিজে ও তার পিতা মাতা সবাই আল্লাহ তা'আলা গোলাম। এ জন্যে সে বলবে,

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَإِنِّي عَبْدُكَ وَإِنِّي عَبْدُكَ

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দা, তোমার বান্দার ছেলে, তোমার বান্দার ছেলে।^{১৫৪}

সুতরাং সবাই হলো আল্লাহ তা'আলার গোলাম, দাস। তিনি তাদের স্রষ্টা, প্রতিপালক, প্রভু এবং তাদের পরিচালক। একমুহূর্তের জন্যে যার রহমত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই এবং যিনি ব্যতীত এমন কেউ নেই যার নিকট তারা আশ্রয় নিবে। আর তার বাস্তবচিত্রের অন্তর্ভুক্ত হলো- সর্বদায় আল্লাহ তা'আলার 'ইবাদত করা। যেমন- তাঁর অনুগত হওয়া, বিনীত হওয়া, তাঁর নিকট ফিরে আসা, তাঁর আদেশ বাস্তবায়ন করা, নিষেধ থেকে দূরে থাকা, সর্বদায় তাঁর অভিমুখী হওয়া, তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়া, শরণাপন্ন হওয়া, তাঁর উপর ভরসা করা এবং আশা আকাঙ্ক্ষা, ভয় ও ভালোবাসার দিক থেকে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো সাথে অন্তরকে না বাঁধা।

দ্বিতীয় মূলনীতি : আল্লাহ ফয়সালা ও ভাগ্যের ভালো মন্দের প্রতি বিশ্বাস করা। আরো বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ যা চান তা-ই হয়, তিনি যা চান না তা হয় না। আর আল্লাহর হুকুমকে উল্টিয়ে দেওয়ার মতো কেউ নেই এবং তার ফয়সালাকে প্রত্যাখান করার কেউ নেই। আল্লাহ বলেন,

﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

“আল্লাহ মানুষের প্রতি কোনো অনুগ্রহ অব্যাহত করলে কেউ তা নিবারণকারী নেই এবং তিনি কিছু নিরুদ্ধ করতে চাইলে পরে কেউ তার উনুজ্জকারী নেই। আর তিনি পরাক্রমশালী, হিকমতওয়ালা।”^{১৫৫}

এ জন্যে রাসূল (ﷺ) এ দু'আর মাঝে বলেছেন,

نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِي حُكْمِكَ عَدْلٌ فِي قَضَاؤِكَ

^{১৫৪} আহমাদ- ৩৭১২, মা. শা., ৪৩১৮; সহীহাহ- আলবানী, ১৯৯।

^{১৫৫} সূরা আল ফা-তির : ২।

আমার নাসিয়াহ তোমার হাতের মুঠে। তোমার হুকুম আমার ওপর কার্যকর। তোমার আদেশ আমার পক্ষে ন্যায়।^{১৫৬}

“বান্দার নাসিয়াহ” অর্থ মাথার গুরুঅংশ। তা আল্লাহ তা'আলা হাতে আছে। তিনি যেভাবে ইচ্ছা তা পরিচালনা করেন, যা ইচ্ছা হুকুম দেন, তার হুকুমকে উল্টিয়ে দেওয়ার মতো কেউ নেই এবং ফয়সালাকে প্রত্যাখান করারও কেউ নেই।

সুতরাং বান্দার জীবন, মরণ, সৌভাগ্য, দুর্ভাগ্য, সুস্থতা, অসুস্থতা বালা-মুসিবত সবকিছুই আল্লাহর কর্তৃত্বাধীন, বান্দা এগুলোর মধ্যে হতে কোনো কিছুই মালিক নয়।

আর বান্দা যখন জানবে যে, সে নিজে ও সকল মানুষ একমাত্র আল্লাহ তা'আলা হাতের মুঠে, তিনি যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে পরিচালনা করেন তখন সে তাদেরকে ভয় পাবে না এবং তাদের নিকট আশাও করবে না, এবং তার আশা আকাঙ্ক্ষা তাদের সাথে বুলিয়ে রাখবে না। আর তখন তার তাওহীদ, তাওয়াক্কুল, 'ইবাদত বান্দেগি ঠিক থাকবে। এ জন্যে হুদ (ﷺ) তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন,

﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

“আমি তো নির্ভর করি আমার ও তোমাদের রব আল্লাহর উপর; এমন কোনো জীব-জন্তু নেই, যে তাঁর পূর্ণ আয়াত্তাধীন নয়; নিশ্চয় আমার রব আছেন সরল পথে।”^{১৫৭}

আর রাসূল (ﷺ)-এর কথা- مَاضٍ فِي حُكْمِكَ

অর্থাৎ- “তোমার হুকুম আমার ওপর কার্যকর।”^{১৫৮}

দু'টি হুকুমকে অন্তর্ভুক্ত করে। যথা- ১. দীনী শরয়ী হুকুম, ২. কাওনী ক্বদারী হুকুম। উভয় প্রকার হুকুমই বান্দার ক্ষেত্রে কার্যকর হবে। চাই সে তাতে ইচ্ছুক থাক বা অনিচ্ছুক থাক। তবে ব্যক্তি কাওনী ক্বদারী হুকুমের লঙ্ঘন করতে পারে না। যদিও দীনী শরয়ী হুকুম লঙ্ঘন করতে পারে। আর ব্যক্তি সে লঙ্ঘন অনুযায়ী শাস্তির সম্মুখীন হবে।

আর রাসূল (ﷺ)-এর কথা- عَدْلٌ فِي قَضَاؤِكَ

অর্থাৎ- “তোমার আদেশ আমার পক্ষে ন্যায়।”^{১৫৯}

সবদিক থেকে বান্দার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আল্লাহর সকল ফয়সালাকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। চাই তা সুস্থতা হোক বা অসুস্থতা, ধনাঢ্যতা বা দারিদ্রতা, আনন্দ বা কষ্ট, জীবন বা

^{১৫৬} মুসনাদ আহমাদ- হা. ৪৩১৮।

^{১৫৭} সূরা হুদ : ৫৬।

^{১৫৮} মুসনাদ আহমাদ- হা. ৪৩১৮।

^{১৫৯} মুসনাদ আহমাদ- হা. ৪৩১৮।

মৃত্যু, শাস্তি বা ক্ষমা ইত্যাদি। সুতরাং আল্লাহ বান্দার উপর যে ফয়সালায় দেন না কেন তা ন্যায়সংগতভাবেই দেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلِيمٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾

“যে সৎকাজ করে সে তার নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে এবং কেউ মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল সে-ই ভোগ করবে। আর আপনার রব তাঁর বান্দাদের প্রতি মোটেই জুলুমকারী নন।”

তৃতীয় মূলনীতি : কিতাব সুন্নাহয় বর্ণিত আল্লাহ তা'আলা সুন্দর সুন্দর নাম ও গুণাবলির প্রতি ঈমান আনায়ন করা এবং তাঁর নিকট দু'আ করার সময় সেগুলোকে ওয়াসিলা হিসেবে গ্রহণ করা। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذُرُّوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْرَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

“আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাক। আর যারা তাঁর নাম বিকৃত করে তাদেরকে বর্জন করো। তাদের কৃতকর্মের ফল অচিরেই তাদেরকে দেয়া হবে।”^{১৬০} তিনি আরো বলেন,

﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَكُلُّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾

“বলুন, তোমরা ‘আল্লাহ’ নামে ডাকো বা ‘রহমান’ নামে ডাকো, তোমরা যে নামেই ডাকো সকল সুন্দর নামই তো তাঁর।” বান্দা যখন আল্লাহ, তার নাম ও গুণাবলি সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে জ্ঞাত থাকবে তখন তার আল্লাহভীতি আরো বৃদ্ধি হবে এবং পাপ ও যে কাজে আল্লাহ ক্রোধাশ্বিত হন সে কাজের সাথে তার সম্পর্ক দূরবর্তী হতে থাকবে।

যেমন- সালাফগণ বলেন, من كان بالله أعرف كان منه أخوف.

অর্থাৎ- “যে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে অধিক জানবে সে মহান আল্লাহকে অধিক ভয় করবে।”

এ জন্যে দুঃখ-কষ্ট, চিন্তা-আশংকা দূর করার সর্বোত্তম মাধ্যম হলো আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে জানা। আল্লাহ তা'আলাকে জানার মাধ্যমে অন্তরের আবাদ করা এবং তার নাম ও গুণাবলি দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নিকট ওয়াসিলা করা। এ জন্যে রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

أَسَأَلُكَ بِكُلِّ هُوٍ لَكَ سَمَيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ عَلَى أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتُ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ.

^{১৬০} সূরা আল আ'রাফ : ১৮০।

অর্থাৎ- আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার সেসব নামের ওয়াসীলায় যাতে তুমি নিজেকে অভিহিত করেছো, অথবা তুমি তোমার কোনো সৃষ্টির উপর নাযিল করেছ অথবা তুমি গায়বের পর্দায় তা তোমার কাছে অদৃশ্য রেখেছো।^{১৬১} এটি হলো আল্লাহ তা'আলার সকল নাম দিয়ে তার নিকট ওয়াসিলা। আর এ প্রকার ওয়াসিলা আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ওয়াসিলা।

চতুর্থ মূলনীতি : কুরআন কারীমের প্রতি গুরুত্বারোপ করা। যা আল্লাহ তা'আলার বাণী। যাতে কোনো বাতিলের সংমিশ্রণ ঘটেনি এবং যা পথপ্রদর্শক, আরোগ্যদাতা, উন্মত্তের জন্য যথেষ্ট।

আর বান্দা যখন তিলাওয়াত করা, মুখস্থ করা, মুযাকারা ও তাদাক্বুর করা, ‘আমল করা ও বিধিবিধান পালন করার দিক থেকে কুরআনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিবে তখন সে সুখ, নিশ্চিন্ততা ও অন্তরে প্রশান্তি অনুভব করবে এবং তার থেকে অতীতের দুশ্চিন্তা, বর্তমানের টেনশন ও ভবিষ্যতের আশংকা দূর হয়ে যাবে। এ জন্যে রাসূল (ﷺ) এ দু'আর মাঝে বলেছেন,

أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رِيْعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجَلَاءَ حَزْنِي وَذَهَابَ هَمِي.

অর্থাৎ- “তুমি কুরআনকে আমার অন্তরের বসন্তকাল ও আমার বক্ষের আলোশ্বরূপ বানিয়ে দাও এবং অতীতের দুশ্চিন্তা ও ভবিষ্যতের অনর্থক আশংকা দূর করার উপায়স্বরূপ বানিয়ে দাও।”

এ হলো চিন্তামুক্তির দু'আ থেকে প্রাপ্ত চারটি মহান মূলনীতি। আমাদের উচিত সেগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করা ও তা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা করা। যাতে করে আমরা প্রতিশ্রুত মহামূল্যবান জিনিষটি অর্জন করতে পারি। আর সে সম্পর্কে রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَ حُزْنِهِ فَرْحًا.

অর্থাৎ- যে বান্দা যখনই তা পড়বে আল্লাহ তা'আলা তার অতীতের দুশ্চিন্তা দূর করে দেবেন এবং তার পরিবর্তে মনে নিশ্চিন্ততা (প্রশান্তি) দান করবেন।^{১৬২}

আমরা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার কাছেই সাহায্য ও তাওফীক চাই।

ওয়া সল্লাল্লাহু 'আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ ওয়া 'আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমাদীন ॥

^{১৬১} মুসনাদ আহমাদ- হা. ৪৩১৮।

^{১৬২} মুসনাদ আহমাদ- হা. ৪৩১৮।

কাসাসুল হাদীস

সিয়াম ভঙ্গের কাফফারা ও শাস্তি

-আবু তাহসীন মুহাম্মদ*

রমাযানের রোযা ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের অন্যতম। ঈমান, নামায ও যাকাতের পরই রোযার স্থান। রমাযান মাসে সিয়াম রাখা প্রত্যেক সুস্থ, মুকিম (আবাসে অবস্থানকারী/সফরকারী নয়) প্রাপ্ত বয়স্ক ও সক্ষম ব্যক্তির উপর ফরয। শরীয়ত অনুমোদিত ওজর ছাড়া (যেমন- অসুস্থতা, সফর, ক্ষুধা-পিপাসায় প্রাণনাশ বা অঙ্গহানির আশংকা ইত্যাদি) সিয়াম ভঙ্গ করা কবীরা গুনাহ ও কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কেউ যদি শরীয়ত নির্দেশিত কারণ ছাড়া সিয়াম ভঙ্গ করে তাহলে তার কাফফারা সম্পর্কে হাদীসে এসেছে-

আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমিতো ধ্বংস হয়ে গেছি। রাসূল (ﷺ) বললেন, কিসে তোমাকে ধ্বংস করল? সে বলল, আমি সিয়াম থাকাবস্থায় স্ত্রীসংগম করেছি। তিনি (ﷺ) বললেন, তুমি কি একটি গোলাম মুক্ত করতে পারবে? সে বলল, না। রাসূল (ﷺ) বললেন, তুমি কি একসাথে দু'মাস সিয়াম রাখতে পারবে? সে বলল, না। তিনি (ﷺ) বললেন, তুমি কি ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াতে পারবে? সে বলল, না। রাসূল (ﷺ) তাকে বললেন, তুমি বসো। লোকটি বসে রইল। তারপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এক (বড়) বুড়িভর্তি খেজুর আসলো। রাসূল (ﷺ) তাকে বললেন, এগুলো নিয়ে দান-খয়রাত করে দাও। সে বলল, আমার চেয়ে দরিদ্র মদীনার পাথরময় দুপ্রান্তের মাঝে আর কোনো লোক নেই। আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) বলেন, (তার কথায়) রাসূল (ﷺ) হেসে দিলেন, এমনকি তার চোয়ালের দাঁত দেখা গেলো। তিনি বললেন, এগুলো নাও এবং তোমার পরিবারবর্গকে খাওয়াও।^{১৩০}

হাদীসে বিনা কারণে সিয়াম ভঙ্গের ভয়ঙ্কর শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। আবু উমামাহ্ বাহিলি (رضي الله عنه) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি,

* আটমূল, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

^{১৩০} সহীছুল বুখারী; সহীহ মুসলিম; সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ৭২৪; সুনান ইবনু মাজাহ- হা. ১৬৭১।

بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِي رَجُلَانِ فَأَخَذَا بَصْبَعِي - أَي :
عَضْدِي - فَأَتَيْتَا بِي جَبَلًا وَعَرًّا فَقَالَ لِي : اصْعَدْ، فَقُلْتُ :
إِنِّي لَا أُطِيقُهُ، فَقَالَ : إِنَّا سَنَسَهِّلُهُ لَكَ، فَصَعَدْتُ حَتَّى إِذَا
كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ إِذَا أَنَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيدَةٍ، فَقُلْتُ : مَا
هَذِهِ الْأَصْوَاتُ؟ قَالُوا : هَذَا عَوَى أَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِي
فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيهِمْ، مُشَقَّقَةً أَشْدَّاقُهُمْ تَسِيلُ
أَشْدَاقُهُمْ دَمًا، قَالَ : قُلْتُ : مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ : هَؤُلَاءِ الَّذِينَ
يُفْطِرُونَ قَبْلَ نَحْلَةِ صَوْمِهِمْ.

“আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। সহসা দু’জন লোক এসে আমার বাহু ধরে আমাকেসহ তারা এক দুর্গম পাহাড়ে গমন করল। তারা আমাকে বলল, পাহাড়ে উঠো। আমি বললাম, এ পাহাড়ে উঠা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। তারা বলল, আমরা তোমাকে সাহায্য করব। যাহোক আমি ওপরে উঠতে শুরু করলাম। যখন পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছলাম তখন বিকট আওয়াজের সম্মুখীন হলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, এগুলো কিসের আওয়াজ? তারা বলল, এগুলো জাহান্নামীদের আর্তনাদ। অতঃপর তারা আমাকে নিয়ে রওনা করার পর আমি এমন লোকদের সম্মুখীন হলাম, যাদেরকে হাঁটুতে বেধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তাদের চোয়াল ক্ষতবিক্ষত। সেখান থেকে অনবরত রক্ত ঝরছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা? তারা বলল, এরা হলো সেসব লোক যারা সিয়াম পূর্ণ করার আগে ভেঙ্গে ফেলত।”^{১৩৪}

শিক্ষা :

১. সিয়াম একটি ফরয ‘ইবাদত তাই শরয়ী ওজর ব্যতীত ভঙ্গ করা হারাম।
২. বিনা কারণে সিয়াম ভঙ্গ করলে হাদীসে বর্ণিত কাফফারা আদায় করতে হবে।
৩. বিনা কারণে সিয়াম ভঙ্গকারীকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। □

^{১৩৪} নাসাঈ ফিল কুবরা- হা. ৩২৮৬; তাবরানি ফিল কাবির- হা. ৭৬৬৭, আলাবানী সহীহ; দ্র. সহীহাহ- হা. ৩৯৫১।

বিশেষ মাসায়িল

MLM মার্কেটিং কি জায়িয?

“রাসূল (ﷺ) তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।” (সূরা আল হাশর : ৭)

মুসলিম বিশ্বের সমকালীন অধিকাংশ আলেম নেটওয়ার্ক ব্যবসাকে হারাম বলেছেন এবং এর উপর একাধিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ বের করেছেন। একাধিক উলামা পরিষদ ও মুসলিম উম্মার নিকট গ্রহণযোগ্য আলেমগণ নেটওয়ার্ক ব্যবসা হারাম ও নিষেধ হওয়ার ব্যাপারে ফাতাওয়া দিয়েছেন। তার মধ্যে সৌদি আরবের সর্বোচ্চ উলামা পরিষদের ফাতাওয়া বোর্ডের স্থায়ী কমিটি ও সুদানের সরকারী ফাতাওয়া বোর্ডের ফাতাওয়া দু'টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তারা যে সমস্ত কারণ ও দলিলের ভিত্তিতে নেটওয়ার্ক ব্যবসাকে হারাম বলেছেন, তা পর্যালোচনাসহ নিম্নে বর্ণিত হলো—

(১) এটি জুয়া খেলার অন্তর্ভুক্ত : ইসলামী শরীয়ত জুয়া খেলাকে হারাম ঘোষণা করেছে। কারণ তাতে রয়েছে ধোঁকা, প্রতারণা এবং সম্পদ ধ্বংসের কর্মকাণ্ড। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

“হে মু'মিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ শয়তানের অপবিত্র কার্য। অতএব, তোমরা এসব থেকে বেঁচে থাকো। যাতে সফলকাম হও।”^{১৬৫}

যদি বলা হয় এই আয়াতে জুয়া খেলা হারাম বলা হয়েছে। নেটওয়ার্ক ব্যবসায় জুয়া খেলা কিভাবে হয়ে থাকে?

উত্তরে আমরা বলব— যেহেতু নেটওয়ার্ক ব্যবসায় ক্রেতার উদ্দেশ্য পণ্য নয়; বরং কমিশন অর্জনই ক্রেতার একমাত্র উদ্দেশ্য, তাই পণ্যটি এখানে ধর্তব্য নয়। এর ফলে যে বিষয়টি সামনে আসছে, তা হচ্ছে সম্ভাব্য অতিরিক্ত টাকা অর্জনের বিনিময়ে নির্দিষ্ট অংকের টাকা

প্রদান করা। এরই নাম জুয়া। কেননা যে ক্রেতা নতুন কাষ্টমার সংগ্রহ করার আশায় টাকা দিয়ে পণ্য ক্রয় করল, সে নিশ্চিত নয় যে, তার মাধ্যমে আরও ক্রেতা আসবে কি-না। বিশেষ করে যারা নেটওয়ার্কের নীচের দিকে রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে এ সন্দেহটি অত্যন্ত প্রকট। বাস্তবে তাই দেখা যায়। হাজার হাজার লোক এ ধরণের কোম্পানীতে লাভের আশায় অংশগ্রহণ করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যেমনটি হয়ে থাকে জুয়া খেলায়। নেটওয়ার্ক মার্কেটিং সিস্টেম প্রকৃত পক্ষে কতিপয় জুয়ার প্রক্রিয়া নিয়ে গঠিত। জুয়ার টাকা পণ্যের মধ্যে ঢুকিয়ে মূল্যের সাথে মিশ্রিত করা হয়েছে। নেটওয়ার্কের মধ্যে যে উপরের স্তরে আছে সে লাভবান হবে। নীচের স্তরের লোকেরা উপরে উঠার আশায় থেকে বাঁকির মধ্যে থাকবে। নেটওয়ার্ক ব্যবসা ও জুয়ার মধ্যে তুলনা করে দেখা যায় যে, এক্ষেত্রে পশ্চিমা অর্থনীতিবিদ ও মুসলিম আলেমদের চিন্তাধারা মিলে যায়।

সুদানের ইসলামী ফিকহ একাডেমী এবং ইন্টারনেশনাল ফিকহ একাডেমী কর্তৃক প্রদত্ত ফাতাওয়ায় নেটওয়ার্ক ব্যবসাকে হারাম ঘোষণা করেছে। একাডেমীর সদস্যগণ প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, এ ব্যবসায় উপরের স্তরের এজেন্টদেরকে যে কমিশন দেয়া হয়, তা দালালীর মজুরীর মতো নয়; বরং এতে সুস্পষ্ট জুয়াবাজী রয়েছে। তার চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কিছু কিছু গবেষণায় দেখা গেছে নেটওয়ার্ক ব্যবসার ক্ষতির পরিমাণ জুয়ার ক্ষতির চেয়ে অনেক বেশি।

(২) এতে রয়েছে উভয় প্রকার সুদ : অর্থাৎ— এটা অতিরিক্তের সুদ ও বিলম্বের সুদকে অন্তর্ভুক্ত করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾

^{১৬৫} সূরা আল মায়িদাহ : ৯০।

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ করো, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। অতঃপর যদি তোমরা পরিত্যাগ না করো, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও।”^{১৬৬}

ক্রেতা যেহেতু বেশি টাকা অর্জনের আশায় টাকা প্রদান করে থাকে তাই এতে রয়েছে অতিরিক্তের সুদ। আর কমিশনের টাকা যেহেতু পেতে বিলম্ব হয়, তাই এতে বিলম্বের সুদও একত্রিত হয়েছে।

কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট দলিল ও মুসলিম জাতির নিকট গ্রহণযোগ্য আলেমদের সর্বসম্মতিক্রমে উভয় প্রকার সুদ হারাম। কাষ্টমারের কাছে কোম্পানী যে পণ্য বিক্রয় করে তা বিনিময়ের একটি পর্দা ছাড়া আর কিছুই নয়। সদস্যের জন্য পণ্যটি উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং পণ্যটির হুকুম পরিবর্তনের কোন ক্ষমতা নেই।

(৩) নেটওয়ার্ক ব্যবসার মধ্যে অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করার প্রক্রিয়া রয়েছে : অন্যায়ভাবে অপরের সম্পদ ভোগ করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট দলিল রয়েছে। আল্লাহ তা’আলা বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না।”^{১৬৭}

অন্যায়ভাবে সম্পদ খাওয়ার ধরণ হচ্ছে, কোম্পানীর মালিক পক্ষ ও নেটওয়ার্কের উপরের স্তরের লোকেরা তত্ত্বাবধানের নাম দিয়ে নেটওয়ার্কে যোগদানকারী নীচের স্তরের লোকদের থেকে বিশাল অংকের কমিশন (সম্পদ) আত্মসাৎ করে থাকে। শ্রমবিহীন বিনিময়ের ব্যাখ্যায় বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। আর যে ক্রেতা কমিশন পাওয়ার জন্য কোম্পানীর নির্ধারিত শর্ত পূর্ণ করতে অক্ষম হয়, তার ক্ষেত্রে বিষয়টি খুবই সুস্পষ্ট। সে সময়, শ্রম ও টাকা-পয়সা ব্যয় করে, কিন্তু বিনিময়ে সে কিছুই অর্জন করতে পারে না। অপর পক্ষে কোম্পানী এই ব্যক্তির টাকা হাতিয়ে নেয়।

^{১৬৬} সূরা আল বাকুরাহ : ২৭৮-২৮৯।

^{১৬৭} সূরা আন নিসা : ১৮৮।

(৪) এই লেনদেনের মূলেই রয়েছে ধোঁকা, প্রতারণা এবং অস্পষ্টতা : নিম্নলিখিত বিষয়গুলো চিন্তা করলে তা সহজেই অনুধাবন করা যায়।

(ক) তারা বুঝতে চায় যে, পণ্যটিই আসল। কিন্তু বাস্তব অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। যা ক্রেতাদের কথা-বার্তা, আচার-আচরণ ও অবস্থা থেকে তা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছে।

(খ) এই সিস্টেমে অংশগ্রহণে ইচ্ছা পোষণকারী লোকদেরকে তারা বিশাল পরিমাণ কমিশনের কথা বলে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে থাকে।

(গ) নেটওয়ার্ক প্রশস্ত করার জন্য পণ্যের গুণাগুণ বর্ণনায় মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা, যা তাদেরকে ধোঁকা ও মিথ্যায় নিপতিত করে।

(ঙ) নেটওয়ার্ক ব্যবসার প্রকৃত অবস্থা ও এর পরিণামের দিকে গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, এটি ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সমাজের প্রতিটি মানুষের মাঝে নিরাপত্তার সাথে অর্থ বিনিয়োগ করার উপর ইসলামী অর্থনীতির মূল ভিত্তি।

গ্রাম পর্যায়ে সরেজমিনে তদন্ত করে এবং নেটওয়ার্ক কোম্পানীতে অংশ গ্রহণকারীদের সাথে কথা বলে জানা গেছে যে, অধিকাংশ ক্রেতাই উপরের ১ম স্তরের এজেন্টদের কমিশনের কথা জানে না। এ হিসেবে তো এটি সুস্পষ্ট প্রতারণার শামিল। পৃথিবীতে যত মাল্টি লেভেল কোম্পানী রয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ সফল হয়েছে মিশিগাণের ‘অ্যামওয়ে’ নামক এম.এল.এম কোম্পানীতে। এই কোম্পানী মাত্র শতকরা দশজন সদস্য সফলতার মুখ দেখেছে। বাকী ৯০ শতাংশ গ্রাহক তাদের কষ্টার্জিত পয়সা কোম্পানীর ১০ শতাংশ এজেন্টের পকেটে ঢুকিয়ে নিজেরা প্রতারিত হয়েছে।^{১৬৮} এমএলএম ব্যবসার পদ্ধতি মূলত এ রকম আরেকটি পদ্ধতি।

[হেতেম খাঁ, রাজশাহী থেকে মো. মারুফ হাসান-এর এম.এল.এম ব্যবসা সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাব প্রদান করেছেন, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের ফাতাওয়া ও গবেষণা বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ মাদানী।]

^{১৬৮} ইসলামে মাল্টি লেভেল মার্কেটিং (এমএলএম) এর বিধান- পৃ. ৩২।

সমাজচিত্তা

হিজড়া : ট্রান্সজেন্ডার ও সমকামিতা

কোন পথে মানব সভ্যতা?

সংকলন : আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ

[৬ষ্ঠ পর্ব]

যিনা-ব্যভিচারের বিভিন্ন ধরণ

হাদীসে এসেছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الرَّزْقِ أَذْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَزِنَى الْعَيْنَيْنِ النَّظْرُ وَزِنَى اللِّسَانِ التُّطْقُ وَالتَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهَى وَالْفَرْجُ يُصَدَّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذَّبُ.

“আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) কর্তৃক বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা আদম সন্তানের ব্যভিচারের অংশ লিখে দিয়েছেন, যা সে অবশ্যই পেয়ে থাকবে। সুতরাং চক্ষুর ব্যভিচার দর্শন, জিহ্বার ব্যভিচার হলো কথন, মন আশা ও কামনা করে এবং জননেন্দ্রিয় তা সত্যায়ন অথবা মিথ্যায়ন করে।”^{১৬৯}

গোপন পাপ সম্পর্কে সতর্ক করা

হাদীসে এসেছে—

عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) أَنَّهُ قَالَ: "لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَثْوُورًا." قَالَ ثَوْبَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا جَلِّهِمْ لَنَا أَنْ لَا نَكُونَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ. قَالَ: "أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا."

“সাওবান (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। নবী (ﷺ) বলেন, আমি আমার উম্মাতের কতক দল সম্পর্কে অবশ্যই জানি যারা কিয়ামতের দিন তিহামার গুত্র পর্বতমালার সমতুল্য নেক

^{১৬৯} হাদীস সম্ভার- ১৬৪৪; বুখারী- ৬২৪৩, ৬৬১২; মুসলিম- ৬৯২৪।

‘আমলসহ উপস্থিত হবে। মহামহিম আল্লাহ তা‘আলা সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবেন। সাওবান (رضي الله عنه) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের পরিচয় পরিষ্কারভাবে আমাদের নিকট বর্ণনা করুন, যাতে অজ্ঞাতসারে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হই। তিনি বলেন, তারা তোমাদেরই ভ্রাতৃগোষ্ঠী এবং তোমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা রাতের বেলা তোমাদের মতই ‘ইবাদত করবে। কিন্তু তারা এমন লোক যে, একান্ত গোপনে মহান আল্লাহর হারামকৃত বিষয়ে লিপ্ত হবে।”^{১৭০}

নারীর গোপনীয়তাকে প্রকাশ না করা

হাদীসে এসেছে—

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) لَا تَبَاشِرُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِرَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا.

“আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘উদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (ﷺ) বলেছেন, কোনো নারী যেন তার দেখা অন্য নারীর দেহের বর্ণনা নিজ স্বামীর নিকট এমনভাবে না দেয়, যেন সে তাকে (ঐ নারীকে) চাক্ষুস দেখতে পাচ্ছে।”^{১৭১} হাদীসে এসেছে—

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رضي الله عنه) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) لَا تَبَاشِرُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِرَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا.

“আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘উদ (رضي الله عنه) কর্তৃক বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন, কোনো মহিলা যেন কোনো মহিলাকে (নগ্ন) আলিঙ্গন করে অতঃপর সে তার স্বামীর নিকট তা বর্ণনা না করে। (যাতে তা শুনে তার স্বামী) যেন ঐ মহিলাকে (মনে) প্রত্যক্ষ দর্শন করে থাকে।”^{১৭২}

ব্যভিচারি লোকদের সম্পর্কে

হাদীসে এসেছে—

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ إِنَّ فَتَى شَابًّا أَتَى النَّبِيَّ (ﷺ) فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي بِالرِّزْنِ فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَرَجَرَوْهُ قَالُوا مَهْ مَهْ فَقَالَ ائْذَنْ فَدَنَا مِنْهُ قَرِيبًا قَالَ فَجَلَسَ قَالَ أُحِبُّهُ

^{১৭০} সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৪২৪৫।

^{১৭১} বুখারী- হা. ৫২৪০, ৫২৪১; আবু দাউদ- হা. ২১৫০; আত্ তিরমিযী- হা. ২৭৯২; মুসনাদ আহমাদ- হা. ৩৬০৯; সহীহ আল জামি‘- হা. ৭১৯৭; সহীহ ইবনু হিব্বান- হা. ৪১৬১।

^{১৭২} হাদীস সম্ভার- হা. ২৫৯৮।

لَأُمِّكَ قَالَ لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ
يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ قَالَ أَفْتَجِبُهُ لِابْنَتِكَ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا
رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ
لِبَنَاتِهِمْ قَالَ أَفْتَجِبُهُ لِأَخْتِكَ قَالَ لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ
فِدَاءَكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ قَالَ أَفْتَجِبُهُ
لِعَمَّتِكَ قَالَ لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ
يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ قَالَ أَفْتَجِبُهُ لِخَالَاتِكَ قَالَ لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي
اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَاتِهِمْ قَالَ فَوَضَعَ
يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ وَحَصِّنْ
فَرْجَهُ فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلِكَ الْفَقَى يَلْتَمِثُ إِلَى شَيْءٍ.

“আবু উমামাহ্ (رضي الله عنه) বলেন, একদা এক যুবক আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে ব্যভিচার করার অনুমতি দিন!’ এ কথা শুনে লোকেরা তাকে ধমক দিয়ে বলল, ‘খামো, খামো! (এ কী বলছ তুমি?)’ কিন্তু মহানবী (ﷺ) তাকে বললেন, ‘আমার কাছে এসো’। সে তাঁর কাছে এসে বসলে তিনি তাঁকে বললেন, ‘তুমি কি নিজ মায়ের জন্য তা পছন্দ করো?’ সে বলল, ‘না, আল্লাহর কসম! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন।’ তিনি বললেন, ‘তাহলে লোকেরাও তো তাদের মায়ের জন্য তা পছন্দ করে না।’ অতঃপর তিনি বললেন, ‘তাহলে তুমি কি তোমার মেয়ের জন্য তা পছন্দ করো?’ সে বলল, ‘না, আল্লাহর কসম! আল্লাহ তা’আলা আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন।’ তিনি বললেন, ‘তাহলে লোকেরাও তো তাদের মেয়েদের জন্য তা পছন্দ করে না।’ অতঃপর তিনি বললেন, ‘তাহলে তুমি কি তোমার ফুফুর জন্য তা পছন্দ করো?’ সে বলল, ‘না, আল্লাহর কসম! আল্লাহ তা’আলা আমাকে আপনার জন্য কুরবান

করুন।’ তিনি বললেন, ‘তাহলে লোকেরাও তো তাদের ফুফুদের জন্য তা পছন্দ করে না।’ অতঃপর তিনি বললেন, ‘তাহলে তুমি কি তোমার খালার জন্য তা পছন্দ করো?’ সে বলল, ‘না, আল্লাহর কসম! আল্লাহ তা’আলা আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন।’ তিনি বললেন, ‘তাহলে লোকেরাও তো তাদের খালাদের জন্য তা পছন্দ করে না।’ অতঃপর তিনি তার বুকে হাত রাখলেন এবং তার জন্য দু’আ করে বললেন, হে আল্লাহ! তুমি ওর গুনাহ মাফ করে দাও, ওর হৃদয়কে পবিত্র করে দাও এবং ওকে ব্যভিচার থেকে রক্ষা করো। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর সেই যুবক আর ব্যভিচারের দিকে দ্রুতক্ষেপণ করেনি।”^{১৭০}

যিনা-ব্যভিচারের পথ উন্মুক্তকারী মহিলাদের সম্পর্কে হাদীসে এসেছে—

وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) : صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ
النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا : قَوْمٌ مَعَهُمْ سَيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ
بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءً كَأَسْيَاطِ عَارِيَّاتٍ مُمِيلَاتٍ مَايَلَاتُ
رُؤُوسَهُمْ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا
يُحْدَنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا.

“আবু হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, জাহান্নামীদের মধ্যে দু’টি এমন দল হবে যাদেরকে আমি দেখতে পাব না, কিন্তু তাদের একদল লোকের হাতে গরুর লেজের ন্যায় চাবুক থাকবে। যা দিয়ে তারা লোকদেরকে অনৈতিকভাবে মারধর করবে। আর দ্বিতীয় দলটি হবে ঐ সমস্ত মহিলারা, যারা কাপড় পরবে অথচ উলঙ্গের ন্যায় দেখা যাবে এবং তারা সদিচ্ছায় পুরুষদের দিকে আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথার চুলের খোঁপা বুখতী উটের হেলে পড়া কুঁজের ন্যায় হবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। যদিও তার সুঘ্রাণ দূর-দূরান্ত হতে পাওয়া যাবে।”^{১৭৪}

[চলবে ইনশা-আল্লাহ]

^{১৭০} হাদীস সম্ভার- হা. ১৬৫৫।

^{১৭৪} মিশকাত- ৩৫২৪; মুসলিম- ২১২৮; সহীহাহ্- হা. ১৩২৬; আল জার্মি- হা. ৩৭৯৯; আত্ তারগীব- হা. ২০৪৪।

الفتاوى والمسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন করা হতে সাবধান থেকো। নিশ্চয়ই (দ্বীনের মধ্যে) প্রত্যেক নতুন সংযোজন বিদ'আত, প্রত্যেকটি বিদ'আতই ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

(সুনান আন নাসায়ী- হা. ১৫৭৮, সহীহ)

জিজ্ঞাসা (০১) : জমাকৃত টাকা ব্যবসায় ব্যবহার, বিনিয়োগ না করে গাচ্ছিত রাখলে তার ওপর যাকাত দিতে হবে কি?

ফারসিয়া ইসলাম
ওয়ামী, ঢাকা।

জবাব : জমাকৃত টাকা যদি স্বর্ণ বা রৌপ্যের নিসাবের মূল্যে পৌঁছে এবং ঐ টাকার উপর এক বৎসর সময়কাল অতিবাহিত হয়, তাহলে তার উপর যাকাত ফরয হবে। স্বর্ণের নিসাব হচ্ছে ৮৫ গ্রাম। এই পরিমাণ স্বর্ণের মূল্য যদি ব্যাংক অথবা অন্য কোথায় গচ্ছিত থাকে এবং তার উপর একবছর অতিক্রান্ত হয়, তাহলে তা থেকে ২.৫০% টাকা যাকাত দিতে হবে। আর রৌপ্যের নিসাব হচ্ছে ৫৯৫ গ্রাম। এই পরিমাণ রৌপ্যের মূল্য গচ্ছিত থাকলে এবং তার উপর একবছর অতিক্রান্ত হলে উপরোক্ত হারে যাকাত বের করতে হবে। এখন প্রশ্ন হলো- আপনি কোন্টার হিসাবে যাকাত দিবেন? স্বর্ণের না-কি রৌপ্যের? এই ব্যাপারে আলেমদের বক্তব্য হচ্ছে রৌপ্যের হিসাব করাটাই অধিক উপকারী। এতে করে অধিক সংখ্যক লোক যাকাত দিবে এবং অধিক পরিমাণ অভাবী লোক উপকৃত হবে। তবে আপনার যে কোনো একটি নিসাব গ্রহণ করার অধিকার রয়েছে।

জিজ্ঞাসা (০২) : কুরবানীর একটির গরুর একাংশ সন্তানের 'আক্বীক্বাহ্ হিসেবে দেওয়া যাবে কি? এ মাসআলায় কুরআন-সুন্নাহ'র আলোকে আহলে হাদীসের অবস্থান জানতে চাই।

আব্দুল জব্বার
জগতি, কুষ্টিয়া।

জবাব : 'আক্বীক্বাহ্ ও কুরবানী দু'টি দু'ধরনের 'ইবাদত। সন্তানের 'আক্বীক্বাহ্ ছেলে হলে দু'টি ছাগল এবং মেয়ে হলে একটি ছাগল দ্বারা আদায় করতে হয়- (মুসনাদে আহমদ- হা. ৬৭১৩; সুনান আবু দাউদ- হা. ২৮৪২; সুনান আন নাসায়ী- হা. ৪২২৩)। ছাগল ছাড়া অন্য কোনো প্রাণী দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আক্বীক্বাহ্ দেননি। অনেকে কুরবানীর উপর ক্বিয়াস করে গরু দ্বারা 'আক্বীক্বাহ্ জায়য

বলেন। তবে এটা হাদীসের যথাযথ অনুকূলে নয়। আর কুরবানীর গরুতে শরীক হয়ে 'আক্বীক্বাহ্ দেয়া কোনো সালাফে সালাহীন থেকেও প্রমাণিত হয়নি। কাজেই কুরবানীর সাথে 'আক্বীক্বাহ্ দেয়া সঠিক হবে না।

জিজ্ঞাসা (০৩) : ফুটবল / ক্রিকেট / অন্যান্য খেলা টিভিতে না দেখে মোবাইলে অনলাইনে আপডেট খবর রাখা জায়য হবে কি?

জিমি আব্দুল্লাহ

সেক্টর- ১২, রোড- ২এ, উত্তরা, ঢাকা।

জবাব : মু'মিন-মুসলিমদের সময় অত্যাধিক মূল্যবান। তাই অহেতুক ও অনুপকারী কাজে এই মূল্যবান সময় নষ্ট করা ঠিক নয়। খেলা-ধুলা মোবাইলে দেখা হোক কিংবা টেলিভিশনে দেখা হোক কিংবা মাঠে গিয়ে দেখা হোক, সর্বাবস্থায় একই হুকুম। এটা মানুষকে মহান আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দেয় এবং সালাত থেকে বিরত রাখে ও অন্তরকে গাফেল করে ফেলে। এখানে শরীয়তের প্রকাশ্য বিরোধিতাও রয়েছে। যেমন- বেপর্দা নারীর প্রতি দৃষ্টি দান, পুরুষদের হাটু ও রান পর্যন্ত উন্মুক্ত স্থানের প্রতি দৃষ্টি দান ইত্যাদি। এগুলো সুস্পষ্ট পাপের কাজ।

জিজ্ঞাসা (০৪) : ফজরের সালাতের সময় মসজিদে ঢুকে ফজরের সুন্নাত-এর পূর্বে দুখুলুল মসজিদ সালাত পড়া যাবে কিনা?

মো. আব্দুস সামাদ

পশ্চিম লক্ষ্মপুর, চন্ডিপুর বাজার, বিনাইদহ সদর।

জবাব : কেউ যদি ফজরের সালাতের আযান শুনে মসজিদে যায়, তার জন্য তাহিয়াতুল মসজিদের সালাত না পড়াই উত্তম। ফজরের সুন্নাতই তাহিয়াতুল মসজিদের স্থলাভিষিক্ত হবে। দু'টোর নিয়ত এক সাথেই করে নিবে। কেননা নবী ﷺ ফজরের আযান হয়ে গেলে ফজরের ফরয সালাতের আগে দুই রাকআতের বেশি পড়তেন না। তাই আমাদের উচিত হবে পুরোপুরি রূপে সুন্নাতের অনুসরণ করা। (দেখুন : ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব- ১০/৩৪৫)

জিজ্ঞাসা (০৫) : মসজিদের সামনে তথা মসজিদের পশ্চিম পাশের দেওয়ালের সাথে টয়লেট থাকলে সেই মসজিদে সালাত আদায়ে কোনো সমস্যা হবে কি?

মো. আব্দুর রহিম আলী
আখড়াখোলা, সাতক্ষীরা সদর।

জবাব : প্রশ্নের মধ্যে কিছুটা অস্পষ্টতা রয়েছে। মসজিদের দেয়াল আর টয়লেটের দেয়াল কি একটাই, না-কি মসজিদের দেয়াল আলাদা আর টয়লেটের দেয়াল আলাদা। যদি একই দেয়াল হয় তাহলে সেখানে সালাত আদায় করাকে আলেমগণ মাকরুহ বলেছেন। আর যদি আলাদা আলাদা দেয়াল থাকে, তাহলে সেখানে সালাত আদায় করতে কোনো মানা নেই। সেটা কিবলার দিকে হোক অথবা ডানে বামে হোক কিংবা পূর্ব দিকে হোক। (দেখুন : শারহুল উমদা- ৪/৪৮৩)

জিজ্ঞাসা (০৬) : বর্তমান সময়ে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে সফর অবস্থায় রোযা রাখা কষ্টকর হয় না। তাই মুসাফিরের রোযার হুকুম কি?

রবিউল ইসলাম
সপুরা, রাজশাহী।

জবাব : মুসাফির রোযা রাখা ও ভঙ্গ করার ব্যাপারে ইচ্ছাধীন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

“আর যে লোক অসুস্থ অথবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করে নিবে।” (সূরা আল বাক্বারাহ : ১৮৫)

সাহাবায়ে কিরাম নবী (ﷺ)-এর সাথে সফরে থাকলে কেউ রোযা রাখতেন কেউ রোযা ভাঙতেন। রোযা ভঙ্গকারী অপর রোযাদারকে দোষারোপ করতেন না, রোযাদারও রোযা ভঙ্গকারীকে দোষারোপ করতেন না। নবী (ﷺ)-ও সফর অবস্থায় রোযা রেখেছেন। আবু দারদা (رضي الله عنه) বলেন, “একদা রমায়ান মাসে প্রচণ্ড গরমের সময় আমরা নবী (ﷺ)-এর সাথে সফরে ছিলাম। তখন আমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও ‘আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা ছাড়া আর কেউ রোযা রাখেনি।” (সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম- অধ্যায় : সিয়াম, সহীহ মুসলিম)

মুসাফিরের জন্য মূলনীতি হচ্ছে, সে রোযা রাখা ও ভঙ্গ করার ব্যাপারে ইচ্ছাধীন। কিন্তু কষ্ট না হলে রোযা রাখাই উত্তম। কেননা এতে তিনটি উপকারিতা রয়েছে- প্রথম উপকারিতা : রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অনুসরণ। দ্বিতীয় উপকারিতা : রোযা রাখতে সহজতা। কেননা সমস্ত

মানুষ যখন সবার সাথে রাখে তখন তার জন্য রোযা রাখা অনেক সহজ। তৃতীয় উপকারিতা : নিজেকে যথাসময় ও দ্রুত যিম্মা থেকে মুক্ত করে নেয়া।

কিন্তু রোযা রাখা কষ্টকর হলে রোযা রাখবে না। এ অবস্থায় রোযা রাখা পূণ্যেরও কাজ নয়। কেননা এক সফরে নবী (ﷺ) দেখলেন জনৈক ব্যক্তির পাশে লোকজন ভীড় করছে এবং তাকে ছাঁয়া দিচ্ছে। তিনি বললেন, এর কি হয়েছে? তারা বললো, লোকটি রোযাদার। তখন তিনি বললেন,

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ

“সফর অবস্থায় সিয়াম পালন করা কোনো পূণ্যের কাজ নয়।” (সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম- অধ্যায় : সিয়াম) এর ভিত্তিতে আমরা বলবো, বর্তমান যুগে সাধারণত সফরে তেমন কোনো কষ্ট হয় না। তাই বর্তমান সময়ে সিয়াম পালন করাই উত্তম।

জিজ্ঞাসা (০৭) : শিশুকে দুগ্ধদানকারী মহিলার জন্য কি রোযা ভঙ্গ করা জায়িয? ভঙ্গ করলে কিভাবে কাযা আদায় করবে? রোযার বিনিময়ে সে কি খাদ্য দান করতে পারবে?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
জামালপুর।

জবাব : দুগ্ধদানকারী রোযা রাখার কারণে যদি শিশুর ক্ষতির আশঙ্কা করে অর্থাৎ- রোযা রাখলে স্তনে দুধ কমে যেতে পারে এবং শিশু ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে তাহলে মায়ের রোযা ভঙ্গ করা জায়িয। কিন্তু পরবর্তীতে কাযা আদায় করে নিবে। কেননা এ অবস্থায় সে অসুস্থ ব্যক্তির অনুরূপ। যার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

“আর যে লোক অসুস্থ অথবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করে নিবে আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তোমাদের উপর কঠিন করতে চান না।” (সূরা আল বাক্বারাহ : ১৮৫)

অতএব যখনই আশঙ্কা কেটে যাবে, তখনই রোযা কাযা আদায় করবে। চাই তা শীতকালে অপেক্ষাকৃত ছোট দিনে হোক অথবা সম্ভব না হলে পরবর্তী বছরে হোক। কিন্তু তার বিনিময়স্বরূপ মিসকীনকে খাবার দেয়া জায়িয হবে না। তবে যার ওয়র এমন সার্বক্ষণিক, যা দূর হওয়ার আশা করা যায় না, সে রোযার বদলে মিসকীনকে খাওয়াবে।

জিজ্ঞাসা (০৮) : রমায়ানের প্রত্যেক দিনের জন্য কি আলাদা আলাদা নিয়ত করা আবশ্যিক? না-কি পূর্ণ মাসের নিয়ত একবার করে নিলেই যথেষ্ট হবে?

হেলাল উদ্দিন

নামাপাড়া, শ্যামপুর, ঢাকা।

জবাব : রমায়ান মাসের শুরুতে পূর্ণ মাস রোযা রাখার নিয়ত একসাথে করে নিলেই যথেষ্ট হবে। রোযাদার প্রত্যেক দিন রোযা রাখার নিয়ত প্রতি রাতে না করলেও রমায়ান মাসের প্রথম দিন পূর্ণ মাস রোযা রাখার নিয়ত তার অন্তরে যেহেতু রয়েছে, তাই প্রত্যেক রোযার নিয়ত আলাদাভাবে না করলেও সিয়াম বিশুদ্ধ হবে। কিন্তু সফর, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে মাসের মাঝখানে রোযা রাখার মধ্যে বিচ্ছিন্নতা আসে, তাহলে নতুন করে আবার নিয়ত করা আবশ্যিক। কেননা মাসের প্রথমে সে যে সিয়ামের নিয়ত করেছিল তা সফর, অসুস্থতা বা অন্যান্য কারণে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে।

জিজ্ঞাসা (০৯) : রোযা অবস্থায় কারো দিনের বেলা স্বপ্নদোষ হলে তার সিয়াম বিশুদ্ধ হবে কি?

রায়হান উদ্দিন

ব্রাহ্মনবাড়িয়া।

জবাব : হ্যাঁ, তার সিয়াম বিশুদ্ধ হবে। কেননা স্বপ্নদোষ রোযা বিনষ্ট করে না এবং স্বপ্নদোষ মানুষের অনিচ্ছায় হয়ে থাকে। নিদ্রা অবস্থায় যা কিছু হয় তা লিখা হয় না।

এ প্রসঙ্গে আমি একটি বিষয় থেকে সতর্ক করতে চাই। তা হলো- বর্তমান যুগে অনেক মানুষ রমায়ানের রাতে জেগে থাকে। কখনো তারা এমন কাজে রাত কাটিয়ে দেয়, যা তাদের উপকারের বদলে ক্ষতির কারণ হয়। তারপর সারাদিন গভীর নিদ্রায় অতিবাহিত করে। এরকম করা অনুচিত; বরং মানুষের উচিত হচ্ছে, রোযার সময়টাকে আনুগত্য, জিকির, কুরআন তিলাওয়াত ও আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যদানকারী অন্যান্য কাজে অতিবাহিত করা।

জিজ্ঞাসা (১০) : ইতেকাফ করার হুকুম কি? ইতেকাফকারীর জন্য প্রয়োজন পূরণ করা, পানাহার করা এবং চিকিৎসার জন্য বের হওয়া কি জাযিয়?

শাকিল আহমেদ

কেরানিগঞ্জ, ঢাকা।

জবাব : আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করার জন্য নিঃসঙ্গ অবস্থায় মসজিদে অবস্থান করার নাম ইতেকাফ। লাইলাতুল কুদর অনুসন্ধান করার জন্য ইতেকাফ করা সুন্নাত। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এদিকে ইঙ্গিত করে বলেন,

﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾

“মসজিদে ইতেকাফ করা অবস্থায় তোমরা স্ত্রীদের সাথে সহবাস করো না।” (সূরা আল বাক্বারাহ : ১৮৭)

সহীহুল বুখারীতে আছে, নবী (ﷺ) ইতেকাফ করেছেন, তাঁর সাথে সাহাবীগণও ইতেকাফ করেছেন- (সহীহুল বুখারী- অধ্যায় : ইতেকাফ)। ইতেকাফ করা শরীয়তসম্মত। এটা রহিত হয়ে যায়নি। সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ‘আয়িশাহ্ (رضي الله عنها) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, “নবী (ﷺ) মৃত্যু পর্যন্ত রমায়ানের শেষ দশকে ইতেকাফ করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীরা ইতেকাফ করেছেন।” (সহীহুল বুখারী- অধ্যায় : ইতেকাফ)

সহীহ মুসলিমে আবু সাঈদ খুদরী (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ﷺ) রমায়ানের প্রথম দশকে ইতেকাফ করেছেন। তারপর দ্বিতীয় দশকে ইতেকাফ করেছেন। অতঃপর বলেন,

«إِنِّي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ، أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ، ثُمَّ أَتَيْتُ، فَقِيلَ لِي : إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ.»

“লাইলাতুল কুদর অনুসন্ধান করার জন্য আমি রমায়ানের প্রথম দশকে ইতেকাফ করেছি। তারপর দ্বিতীয় দশকে ইতেকাফ করেছি। অতঃপর ওয়াহীর মাধ্যমে আমাকে বলা হয়েছে, নিশ্চয় সেটা শেষ দশকে। তোমাদের কেউ যদি ইতেকাফ করতে চায়, সে যেন ইতেকাফ করে- (সহীহুল বুখারী- অধ্যায় : ইতেকাফ; সহীহ মুসলিম- হা. ২১৫/১১৬৭)।” অতঃপর লোকেরা তাঁর সাথে ইতেকাফ করেছে। ইমাম আহমাদ (رحمته الله) বলেন, ইতেকাফ করা সুন্নাত। এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে কোনো মতবিরোধ আমার জানা নেই।

তাই কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমার দলিলের ভিত্তিতে ইতেকাফ করা সুন্নাত।

শহরের যেসব মসজিদে জামা'আত অনুষ্ঠিত হয়, তাই ইতেকাফ করার স্থান। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾

“মসজিদসমূহে ইতেকাফ করা অবস্থায় তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করো না।” (সূরা আল বাক্বারাহ : ১৮৭)

উত্তম হচ্ছে- জুমু'আর মসজিদে ইতেকাফ করা। যাতে করে জুমু'আহ আদায় করার জন্য বের হতে না হয়। অন্য

মসজিদে ইতেকাফ করলেও কোনো অসুবিধা নেই। তবে জুমু'আর জন্য আগে ভাগে মসজিদে চলে যাবে।

মসজিদ থেকে ইতেকাফকারীর বের হওয়াকে আলেমগণ তিনশ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন।

(১) জায়িয় : শরীয়ত অনুমদিত ও অভ্যাসগত জরুরি কাজে ইতেকাফের স্থান থেকে বের হওয়া জায়িয়। যেমন- জুমু'আর নামাযের জন্য বের হওয়া, পানাহার নিয়ে আসার কোনো লোক না থাকলে পানাহার করার জন্য বের হওয়া, ফরয ওযু ও ফরয গোসল করার জন্য বের হওয়া এবং পেশাব-পায়খানা করার জন্য বের হওয়া।

(২) আনুগত্যের কাজে বের হওয়া : এমন আনুগত্যের কাজে বের হওয়া, যা ওয়াজিব নয়। যেমন- রোগী দেখতে যাওয়া, জানাযায় শরীক হওয়া। তবে ইতেকাফ শুরু করার সময় এ সমস্ত কাজের জন্য বের হওয়ার যদি শর্ত করে নেয়, তবে জায়িয় হবে। অন্যথায় জায়িয় নয়।

(৩) ইতেকাফ বিরোধী কাজে বের হওয়া : এমন কাজে বের হওয়া, যা ইতেকাফের নিয়ম-নীতি বিরোধী। যেমন- বাড়ী যাওয়া, কেনা-বেচার জন্য বের হওয়া, স্ত্রী সহবাস করার জন্য বের হওয়া এবং অনুরূপ অন্যান্য কাজে বের হওয়া। এ সমস্ত কাজে কোনোভাবেই ইতেকাফকারীর জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া জায়িয় নয়।

জিজ্ঞাসা (১১) : কোনো কোনো লোক এমন পাতলা জামা পরিধান করে সালাত আদায় করে যে, বাইরে থেকে তার শরীরের চামড়া দেখা যায়। জামার নীচে এমন ছোট পায়জামা বা জাঙ্গিয়া পরিধান করে, যা রানের অর্ধেকও ঢাকে না। পাতলা কাপড়ের কারণে রানের বাকী অর্ধেক অংশ স্পষ্ট দেখা যায়। এসব লোকের নামাযের হুকুম কী?

তুযার খান
চাঁনখারপুল, ঢাকা।

জবাব : এদের নামাযের বিধান ঐ লোকদের নামাযের মতো যারা বিনা কাপড়ে শুধু হাফ প্যান্ট পরিধান করে নামায পড়ে। কেননা যেসব পাতলা জামার থেকে শরীরের চামড়া সুস্পষ্ট দেখা যায়, তা মূলত সতর ঢেকে রাখে না। সুতরাং তা পরিধান করা না করা সমান। এর উপর ভিত্তি করেই আলেমদের দু'টি মতের বিশুদ্ধতম মতে এসব লোকের নামায বিশুদ্ধ নয়। ইমাম আহমাদ (রহমতুল্লাহ)-এর মাযহাবেও এ মতটি ব্যাপক প্রসিদ্ধ। কেননা নামাযে পুরুষের জন্য সর্বনিম্ন সতর হচ্ছে নাভীমূল থেকে হাঁটু পর্যন্ত। নামায অবস্থায় পুরুষের পোষাকের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার আদেশ এর চেয়ে কমে বাস্তবায়ন হয় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾

“হে আদম সন্তান! প্রত্যেক নামাযের সময় তোমরা সৌন্দর্য গ্রহণ করো”- (সূরা আল আ'রাফ : ৩১)। অর্থাৎ- পোশাক পরিধান করো। সুতরাং আবশ্যিক হচ্ছে- তারা এমন পায়জামা পরিধান করবে যা দ্বারা নাভীমূল থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখে। অথবা সর্ট প্যান্টের উপরে এমন মোটা কাপড় পরিধান করবে, যাতে বাইরে থেকে শরীরের চামড়া দেখা না যায়।

প্রশ্নে উল্লেখিত কাজটি বিরাট ভুল ও ভয়ানক। এদের উপর আবশ্যিক হচ্ছে, মহান আল্লাহর কাছে তাওবাহ করা এবং নামাযের মধ্যে শরীরের যে অংশ ঢেকে রাখা আবশ্যিক তা পরিপূর্ণরূপে ঢেকে রাখার প্রতি যত্নবান হওয়া। আল্লাহ তা'আলার কাছে আমাদের ও মুসলিম ভাইদের জন্য হিদায়াত ও তাওফীকু প্রার্থনা করছি। তিনি যেন তাঁর পছন্দনীয় ও সন্তুষ্টির পথে চলার তাওফীকু দেন। নিশ্চয় তিনি দয়ালু দাতা।

জিজ্ঞাসা (১২) : সিয়াম অবস্থায় রক্ত দেয়া এবং ইনজেকশন নিলে কি রোযা ভেঙ্গে যাবে?

মোস্তাকিম আহমেদ
কাহেৎলি, ঢাকা।

জবাব : সিয়াম অবস্থায় টেস্ট করার জন্য রক্ত দিলে সিয়ামের কোনো ক্ষতি হবে না। অনুরূপ ব্যথার ইনজেকশন এবং অন্যান্য ইনজেকশন নিলে রোযার কোনো ক্ষতি হবে না। তবে যেসব ইনজেকশন পানাহারের বিকল্প সেসব ইনজেকশন গ্রহণ করলে সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে।

জিজ্ঞাসা (১৩) : ৪-৫ জন মুসল্লি জামা'আতে নামায পড়বে কিন্তু সামনে এবং পিছনে জায়গা না থাকায় ইমাম কোথায় দাঁড়াবে। বিষয়টি দলিলসহ জানতে চাই।

আব্দুল খালেক
শিবগঞ্জ, বগুড়া।

জবাব : জামা'আতের সাথে সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে সূনাত হচ্ছে দু'জন বা তার চেয়ে বেশি মুক্তাদী হলে ইমাম দাঁড়াবেন সামনের কাতার মাঝ বরাবর সামনে। আর মুসল্লীগণ দাঁড়াবে তার পিছনে। আর মুক্তাদী একজন হলে সে ইমামের ডানে দাঁড়াবে। আর সালাতের স্থান সংকীর্ণ হওয়ার কারণে যদি ইমাম সাহেব সামনের কাতারে একাকী দাঁড়াতে না পারে, তাহলে ইমাম সাহেব কাতারের মাঝখানে দাঁড়ালে এবং মুক্তাদীগণ তার ডানে ও বামে দাঁড়াবে। এটাই সর্বাধিক উত্তম পস্থা। (দেখুন : মাজমু' ফাতাওয়া- মুহাম্মদ বিন সালেহ আল উসাইমিন, ১৫/১৮৫)

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা ইবনু মাস'উদ (رضي الله عنه) ইমাম হয়ে সালাত আদায় করলেন। তখন তার ডানে ছিল আলকামা ও বামে ছিল আল-আসওয়াদ- (সহীহ মুসলিম- হা. ৮৭২)। অর্থাৎ- ইবনু মাস'উদ ইমাম হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন তাদের দু'জনের মাঝখানে। অনুরূপ মুসল্লী যদি ৪/৫ জন কিংবা তার চেয়ে বেশি হয়, তাহলেও ইমাম সাহেব তাই করবে। আর যদি ইমাম সাহেব সবার বামে এক পার্শ্বে দাঁড়ায়, তাও বৈধ হবে। মহান আল্লাহও সর্বাধিক অবগত রয়েছেন।

জিজ্ঞাসা (১৪) : উসমানী আযান মসজিদের ভেতরে দিতে হবে না-কি মসজিদের বাহিরে দিতে হবে। আগে মসজিদের বাহিরে দেওয়ার প্রচলন ছিল এখন মাইক চুরি হওয়ার আশংকায় মসজিদের ভিতরে দেওয়া হয়। বিষয়টি দলিলসহ জানতে চাই।

আব্দুল খালেক
শিবগঞ্জ, বগুড়া।

জবাব : যাদের জন্য আযান দেয়া হবে, তারা যদি সবাই মসজিদের ভিতরেই থাকে এবং বাইরে থেকে কোনো লোক আসার সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে মসজিদের ভিতরেই আযান দিতে হবে। কারণ, এ ক্ষেত্রে বাইরে আযান দিয়ে কোনো লাভ নেই। আর যাদের জন্য আযান দেয়া হবে, তারা যদি মসজিদের বাইরে থাকে, তাহলে মসজিদের ভিতরে আযান দেওয়া বৈধ নয়। কারণ, ভিতরে আযান দেওয়া হলে আওয়াজ বাইরে যাবে না। বাইরের লোকেরা যেহেতু আযান শুনতে পাবে না, তাই আযান দেওয়া আর না দেওয়া উভয়ই সমান। কারণ, এতে কোনো লাভ হবে না। তাই এটাকে অনেক আলেম বিদআত বলেছেন। অতএব বাইরের মুসল্লীদেরকে আযান শুনানো উদ্দেশ্য হলে মসজিদের মিনারে অথবা ছাদে উঠে অথবা বাইরের কোনো উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে আযান দিবে।

এখন প্রশ্ন হলো- আযান যদি মাইকে দেওয়া হয়, তাহলেও কি মসজিদের বাইরে দিতে হবে? না-কি ভিতরে দিলেও চলবে? কারণ, এ ক্ষেত্রে বাইরে অথবা ভিতরে আযান দেওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য হচ্ছে না। এর জবাব হচ্ছে- মসজিদের ভিতরে মাইকের মাধ্যমে জুমু'আর দিন অথবা অন্য পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের জন্য আযান দেওয়া জাযিয় আছে; বরং মাইক এবং এ জাতীয় অন্যান্য যন্ত্র মহান আল্লাহর অন্যতম নিয়ামত। এগুলো আযানের ধ্বনি বহুদূর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেওয়া এবং মহান আল্লাহর প্রতি দাওয়াত মাধ্যম। (দেখুন : *লাজনা দায়িমা- সৌদি আরব, ফাতাওয়া নং- ৫০৬৯*)

সুখী ও আনন্দময় জীবনের জন্য কতিপয় করণীয় বিষয়

১. ঈমান ও সৎকর্ম দ্বারা জীবনকে সজ্জিত করা এবং পাপাচার থেকে দূরে থাকা।
 ২. সর্বদা তাওবাহু-ইস্তিগফার করা এবং প্রয়োজনীয় দু'আ ও যিকরগুলো পাঠ করা।
 ৩. 'ইল্ম (শরিয়তের জ্ঞান) চর্চা করা। 'ইল্ম ছাড়া 'আমল (কর্ম) গোমরাহির দিকে নিয়ে যেতে পারে।
 ৪. মানুষের উপকার করা ও দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করা। সে ব্যক্তিই সর্বাধিক সেরা যে অন্যের উপকার করে।
 ৫. বিপদাপদ ও সংকটে মনে সাহস বজায় রাখা।
 ৬. বিপদাপদ ও সংকটে ধৈর্য ধারণ করা। মনে রাখতে হবে, কোনো কিছুই মহান আল্লাহর সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে সংঘটিত হয় না।
 ৭. হিংসা, বিদ্বেষ ও প্রতিশোধ পরায়ণতা থেকে মনকে পরিচ্ছন্ন রাখা।
 ৮. সৎলোকদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা ও অসৎ লোকদের সংশ্রব বর্জন করা।
 ৯. জীবন ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং এটিকে বেদনা, কষ্ট, হতাশা দিয়ে ভরে না ফেলে আনন্দময় করে তুলুন। মহান আল্লাহর উপর পরম নির্ভরতা জীবনকে সহজ করে দিবে।
 ১০. বৈধ পন্থায় চিন্তা বিনোদন করুন। স্ত্রী-পরিবারের সাথে সময় কাটান। হারাম পন্থায় প্রকৃত সুখ নেই। মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টি জীবনকে বিষাদময় করে তুলে।
 ১১. বেশি কথা, বেশি ঘুম, বেশি খাওয়া এবং মনে যা চায় তাই দেখা পরিহার করা। মধ্যম পন্থা অবলম্বন শরীর ও মন উভয়ের জন্য উপকারী।
 ১২. অতিলোভে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি পায়। অল্পে তুষ্ট ও মিতব্যয়ী জীবন অনেক তৃপ্তিময়।
 ১৩. পরিচ্ছন্ন পোশাক, সুগন্ধি আর মেদহীন শরীর জীবনের আনন্দ উপভোগ করতে সহায়ক।
 ১৪. আপনার জন্য যে কাজটি উপযুক্ত সে কাজটি করুন।
 ১৫. কর্ম ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো আগে করুন। সকল কাজ সাজিয়ে-গুছিয়ে সূচাররূপে সম্পন্ন করার চেষ্টা করুন। আজকের কাজ কালকের জন্য ফেলে রাখবেন না। অন্যথায় এগুলো আপনার মাথায় দুঃশ্চিন্তা বোঝা হয়ে থাকবে।
- ড. আয়েয আল কারনী* লেখা 'হাদায়েক' গ্রন্থের ছায়া অবলম্বনে, অনুবাদ ও গ্রন্থনা : আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল।

প্রচ্ছদ রচনা

আন্তর্জাতিক র্যাংকিংভুক্ত সৌদি
আরবের শীর্ষ দশ ইউনিভার্সিটি

-আব্দুল মোহাইমেন সাআদ*

[সপ্তম (শেষ) পর্বা]

(১০) উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্বের সবচেয়ে নিরাপদ নগরী সৌদি আরবের মক্কা নগরী যাকে আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে 'উম্মুল কুরা' বা নগরগুলোর মা হিসেবে অভিহিত করেছেন। আর এই নগরীতেই অবস্থিত বিশ্বের অন্যতম সেরা ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়টি ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে আধুনিক সৌদি আরবের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ আব্দুল আজিজ বিন আব্দুর রহমান আল সৌদ কর্তৃক কলেজ অফ শরিয়া হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে রাজকীয় আদেশ দ্বারা কলেজটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নিত করা হয় এবং নামকরণ করা হয় উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়টির অধীনে রয়েছে কলেজ অফ শরিয়াহ 'ইসলামিক ল' অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, কলেজ অফ এডুকেশন, কলেজ অফ অ্যাপ্লাইড সায়েন্সেস, কলেজ অফ সোশ্যাল সায়েন্স, কলেজ অফ অ্যাপ্লাইড মেডিকেল সায়েন্স, কলেজ অফ বিজনেস, কলেজ অফ মেডিসিন, কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ইসলামিক আর্কিটেকচারসহ প্রায় ত্রিশটিরও বেশি কলেজ এবং দাওয়া অ্যান্ড উসুলে দ্বীন, আরবি ভাষা, ইসলামিক স্থাপত্য, এপ্লাইড কেমিস্ট্রিসহ প্রায় পঁয়ত্রিশটি অনুষদ যা দেশটির ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের কাছে আরবি ভাষা ও সাহিত্য, 'আক্বিদাহ্, ইসলামী সংস্কৃত, ইসলামিক স্থাপত্য, মেডিসিন, গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, ব্যবসা, ইঞ্জিনিয়ারিংসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিশ্বমানের স্নাতক সম্মান এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১,১০,০০০-এর বেশি। টাইমস হায়ার এডুকেশন (২০২১)-এর সেরা আরব বিশ্ববিদ্যালয় পরিসংখ্যান

অনুযায়ী এই বিশ্ববিদ্যালয়টির স্থান চোদ্দতম। বিশ্ববিদ্যালয়টি বিশ্বের সেরা ১০০০ বিশ্ববিদ্যালয় এবং সৌদি আরবের সেরা ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত। উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী মধ্যে রয়েছে দুই পবিত্র মসজিদ বিষয়ক জেনারেল প্রেসিডেন্সির সভাপতি মসজিদ আল হারামের ইমাম শাইখ আব্দুর রহমান আস-সুদাইস, মসজিদ আল-হারামের একজন অন্যতম ইমাম ও খতীব সৌদ আশ-শুরাইম, বাংলাদেশ জমঙ্গয়তে আহলে হাদীসের সাবেক সভাপতি প্রফেসর এ.কে.এম শামসুল আলমসহ আরো অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ। বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিবছর উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয় বৃত্তি প্রদান করে থাকে। বৃত্তি আয়তাদিন সুবিধাসমূহ হলো সম্পূর্ণ বিনা বেতনে পড়াশুনা করবার সুযোগ, কোর্স চলাকালীন মাসিক ভাতা প্রদান, আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ফ্রী আবাসন ব্যবস্থা, ফ্রী মেডিক্যাল সেবা, ফ্রী হজ্জ ও 'উমরাহ পালনের সুযোগ, প্রতি একাডেমিক বছর শেষে দেশে আসা যাওয়ার জন্য ফ্রী এয়ার টিকিট।

এক নজরে উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয় :

- * গ্লোবাল বিশ্ববিদ্যালয় র্যাংক (২০২৪) : ৬০১-৮০০
- * আরব বিশ্ববিদ্যালয় র্যাংক (২০২৩) : ৩৫
- * সৌদি আরব বিশ্ববিদ্যালয় র্যাংক (২০২১) : ১০
- * ধরণ : পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়
- * শিক্ষায়তনিক ব্যক্তিবর্গ : ৫,০০০
- * স্নাতক শিক্ষার্থী সংখ্যা : ১০০,০০০ +
- * স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী সংখ্যা : ৯,৯৯৯ +
- * প্রতিষ্ঠিত সাল : ১৯৪৯ (কলেজ), ১৯৮১ (বিশ্ববিদ্যালয়)
- * স্থান : মক্কা, মক্কা প্রদেশ, সৌদি আরব। □

স্বামীর আনুগত্যের প্রতিদান জান্নাত

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু 'আন্হু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে, (রমাযান মাসে) সাওম পালন করবে, লজ্জাস্থানের হিফায়ত করবে এবং স্বামীর আনুগত্য করবে, তাকে বলা হবে- তুমি যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা, সেই দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করো। (ইবনু হিব্বান- মা. শা., হা. ৪১৬৩, সহীহ; মুসনাদে আহমদ- মা. শা., হা. ১৬৬১)

* শিক্ষার্থী, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা।

৬৫ বর্ষ ॥ ২৩-২৪ সংখ্যা ❖ ০৪ মার্চ- ২০২৪ দি. ❖ ২২ শাবান- ১৪৪৫ হি.

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত রমায়ান-১৪৪৫
হি./২০২৪ ইং সালের সাহারী ও ইফতারের সময়সূচী
(ঢাকার জন্য প্রযোজ্য)

তারিখ		বার	সাহারীর শেষ সময়	ইফতারের সময়
রমায়ান	মার্চ-এপ্রিল			
০১	১২ মার্চ	মঙ্গলবার	০৪ : ৫৩	০৬ : ০৭
০২	১৩ মার্চ	বুধবার	০৪ : ৫২	০৬ : ০৭
০৩	১৪ মার্চ	বৃহস্পতিবার	০৪ : ৫১	০৬ : ০৮
০৪	১৫ মার্চ	শুক্রবার	০৪ : ৫০	০৬ : ০৮
০৫	১৬ মার্চ	শনিবার	০৪ : ৪৯	০৬ : ০৮
০৬	১৭ মার্চ	রবিবার	০৪ : ৪৮	০৬ : ০৯
০৭	১৮ মার্চ	সোমবার	০৪ : ৪৭	০৬ : ০৯
০৮	১৯ মার্চ	মঙ্গলবার	০৪ : ৪৬	০৬ : ১০
০৯	২০ মার্চ	বুধবার	০৪ : ৪৫	০৬ : ১০
১০	২১ মার্চ	বৃহস্পতিবার	০৪ : ৪৪	০৬ : ১১
১১	২২ মার্চ	শুক্রবার	০৪ : ৪৩	০৬ : ১১
১২	২৩ মার্চ	শনিবার	০৪ : ৪২	০৬ : ১১
১৩	২৪ মার্চ	রবিবার	০৪ : ৪১	০৬ : ১২
১৪	২৫ মার্চ	সোমবার	০৪ : ৪০	০৬ : ১২
১৫	২৬ মার্চ	মঙ্গলবার	০৪ : ৩৯	০৬ : ১২
১৬	২৭ মার্চ	বুধবার	০৪ : ৩৮	০৬ : ১৩
১৭	২৮ মার্চ	বৃহস্পতিবার	০৪ : ৩৭	০৬ : ১৩
১৮	২৯ মার্চ	শুক্রবার	০৪ : ৩৬	০৬ : ১৪
১৯	৩০ মার্চ	শনিবার	০৪ : ৩৪	০৬ : ১৪
২০	৩১ মার্চ	রবিবার	০৪ : ৩৩	০৬ : ১৪
২১	০১ এপ্রিল	সোমবার	০৪ : ৩২	০৬ : ১৫
২২	০২ এপ্রিল	মঙ্গলবার	০৪ : ৩১	০৬ : ১৫
২৩	০৩ এপ্রিল	বুধবার	০৪ : ৩০	০৬ : ১৫
২৪	০৪ এপ্রিল	বৃহস্পতিবার	০৪ : ২৯	০৬ : ১৬
২৫	০৫ এপ্রিল	শুক্রবার	০৪ : ২৮	০৬ : ১৬
২৬	০৬ এপ্রিল	শনিবার	০৪ : ২৭	০৬ : ১৭
২৭	০৭ এপ্রিল	রবিবার	০৪ : ২৬	০৬ : ১৭
২৮	০৮ এপ্রিল	সোমবার	০৪ : ২৫	০৬ : ১৮
২৯	০৯ এপ্রিল	মঙ্গলবার	০৪ : ২৪	০৬ : ১৮
৩০	১০ এপ্রিল	বুধবার	০৪ : ২৩	০৬ : ১৯

(আল কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ও উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটি, ইসলামিক ফাইন্ডার ইউনিভার্সিটি অব ইসলামিক সাইন্স, করাচী, সলাত টাইম এর সময় সমন্বয়ে প্রস্তুতকৃত)

৬৫ বর্ষ ॥ ২৩-২৪ সংখ্যা ❖ ০৪ মার্চ- ২০২৪ দি. ❖ ২২ শাবান- ১৪৪৫ হি.

ঢাকার সাথে অন্যান্য জেলার সাহারীর শেষ ও ইফতারের সময়ের পার্থক্য ঢাকার পূর্বে (-) ও ঢাকার পরে (+)

ক্র.	জেলা	সাহারীর শেষ সময়ের পার্থক্য	ইফতারের পার্থক্য	ক্র.	জেলা	সাহারীর শেষ সময়ের পার্থক্য	ইফতারের পার্থক্য
০১	ঢাকা	০০ মি. ০০ সে.	০০ মি. ০০ সে.	৩৩	খুলনা	(+) ০৪ মি. ০৬ সে.	(+) ০২ মি. ৫৪ সে.
০২	মুন্সীগঞ্জ	(-) ০০ মি. ৪৮ সে.	(-) ০০ মি. ৩০ সে.	৩৪	সাতক্ষীরা	(+) ০৫ মি. ৫৪ সে.	(+) ০৪ মি. ৪২ সে.
০৩	গাজীপুর	(-) ০০ মি. ০৬ সে.	(-) ০০ মি. ১৮ সে.	৩৫	বাগেরহাট	(+) ০৩ মি. ০৬ সে.	(+) ০১ মি. ৪৮ সে.
০৪	মানিকগঞ্জ	(+) ০১ মি. ৩০ সে.	(+) ০১ মি. ৩০ সে.	৩৬	যশোর	(+) ০৫ মি. ১৮ সে.	(+) ০৪ মি. ৩৬ সে.
০৫	নরসিংদী	(-) ০১ মি. ১৮ সে.	(-) ০১ মি. ২৪ সে.	৩৭	নড়াইল	(+) ০৩ মি. ৫৪ সে.	(+) ০৩ মি. ১২ সে.
০৬	নারায়ণগঞ্জ	(-) ০০ মি. ৩৬ সে.	(-) ০০ মি. ২৪ সে.	৩৮	মাগুরা	(+) ০৪ মি. ০০ সে.	(+) ০৩ মি. ৩৬ সে.
০৭	ময়মনসিংহ	(+) ০০ মি. ১২ সে.	(-) ০০ মি. ৪৮ সে.	৩৯	বিনাইদহ	(+) ০৪ মি. ৫৪ সে.	(+) ০৪ মি. ৪২ সে.
০৮	কিশোরগঞ্জ	(-) ০১ মি. ১৮ সে.	(-) ০২ মি. ০০ সে.	৪০	কুষ্টিয়া	(+) ০৪ মি. ৫৪ সে.	(+) ০৫ মি. ০০ সে.
০৯	শেরপুর	(+) ০১ মি. ৫৪ সে.	(+) ০০ মি. ৩০ সে.	৪১	মেহেরপুর	(+) ০৭ মি. ০৬ সে.	(+) ০৭ মি. ০০ সে.
১০	জামালপুর	(+) ০২ মি. ১৮ সে.	(+) ০১ মি. ০৬ সে.	৪২	চুয়াডাঙ্গা	(+) ০৬ মি. ১২ সে.	(+) ০৬ মি. ০০ সে.
১১	নেত্রকোনা	(-) ০০ মি. ৫৪ সে.	(-) ০২ মি. ০৬ সে.	৪৩	বরিশাল	(+) ০০ মি. ৪২ সে.	(-) ০০ মি. ২৪ সে.
১২	টাঙ্গাইল	(+) ০২ মি. ০০ সে.	(+) ০১ মি. ৩৬ সে.	৪৪	ঝালকাঠি	(+) ০১ মি. ৩০ সে.	(+) ০০ মি. ১৮ সে.
১৩	ফরিদপুর	(+) ০২ মি. ০০ সে.	(+) ০২ মি. ১৮ সে.	৪৫	পিরোজপুর	(+) ০২ মি. ৩০ সে.	(+) ০১ মি. ০৬ সে.
১৪	মাদারীপুর	(+) ০০ মি. ৩০ সে.	(+) ০১ মি. ১২ সে.	৪৬	পটোয়াখালী	(+) ০১ মি. ১২ সে.	(+) ০০ মি. ৩০ সে.
১৫	শরীয়তপুর	(+) ০০ মি. ১৮ সে.	(+) ০০ মি. ৩০ সে.	৪৭	বরগুনা	(+) ০২ মি. ০৬ সে.	(+) ০০ মি. ১২ সে.
১৬	গোপালগঞ্জ	(+) ০১ মি. ৪৮ সে.	(+) ০২ মি. ৪২ সে.	৪৮	ভোলা	(-) ০০ মি. ১৮ সে.	(-) ০১ মি. ৩৬ সে.
১৭	রাজবাড়ী	(+) ০৪ মি. ১২ সে.	(+) ০৪ মি. ১২ সে.	৪৯	রাজশাহী	(+) ০৬ মি. ২৪ সে.	(+) ০৭ মি. ০০ সে.
১৮	চট্টগ্রাম	(-) ০৬ মি. ২৪ সে.	(-) ০৪ মি. ৫৪ সে.	৫০	নাটোর	(+) ০৫ মি. ১২ সে.	(+) ০৫ মি. ৫৪ সে.
১৯	রাঙ্গামাটি	(-) ০৭ মি. ৫৪ সে.	(-) ০৬ মি. ২৪ সে.	৫১	নওগাঁ	(+) ০৫ মি. ১২ সে.	(+) ০৬ মি. ১২ সে.
২০	খাগড়াছড়ি	(-) ০৭ মি. ০০ সে.	(-) ০৬ মি. ১২ সে.	৫২	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	(+) ০৮ মি. ০০ সে.	(+) ০৮ মি. ৪৮ সে.
২১	বান্দরবন	(-) ০৮ মি. ০৬ সে.	(-) ০৬ মি. ১৮ সে.	৫৩	বগুড়া	(+) ০৩ মি. ২৪ সে.	(+) ০৪ মি. ৩০ সে.
২২	কক্সবাজার	(-) ০৭ মি. ১৮ সে.	(-) ০৪ মি. ৪২ সে.	৫৪	জয়পুরহাট	(+) ০৪ মি. ৩০ সে.	(+) ০৬ মি. ০০ সে.
২৩	নোয়াখালী	(-) ০৩ মি. ১৮ সে.	(-) ০২ মি. ১৮ সে.	৫৫	পাবনা	(+) ০৪ মি. ৩০ সে.	(+) ০৪ মি. ৪২ সে.
২৪	ফেনী	(-) ০৪ মি. ৩০ সে.	(-) ০৩ মি. ৩৬ সে.	৫৬	সিরাজগঞ্জ	(+) ০২ মি. ০৬ সে.	(+) ০২ মি. ৪৮ সে.
২৫	লক্ষ্মীপুর	(-) ০২ মি. ১৮ সে.	(-) ০১ মি. ১৮ সে.	৫৭	দিনাজপুর	(+) ০৫ মি. ৩৬ সে.	(+) ০৭ মি. ৩৬ সে.
২৬	কুমিল্লা	(-) ০৩ মি. ২৪ সে.	(-) ০৩ মি. ০০ সে.	৫৮	পঞ্চগড়	(+) ০৫ মি. ৩৬ সে.	(+) ০৮ মি. ২৪ সে.
২৭	চাঁদপুর	(-) ০১ মি. ৩০ সে.	(-) ০০ মি. ৫৪ সে.	৫৯	ঠাকুরগাঁও	(+) ০৬ মি. ১২ সে.	(+) ০৮ মি. ৩৬ সে.
২৮	বি. বাড়িয়া	(-) ০২ মি. ৫৪ সে.	(-) ০৩ মি. ০৬ সে.	৬০	রংপুর	(+) ০৩ মি. ১৮ সে.	(+) ০৫ মি. ২৪ সে.
২৯	সিলেট	(-) ০৫ মি. ৩০ সে.	(-) ০৬ মি. ৪২ সে.	৬১	গাইবান্ধা	(+) ০২ মি. ১৮ সে.	(+) ০৩ মি. ৫৪ সে.
৩০	সুনামগঞ্জ	(-) ০৩ মি. ২৪ সে.	(-) ০৪ মি. ৪৮ সে.	৬২	লালমনিরহাট	(+) ০২ মি. ২৪ সে.	(+) ০৪ মি. ৪২ সে.
৩১	মৌলভীবাজার	(-) ০৫ মি. ১৮ সে.	(-) ০৬ মি. ০০ সে.	৬৩	নীলফামারী	(+) ০৪ মি. ৪৮ সে.	(+) ০৭ মি. ০৬ সে.
৩২	হবিগঞ্জ	(-) ০৩ মি. ৪৮ সে.	(-) ০৪ মি. ২৪ সে.	৬৪	কুড়িগ্রাম	(+) ০১ মি. ৩৬ সে.	(+) ০৩ মি. ৪৮ সে.

সূত্র : বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে সংগৃহীত ১১ মার্চ-২০২৪ ইং তারিখের সময়ের পার্থক্য অনুযায়ী

রামায়ানুল মুবাব্বক

১৪৪৫ হিজরী

২০২৪ ইসরায়ী

আমাদের আহ্বান

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ!

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোন!

আলহামদুলিল্লাহ! অবিরত কল্যাণের বার্তা নিয়ে আবারো এলো, তাকুওয়া অর্জনের মাস রামায়ানুল মুবাব্বক। 'আমলে সালেহ তথা পুণ্য লাভের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে স্বীয় 'আমলনামা সমৃদ্ধ করার অফুরন্ত সুযোগ রয়েছে এ মাসে। 'ইবাদত-বন্দেগী ও দান-সাদাকার প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন এবং আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রেও এ মাসের গুরুত্ব অপরিমীম। আসুন, আমরাও তাকুওয়া অর্জনের এ প্রতিযোগিতায় शामिल হই।

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোন!

এ দেশের আহলে হাদীস তথা কুরআন ও সহীহ হাদীসের একনিষ্ঠ অনুসারীদের তাওহীদী সংগঠন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। বিগত প্রায় আট দশকব্যাপী এ সংগঠনটি কুরআন-সুন্নাহ'র দা'ওয়াহ ও তাবলীগের পাশাপাশি দীনী প্রতিষ্ঠান পরিচালনাসহ আর্ন্তমানবতার সেবার নিরন্তর কাজ করে আসছে এবং এ কাজে উত্তরোত্তর গতি সঞ্চারিত হচ্ছে।

সম্প্রতি ঢাকার অদূরে বাইপাইল, আওলিয়ায় জমঈয়তের নিজস্ব জায়গায় প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ইয়াতীমখানার বহুতল ভবনের দ্বিতীয় তলার কাজ সম্পন্ন হয়ে তৃতীয় তলার কাজ শুরু হয়েছে আল-হামদুলিল্লাহ। আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কুরাইশী (রাহিমাহুল্লাহ-হ) মডেল মাদরাসার শিক্ষার মান ও ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় আরোও একটি ভবন নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে, সেইসাথে মডেল মাদরাসার বালিকা শাখা ইতোমধ্যে চালু করা হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বাংলাদেশ -এর শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। এছাড়া বাইপাইলে একটি বিশ্বমানের উচ্চতর ক্বাওমী মাদরাসা প্রতিষ্ঠারও পরিকল্পনা রয়েছে। যাত্রাবাড়ী-ঢাকায় অবস্থিত বহুতল বিশিষ্ট জমঈয়ত ভবনের ৮ম তলার কাজও চলমান। ৯৮ নবাবপুর রোড, ঢাকায় 'জমঈয়ত টাওয়ার' নির্মাণের কাজ প্রক্রিয়াধীন এবং ভাওরাইদ-গাজীপুরে নওমুসলিম প্রকল্পের অধিবাসীদের কল্যাণার্থে আলহাজ্ব এ কে এম রহমত উল্লাহ এম.পি মহোদয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় সাহায্য ও সহযোগিতা অব্যাহত রয়েছে। এ সংগঠনের মুখপত্র 'সাণ্টাহিক আরাফাত' ও 'মাসিক তর্জুমানুল হাদীস' সমৃদ্ধ কলেবরে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে এবং জমঈয়ত পরিচালিত 'বাংলাদেশ আহলে হাদীস তালীমী বোর্ড ঢাকা'-এর কার্যক্রমও যথাযথ এগিয়ে চলেছে। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও রামায়ানকে ঘিরে দেশব্যাপী দাওয়াহ-তাবলীগী এবং সাংগঠনিক কর্মসূচী বাস্তবায়নে প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।

এ সকল বহুমুখী কার্যক্রম ফলপ্রসূ হচ্ছে প্রথমত: আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানী, অতঃপর আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতায়। আর তা অব্যাহত রাখতে এবারও আপনারা এগিয়ে আসবেন, সম্প্রসারিত করবেন আপনাদের দানের হাত- বিশেষভাবে মাসিক অনুদান সংগ্রহ কর্মসূচিতে আপনিও অংশগ্রহণ করবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা। আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা আমাদের সৎ 'আমলসমূহ কবুল করুন আমীন।

আপনার আর্থিক সহযোগিতা প্রেরণ করুন-

“বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস” সঞ্চয়ী হিসাব নং ২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০ ইসলামী ব্যাংক, নবাবপুর রোড শাখা।	বিকাশ পার্সোনাল: ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫	আর্থিক সহযোগিতা প্রেরণ করে নিশ্চিত হোন ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫ ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০১
---	-----------------------------------	--

আরযগুয়ার

অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক
সভাপতি

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
সেক্রেটারী জেনারেল



বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

কেন্দ্রীয় কার্যালয়: জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা -১২০৪ ☎ +৮৮ ০২-২২৩৩৪২৪৩৪ ☎ +৮৮ ০১৯৩৩-৩৫৫৯০১
 ✉ jamiyat1946.bd@gmail.com ☎ www.jamiyat.org.bd 🌐 /BangladeshJamiyatAhlAlHadith 🌐 Bangladesh Jamiyat Ahl-al-Hadith



বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

জমঈয়তে আহলে হাদীস উন্নয়ন তহবিল নিয়মিত মাসিক অনুদান প্রদানকারীর

তথ্য ফরম

০১.	নাম (বাংলা)	:					
	নাম (ইংরেজি)	:					
০২.	মোবাইল নম্বর	:					
০৩.	ই-মেইল (যদি থাকে)	:					
০৪.	পিতার নাম	:					
০৫.	মাতার নাম	:					
০৬.	জাতীয় পরিচয় পত্র (NID) নম্বর	:					
০৭.	শিক্ষাগত যোগ্যতা	:					
০৮.	পেশা (টিক চিহ্ন দিন)	:	কৃষি/চাকুরী/ব্যবসা/অন্যান্য-				
০৯.	ঠিকানা (বর্তমান)	:					
১০.	ঠিকানা (স্থায়ী)	:					
১১.	সাংগঠনিক অবস্থান	:	শাখা:	এলাকা:	জেলা:		
১২.	অনুদানের পরিমাণ (টিক চিহ্ন দিন)	:	১০০/-	২০০/-	৩০০/-	৫০০/-	১০০০/-
		:	২০০০/-	৩০০০/-	৪০০০/-	৫০০০/-	১০,০০০/-
১৩.	দাতা কোড নম্বর	:					
১৪.	স্বাক্ষর	:	তারিখ : <input type="text"/>				

আপনার আর্থিক সহযোগিতা প্রেরণ করুন-

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস (উন্নয়ন) সঞ্চয়ী হিসাব নং- ২০৫০১৭৯০২০১৪৯৭০০৭ ইসলামী ব্যাংক, বংশাল শাখা।	বিকাশ মার্চেন্ট ০১৭৯৮ ৮৮ ৪১ ৩২	আর্থিক সহযোগিতা প্রেরণ করে নিশ্চিত হোন ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০২ (জনসংযোগ কর্মকর্তা) ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫ (হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা)
--	-----------------------------------	--

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম, স্বাক্ষর ও মোবাইল নম্বর	জেলা জমঈয়ত সভাপতি/সেক্রেটারী	
	কেন্দ্রীয় সভাপতি/ সেক্রেটারী জেনারেল	

কেন্দ্রীয় কার্যালয়: জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা -১২০৪ ☎ +৮৮ ০২-২২৩৩৪২৪৩৪ ☎ +৮৮ ০১৯৩৩-৩৫৫৯০১
✉ jamiyat1946.bd@gmail.com 🌐 www.jamiyat.org.bd f /BangladeshJamiyatAhlAlHadith 📺 Bangladesh Jamiyat Ahl-al-Hadith

সৌদি আরবের শীর্ষ ১০ ইউনিভার্সিটির অন্যতম এবং আন্তর্জাতিক
র‍্যাংকিংডুস্ত কিং খালিদ ইউনিভার্সিটির সাবেক সনামধন্য
শিক্ষক অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম কর্তৃক পরিচালিত

দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণের জন্য সাভারে আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষালয়

মাদরাসাতুল হাসানাহ

ভর্তি চলছে

আপনার
সোনামণির
সুশিক্ষার
নিরাপদ
ঠিকানা

আবাসিক
অনাবাসিক
ডে-কেয়ার

আমাদের
নিয়মিত
আকাডেমিক
প্রোগ্রাম

তাহফীজুল কুরআন

মক্তব। নাজেরা। হিফজ। রিভিশন

ইসলামী শিক্ষা বিভাগ

হিফজসহ প্লে-অস্টম শ্রেণি
(ক্রমশ উচ্চতর পর্যায়)

উন্মুক্ত গণশিক্ষা প্রোগ্রাম

আধুনিক ভাষা শিক্ষা কোর্স
ইসলামী শরীয়ার বিষয়ভিত্তিক কোর্স
কুরআন শিক্ষা
দারসুল হাদীস প্রোগ্রাম

বালক ও বালিকা
পৃথক আাথা

পরিচালনায়

অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম
Adjunct Faculty
Manarat International University,
Former Faculty
King Khalid University &
University of Bisha, KSA.

বি-৯৭, বাজার রোড, সাভার, ঢাকা।
01894762337, 01973936173

লাব্বাইকা আল্লাহুমা লাব্বাইক
লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক
ইন্না ল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক
লা-শারীকা লাক



ব্যবসা নয় সর্বোত্তম সেবা
প্রদানের মানসিকতা নিয়ে
আপনার কাজিত স্বপ্ন
হজ্জু পালনে আমরা
আন্তরিকভাবে আপনার
পাশে আছি সবসময়

অভিজ্ঞতা আর
হাজীদের ভালোবাসায়
আমরা সফলতা ও
সুনামের সাথে
পথ চলছি অবিরত

স্বত্বাধিকারী

মুহাম্মাদ এহসান উল্লাহ

কামিল (ডাবল), দাওরায়ে হাদীস।
খতীব, পেয়লাওয়াল জামে মসজিদ, বংশাল, ঢাকা
০১৭১১-৫৯১৫৭৫

আমাদের বৈশিষ্ট্য:

- ❑ রাসুলের (সা:) শিখানো পদ্ধতিতে সহীহভাবে হজ্জু পালন।
- ❑ সার্বক্ষণিক দেশবরেণ্য আলেমগণের সান্নিধ্য লাভ এবং হজ্জ, ওমরাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব।
- ❑ হজ্জু ফ্লাইট চালু হওয়ার তিনদিনের মধ্যে হজ্জু ফ্লাইট নিশ্চিতকরণ।
- ❑ প্রতি বছর অভিজ্ঞ আলেমগণকে হজ্জু গাইড হিসেবে হাজীদের সাথে প্রেরণ।
- ❑ হারাম শরীফের সন্নিহিত প্যাকেজ অনুযায়ী ফাইভ স্টার, ফোর স্টার ও থ্রী স্টার হোটেলে থাকার সুব্যবস্থা।
- ❑ মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারতের সুব্যবস্থা।
- ❑ হাজীদের চাহিদামত প্যাকেজের সুব্যবস্থা।
- ❑ খিদমাত, সততা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।



মেসার্স হলি এয়ার সার্ভিস

সরকার অনুমোদিত হজ্জু, ওমরাহ ও ট্রাভেল এজেন্ট, হজ্জু লাইসেন্স নং- ৯৩৮

হেড অফিস: ৭০ নয়পল্টন (৩য় তলা), ঢাকা-১০০০, ফোন: ৯৩৩৪২৮০, ৯৩৩৩৫৮৬, মোবা: ০১৭১১-৫৯১৫৭৫

চাঁপাই নবাবগঞ্জ অফিস: বড় ইন্দারা মোড়, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, মোবাইল: ০১৭১১-৫৯১৫৭৫



www.holyairservice.com | holyairservice@yahoo.com
www.facebook.com/holyairservice